শক্তিপদ রাজগুরু

মণি বেগম

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৫৯

প্রকাশক :
পি, দে,
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
ভবানীপ্রসাদ দে
প্রিণ্টার্স ডিও প্রেসিয়াস
১৫, পঞ্চানন ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ :
সুবোধ গুপ্ত

মানুষ ইতিহাসকে জানতে চায়, তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়। বর্তমানের ঘটনাকে অতীতের নজীরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে একটা পরিণতির সন্ধান করে।

বর্তমানে নাটক নিয়ে অনেক পরীক্ষা সুরু হয়েছে। সেই সব নাটক কিছু মৌলিক, কিছু বিদেশী নাটকের অনুবাদ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সবই প্রায় সামাজিক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক নাটক রচনাও একটা পরীক্ষার মতই।

মণিবেগম বাংলার ইতিহাসে একটি পরিচিত চরিত্র। বিদেশী বেণিয়ার দল সেদিন বাংলার বুকে অবাধ শোষণ চালিয়েছে। বাংলার মসনদকে বেসাতিতে পরিণত করেছে। এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের মাঝে ইতিহাসের কয়েকটি চরিত্রকে নিয়ে এই নাটকের আখ্যানভাগ রচিত হয়েছে। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই নাটক, বিকৃত করে নয়। সেই সব চরিত্রের মানবিক দিকগুলোকেও স্পর্শ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদের আশা কামনা প্রেম বেদনা সব নিয়েই এই নাটকের অবতারণা।

দৃশ্যের ভিড় এতে নেই তবে চরিত্রের কিছু ভিড় আছে। তার মধ্যে কয়েকটি মূল চরিত্র, অবশিষ্টদের আনা হয়েছে নাটকের প্রয়োজনে। আঙ্গিকে আলো ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ এসবের খুব বেশী নৈপুণ্য এই নাটকে না হলেও চলবে। চাই মঞ্চ এবং পোষাক-আলোকপাত সাধারণ পর্য্যায়ের হলেই চলবে।

এ অভিনয়ের উপরই জোর দিতে বলবো এ নাটকে তারই প্রয়োজন সব থেকে বেশি, অনান্য উপকরণের চেয়েও। সুঅভিনীত হলেই নাটকের নিজস্ব গতিতে, এ নাটক উতরে যাবে বলেই ধারণা করা যেতে পারে।

ছাপা নাটকের ও অভিনয়ের জন্য অনুমতির প্রয়োজন। তবে এ নিয়ে আমাকে বিব্রত করার দরকার নেই। সৌজন্যতাবশতঃ প্রকাশকের ঠিকানায় অভিনয়ের সংবাদ গোচরে আনলেই রীতিরক্ষা করা হয়েছে ভেবে খুশী থাকবো।

বিনীত

শক্তিপদ রাজগুরু

উৎসর্গ

গীতা দে

কল্যাণভাজনীয়াষু

● মণিবেগম ●

— চরিত্রলিপি —

মীরজাফর — বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিম।
মীরকাশিম — ঐ জামাতা।
মুবারক — মীরজাফরের পুত্র।
মহারাজ নন্দকুমার — নিজামতের পদস্থ কর্মচারী।
গুরুদাস — নন্দকুমারের পুত্র।
রেজাখাঁ — নিজামতের রাজস্ব সংগ্রাহক।
ইয়ারজঙ্গ — ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
মোহনপ্রসাদ — ধূর্ত ব্যবসারী।
পিক্রু — বিদেশী ব্যবসায়ী।
ওয়ারেন হেষ্টিংস — ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেসিডেণ্ট পরে গভর্ণর।
লর্ড ক্লাইভ — ভূতপূর্ব সর্বাধিনায়ক।
লুসিংটন — কোম্পানীর কর্মচারী।
মেজর ক্যালার্ড — ঐ
ইলাইনা ইম্পে — বিচারপতি।
মিঃ ফেরার — ইংরেজ আইন ব্যবসায়ী।
পাতু কাহার — হেষ্টিংসের বেয়ারা।
ভোলা — ঐ
গঙ্গাগোবিন্দ সিং — কোম্পানীর কর্মচারী।
ওয়াজিদ — প্রখ্যাত বীণকার।
রহমন — বুববুবাঈএর প্রহরী।

ওমরাহগণ, জুরীগণ ও প্রহরী।

মণিবেগম — মীরজাফরের বেগম।
বুববুবাঈ — ঐ অন্যতম বেগম।
রোশন — তরুণী পরিচারিকা।
বাঁদী

এই লেখকের

আর একখানি

অনবদ্য নাটক

জীবন কাহিনী ২·৭৫

[হাসি-কান্নার-ভরা সামাজিক চিত্র]

● প্রথম অংক ●

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[রাজমহল এলাকার একটি গ্রাম্য পুকুর। চারিপাশে গাছগাছালি। খানিকটা জল দেখা যায়। পাখী ডাকছে। বিকাল। প্রবেশ করে তরুণ ওয়ারেন হেষ্টিংস—সঙ্গে পাতু কাহার। হেষ্টিংসএর পরণে ব্রীচেস—সস্তা কাপড়ের তৈরী, হাতে একটা ঘোড়ার চাবুক—পথক্লান্ত চেহারা, পাতু কাহারের পরণে ময়লা ধুতি, মাথায় একটা পাগড়ী, বগলে তালিমারা ছাতা, একটা ছোট লাঠি।]

পাতু। এ ঝকমারি আর ভালো লাগেনা সাহেব! গরুর পাইকেরী! —শ্লা শ্বশুরবাড়ীতে বলে গরুর পাইকের। তার চেয়ে অন্য কামই করবো।

হেষ্টিংস। তাই ভালো আছে পাতু, হামার ভি দিল খাট্টা হয়ে গেছে। আগে ভি সুখ ছিল। এক বয়েলের দাম দিত বারো টাকা—এখন কোম্পানী বলে বহুৎ নাফা করছো—সাত টাকা বয়েলের দাম, তাই পাবে। হামি ভি একরোজ কোম্পানীর ওই রাস্কেলদিকে দেখিয়ে দেবে ওয়ারেন হেষ্টিংস কি করিতে পারে। সেদিন তোমাকে হামি খাস চাকর বানাবে, একটা ক্যা—দোঠো পাঁচঠো সাদী দেবে তুমার। হেষ্টিংসের জমানা বদল যাইবে।

পাতু। আপনি পায় না শঙ্করাকে ডাকে। তুমি কবে কি হবে তা আমার জেনে কাম নাই সাহেব—এ গরুবাগালি আর করতে পারবো না, আজ হিরণপুরের হাট, কাল পাকুড়ের গোহাটা—ধ্যাত্তোর।

হেষ্টিংস। সবুরে মেওয়া ফলে পাতু, wait and see হেষ্টিংস একদিন Resident হইবেই। তাহার আর দেরী নাই।

[হঠাৎ একটা গানের টুকরো শোনা যায়, হেষ্টিংস আর পাতু অবাক হয়ে ওই দিকে চাইল, হেষ্টিংস অবাক হয়েছে, তার মুখে কি যেন লোভের ছায়া ফুটে ওঠে]

....এই পাতু, তুম্ থোড়া উধার যাও।

পাতু। ও যে মেয়েছেলে বলেই মনে হচ্ছে সাহেব।

হেষ্টিংস। সব আউরৎ তুমারা জরু নেহি আছে, জলদি উধার যাও পাতু, এ্যাই শ্লা পাতু কাহার—

পাতু। আরে ম'ল, বলদ ঠেঙ্গিয়ে তুমি যে বলদের মত গাঁক গাঁক করছো সাহেব, যাচ্ছি বাবা। তবে হুঁসিয়ার সাহেব, যেন আবার বখেয়ায় জড়িয়োনি—ওই তো তোমার দোষ। আগুন খেলেই আংরা বেরুবে, লোহাচুর খাও—সাবল।

হেষ্টিংস। যাও তুম্।

[পাতু চলে গেল, এদিক দিয়ে প্রবেশ করেছে মণি, যুবতী হাস্যময়ী একটি নারী, সদ্য স্নান সেরে ফিরছে। হঠাৎ পথের মধ্যে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে দেখে অবাক হয় সে, হেষ্টিংসও দু'পা পিছিয়ে মাথার টুপি খুলে অভিবাদন করে বলে—]

আই এ্যাম ওয়ারেন হেষ্টিংস—Supplier to the M/S East India Company—would be officer of M/S East India Company.

মণি। য়া মলো।

হেষ্টিংস। হামি মরিতে ভি প্রস্তুত আছে। Such a beauty! Sweet, Sweet dream.

[প্রবেশ করে খোজা রহমান, বিশাল কালো চেহারা ; হাতে মুক্ত কৃপাণ, তাবুর হাবসীখোজা, তওফাওয়ালীর খাস প্রহরী। ওকে দেখে হেষ্টিংস একটু থেমে গেল, মণিবেগম হাসছে খিলখিল করে]

রহমান। সেলাম সাব!

[ওয়ারেন হেষ্টিংস ওর কর্কশ কণ্ঠস্বরে ওর দিকে চাইল]

নবাবজাদার সাদিতে চক মুর্শিদাবাদে মুজারা চলবে তাই জাহানাবাদ থেকে সোজা তওফাওয়ালী বুববুবাই-এর দল চলেছে মুর্শিদাবাদের সেই মাইফেলে, বাঁদী লেড়কীর ইজ্জতের জিম্মাদারী এখন নবাবের ফৌজের হাতে জনাব! তারাও সঙ্গে চলেছে।

হেষ্টিংস। ইয়েস!

রহমান। তাই বলছিলাম মানেমানে পথ দেখো সাহেব।

হেষ্টিংস। এ্যাই পাতু কাম অন।

[পাতুর প্রবেশ]

পাতু। এ্যাই যে সাহেব ; আম্মোও বলছিলাম আগুন খেলেই আংরা বেরুবে, আর লোহাচুর খাও সাবল।

হেষ্টিংস। এ্যাই শূয়ারকা বাচ্চা সাটআপ্।

[দুজনের প্রস্থান—মণিবেগম হাসছে। ওরা চলে গেলেও হাসছে সে। পরে হাসি থামিয়ে বলে]

মণি। দূর করে দিলি রহমান। একটু দাঁড়াতেও বললি না, বিদেশী নাগরকে, আসনাই করতাম। কেমন সোনালী চুল, তেমনি চোখ চুঃ! চুঃ।

রহমান। মসকারা রাখো মণি, বুববুবাই দারুণ রেগে আছে। চল দিকি।

মণি। ধ্যাৎ রহমান। তোর না হয় কোন আশাই নেই—সারা জিন্দিগী শুধু হুকুম তামিল করেই গেলি, বিদেশী আশুক তো তোর ধাতের নয়, তার জ্বালা কি বুঝবি আহাম্মুক। চাহনি দেখলি না? কি যেন নাম বলছিল? পুছ ভাল করলি না?

রহমান। ওয়ারেন হেষ্টিংস না কি বলছিল, কে চেনে তাকে। চল দিকি জোর তলব করেছে বিবি।

মণি। একটু একলা থাকতে দে রহমান। দিনরাত বাঁদিগিরি আর ভাল লাগে না। এই এখনও দাঁড়িয়ে আছিস রহমান? বল্লাম তো তুই যা, আমি যাচ্ছি।

[রহমান চলে গেল, মণি এদিক ওদিক দেখে কাপড়ের মধ্যে থেকে জং নূপুর বের করে পায়ে বাঁধতে থাকে]

একটু ফুরসৎ কি মেলে? উঃ! চারিদিকে বুববুর কড়া নজর। একটু যে নাচবো তারও উপায় নেই। তা তিনতা, ধা ধিনতা ত্রেকেট্ তিনতা।

[নাচতে থাকে মণিবেগম, ক্রমশঃ নাচের গতিবেগ বাড়ে, নিপুণ ভঙ্গীতে নাচছে সে; সারা দেহে নাচের সাড়া জাগে। দ্রুতবেগে চক্কর খেয়ে

চলেছে। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে। পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে ওয়াজিদ বীণকার। সুন্দর চেহারা। পরনে দামী পাঞ্জাবী, পাজামার উপর জরির কাজকরা ওয়াশকিট্।]

ওয়াজিদ। সাবাস্, সাবাস্।

[চম্‌কে ওঠে মণি; নাচ থামিয়ে ওর দিকে চাইল ভীত ত্রস্তচাহনিতে। তাড়াতাড়ি নাচের জং খুলতে থাকে, ও ভয় পেয়ে গেছে]

ডরো মৎ মণিয়া।

মণি। বীণকার।

ওয়াজিদ। ঘাবড়ো মৎ, এ নাচ তুমি শিখলে কি করে মণি? শুদ্ধ ঘরোয়ানার পেশকার—চক্কর—ভাও—

মণি। দেখে দেখে—

ওয়াজিদ। তাজ্জব।

মণি। বুববুবাই নাচের তালিম নেয়—

ওয়াজিদ। তুমি তো গোলাপী সরবৎ আর ঠাণ্ডা পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকো, ওর পায়ের জং খুলে নাও। ক্লান্ত হলে হাওয়া কর।

মণি। আর চেয়ে চেয়ে দেখি ওর নাচের কসরৎ; পায়ের কাম। তাল লয় সব সারামন দিয়ে তুলে নেবার চেষ্টা করেছি। আড়ালে তাই নিজেই রেওয়াজ করি—

ওয়াজিদ। আজ তাই দেখলাম মণিয়া, তোমার এ সাধনা বৃথা যাবেনা। তোমার প্রতিভা আছে মণি, আমি তোমায় রেওয়াজ করাবো। কিছুদিন রেওয়াজ করো, হিন্দুস্থানের অন্যতম সেরা তওফাওয়ালী হয়ে উঠবে তুমি। আমার একথা মিথ্যা হবে না মণিয়া।

মণি। হিন্দুস্থানের সেরা তওফাওয়ালী হবো আমি! তাহলে বাঁদীগিরি কে করবে ওয়াজিদ? বালকুণ্ডার সেই দিনগুলো মনে পড়ে? ওই বুববুবাইএর মা আমাকে কিনে নিয়েছিল। একমুঠো বজরা একটু ভাজিও জুটতো না, তাই মা আমাকে বিক্রী করে দিয়েছিল ওর কাছে। কিন্তু এই জীবন আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে ওয়াজিদ। আমি এখানে পড়ে আছি—কিন্তু হিন্দুস্থানের সেরা বীণকার তুমি—এখানে কেন পড়ে আছো?

বীণকার। আজ তার সার্থকতা বুঝেছি। তুমিও কি কোনদিন এ কথা বোঝবার চেষ্টা করোনি মণিয়া?

মণিয়া। সে আশা আমার দুরাশা। তাই মনে হয় বীণকার এখান থেকে কোথাও চলে যাই।

বীণকার। তা হয় না মণিয়া!

মণিয়া। কেন?

বীণকার। নবাবী দরবারে তোমার পরিচয় পেশ না করে কোথাও যাওয়া হবে না, তোমার রূপ গুণ তালিম কোনটাও না থাকা নয়, বাকি ছিল সমজদারের। বাংলা মুলুকে ও তার অভাব হবে না। এতদিন সহ্য করেছো মণি আর ক'টা দিন সবুর করো।

মণিয়া। বুববুবাইএর মা যদি এসে পড়ে?

বীণকার। সে তো নবাবী লোকের খিদমতে গেছে, তারই ধান্দায় ব্যস্ত। তার ফিরতে দেরী হবে। তুমি নাচো। ধিনতা, তা তিনতা—ত্রেকেটে তিনতা—

[মণি নাচতে থাকে, নাচের বেগ বাড়তে থাকে, হঠাৎ পিছনে কার উদ্যত চাবুকের আঘাতে মণি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে; চাবুক

হাতে নিয়ে ঢুকেছে যুবতী বুববুবাই, মণিএর বয়সীই, পোষাক-আশাক মণিবাইএর চেয়ে অনেক দামী, আরও দপিতা সে ; কয়েক ঘা চাবুক খেয়ে মণি ভয়ে এককোণে দাঁড়িয়েছে]

বুববু। বেসরম কাঁহাকা। বাঁদী থেকে তওফাওয়ালী হবার সখ। ডাকলেও আজকাল বাঁদীর সাড়া মেলে না। সহবৎ শেখানোর দরকার তোকে।

[বুববু চাবুক তোলে, মণি ভয়ে আর্তনাদ করে]

মণি। দোহাই তোমার বুববুবাই।

বুববু। আমাদের ঘরানার নাচ ভাও পেশকাশ শিখবে একটা বাঁদী ? এই অপমান সহ্য করবো না। রহমান্।

[রহমান এসে দাঁড়াল]

ফের যদি কোনদিন এই বাঁদীকে নাচতে দেখেছিস, এর পা দুটো টুকরো করে দিবি। ওর তওফাওয়ালী হবার সাধ জন্মের মত মিটিয়ে দিবি। বুঝলি ?

[রহমান মাথা নাড়ে। বুববু বের হয়ে গেল, পিছনে চলে গেল রহমান। মণি তখনও কাঁদছে। বীণকার এগিয়ে যায়]

বীণকার। মণিয়া ! মণিয়া ! কেঁদো না ?

মণি। এ আর সহ্য করতে পারছি না বীণকার। শুধু দুটো তন্দুরের রুটি লোনা—আলোনা, তাও কি জুটবে না কোথাও ? তাই মনে হয় কোথাও চলে যাই বীণকার।

বীণকার। তা হয় না মণিয়া, চাকা একদিন ঘুরবেই।

মণিয়া। ঝুট বাত। আমাদের নসীবের চাকা বিলকুল মাটিতে গেড়ে গেছে বীণকার, সে চাকা অনড় অচল। আমরা মরতেই আছি।

বীণকার। নসীবের দোষ দিও না মণিয়া, তোমার এ কান্না বৃথা যাবে না। খোদা মেহেরবান। তার দুনিয়ায় বিচার এখনও আছে, একদিন তুমি বড় হবে মণিয়া, এ দুঃখকষ্ট সেদিন ভুলে যাবে। সেইদিনের জন্যই খোদার কাছে আরজি পেশ করো মণিয়া— আর তোমার রেওয়াজ করো।

মণি। খোদা মেহেনবান। তোমার খোদা তোমাকে মেহেরবাণী করেছে, বহুৎ মেহেরবাণী করেছে বুববুবাইকে।

বীণকার। তোমাকেও করবেন তিনি, আর সেদিন তুমিও খোদাকে ভুলে যাবে মণিয়া।

মণি। কিন্তু তোমাকে ভুলবো না ওয়াজিদ। তুমি আমার পাশে থাকলে আমি সব সইতে পারবো, সব দুঃখকষ্ট বেদনা সব কিছু। ওয়াজিদ।

বীণকার। খোদা তোমাকে দোয়া করুন মণিয়া, তোমার আরজি মঞ্জুর হোক। তুমি সার্থক হও।

মণি। সেই আশাতেই এসব সহ্য করবো বীণকার। আমি সব সইব। আশমানের তারার মত আঁধারের পানে চেয়ে চেয়ে দিনের আলোর স্বপ্ন দেখবো। তুমি বীণ বাজাও বীণকার, ঝড়ের সুর তোলো, সেই ঝড়ের মাঝে আমাকে ঝড়ো হাওয়ার মাতনে ভাসিয়ে দেবো। নিজেকে চিনবো।

[বীণকার সুর তুলেছে, বাজছে তার বীণ, অন্ধকারের মাঝে আলোর একটি বিন্দুর মত নাচছে মণিয়া, অন্ধকারের মাঝে যেন নাচছে জীবনের পুঞ্জীভূত একটি সার্থক সত্ত্বা। দুখের মাঝে মঞ্চের আলো নিভে যায়।]

●

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

॥ জাফরাগঞ্জ প্রাসাদ প্রকোষ্ঠ ॥

[নাচের আসর সাজানো হয়েছে। ওপর থেকে বড় বড় ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে, তাতে আলোর বাহার। চারিদিকের দেওয়ালে সোনালী পাত মোড়া বেলজিয়ান আয়না বসানো, মাথায় মাথায় বড় বড় আলো। মেঝেতে দামী কার্পেট পাতা। তার ওপর অর্দ্ধবৃত্তাকারে সাজানো বসার আসন। মাঝখানে একটি দামী আসন—তাতে বসে আছেন মীরজাফর। চারপাশে বসে আছেন আমীর ওমরাহের দল। আর এক পাশে বীণকার ওয়াজেদ আলী, সারেঙ্গীওয়ালা, তবলচি প্রভৃতি বসে আছে। দৃশ্য শুরু হ'বার পূর্বেই বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমুরের তোড় শোনা গেল। কে যেন নাচছে। আস্তে আস্তে পর্দ্দা সরে যেতেই দেখা যায়—বুববুবাই নাচছে…।

*　　*　　*

তেহাইএর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমুরের ধ্বনি থেমে যায়। দর্শকবৃন্দ উল্লাসধ্বনি করে ওঠে। বুববুবাই মাঝখানে দাঁড়িয়ে—সমবেত দর্শকবৃন্দকে কুর্নিশ জানায়—আর হাঁফায়। তার সারা দেহ ঘামে ভিজে উঠেছে। বীণকার ওয়াজেদ আলী কিন্তু নীরবে সুরের জাল বুনে চলেছে……]

প্রথম ওমরাহ। (চেঁচিয়ে) সরবৎ লে আও, সরবৎ।

দ্বিতীয় ওমরাহ। পাঙ্খা চালাও, বহুৎ গরম।

[দেখা গেল বড় বড় তালপাতার পাখা হাতে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তারা হাওয়া করতে সুরু করে দিল। ভৃত্যের দল সরবৎ ও মদ পরিবেশন করে]

প্রথম ওমরাহ। (মীরজাফরকে) হুজুরালা, তওফাওয়ালীকো ফির হুকুম কিজিয়ে—

মীরজাফর। নাচো।

বুববু। (সেলাম করে) ম্যায় বহুৎ পরিশান হোগেই হুজুর, মেহের-বাণী করকে থোড়া দম্ লেনে কো মওকা দিজিয়ে!

প্রথম ওমরাহ। (বেশ মাতাল হয়ে) নেহি চালাও, দিনভর, রাত-ভর। নাচো·······নাচো।

সকল ওমরাহ। (জড়িত কণ্ঠে) নাচো····নাচো।

[ক্লান্ত ও ভীত বুববু অসহায় দৃষ্টিতে ওয়াজেদের দিকে চায়]

ওয়াজেদ। ঘবড়াও মৎ।

[সামনে এগিয়ে এসে মীরজাফরকে কুর্ণিশ করে ওয়াজেদ বলে]

—নবাব সাহেবকো হুকুম হো তো দুস্রি বাঈকি নাচ পেশ কঁরু।

মীরজাফর। দুসরি বাঈ?

ওয়াজেদ। জী হুজুর, তামাম হিন্দুস্থানের সেরা সুন্দরী····সেরা নাচনে ওয়ালী।

মীরজাফর। আর্জি মঞ্জুর।

[ওয়াজেদ নেপথ্যে কাকে আহ্বান জানায়। বীণার সামনে বসে তারে ঘা দেবার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যবতা যে মেয়েটি আসরে এসে উপস্থিত হয় তাকে দেখে বুববু অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে। নাচের আসরে

এসে দাঁড়িয়েছে পেশোয়াজ, ওড়না, সলমার কাজ করা কুর্তিপরা বাঁদী মণিয়া······ওয়াজেদ নির্বিকার মুখে বীণে দ্রুত তান তোলে··· দর্শকদের সকলের চোখ তার দিকে। এ কোন হুরী পরী তাদের সামনে এসে দাঁড়াল? দর্শকবৃন্দ যত তার নাচের তারিফ করে বুববু ততই রাগে ফেটে পড়ে—চাবুক আজ তার কাছে নেই, বের হয়ে গেল সে—রাগে জ্বলছে।

* * *

মণিয়া নাচছে···অপূর্ব নাচ। মীরজাফরকে সে জয় করতে চায়। তার চোখে মুখে, সারা দেহে লাস্যোন্মোদনা। নবাবের চোখে রঙ লেগেছে। হঠাৎ নাচের তাল কেটে যায়···দেখা যায় মণিয়া অবাক হ'য়ে চেয়ে আছে নবাবের দিকে। মণিয়ার সারা দেহ কাঁপছে থর্ থর্...কয়েকটি মুহূর্ত···তবলচীর বোলে আর বীণার ঝঙ্কারে মণিয়া সম্বিৎ ফিরে পায়। সে আবার নাচ শুরু করে···উন্মাদ হ'য়ে নাচে··· লীলায়িত দেহের দুর্বার আকর্ষণে সকলকে বিহ্বল ক'রে তোলে। মোহর, আরসফি, মোতির মালা সামনে গড়াগড়ি যায়। মণির নজর কিন্তু সিংহাসনে······নাচ শেষ করেই মণিয়া নবাবকে ও অন্যান্য সকলকে কুর্ণিশ জানায়। একটা চিৎকার শোনা যায়—

"শোভনাল্লা"

মীরজাফর সিংহাসন থেকে নেমে সোজা মণিয়ার সামনে এসে দাঁড়ান ...তার দুই কাঁধে হাত রেখে বলেন—]

মীরজাফর। কেয়া নাম?

মণি। মণিয়া।

মীরজাফর। মণিয়া? না, তুমি ফৈজী।

মণি। গোস্তাকী, মাফ হয় জনাব। আপনি বোধহয় ভুল করেছেন —আমি ফৈজী নই।

মীরজাফর। ফৈজী নও? তবে তুমি কে?

মণি। মণি! মণি বাঁদী।

মীরজাফর। মণি বাঁদী! ফৈজী তুমি নও? কি আশ্চর্য! অথচ দুজনের কি অদ্ভুত মিল!....তোমার দেশ কোথায়?

মণি। বালকুণ্ডা জাঁহাপনা।

মীরজাফর। আঃ! কি পরিচয় তোমার বললে? বাঁদী? (মণিকে আরো ভালো করে দেখে) বাঁদী? উঁহু, এত রূপ তো বাঁদীর থাকতে নেই; তবে যে হারেম কুৎসিৎ হ'য়ে উঠবে।

মণি। বিশ্বাস করুন জনাব, আমি ফৈজী নই।

মীরজাফর। আমারই ভুল হয়েছে তা'হলে। তাইতো! সিরাজের হীরাঝিলের অন্ধকার কক্ষ থেকে সে বেঁচে ফিরে আসবে সাধ্য কি? কিন্তু আশ্চর্য! সেই চোখ, সেই রূপ, সেই দেহের ভংগী, আশ্চর্য, ভারী আশ্চর্য!

(মীরজাফরের প্রস্থান)

[মীরজাফর নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে প্রস্থান করলেন... সংগে সংগে অন্যান্য নিমন্ত্রিতরাও প্রস্থান করিলেন......আস্তে আস্তে আলো কমে আসে...ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে "ওয়াজেদ"। মণির চোখে মুখে বিস্ময়; কি ভাবছিলো]

ওয়াজেদ। বন্দেগী বেগম সাহেবা!

মণি। এসব আবার কি শুরু করলে ওয়াজেদ?

ওয়াজেদ। আমি সব শুনেছি ঐ আড়াল থেকে।

মণি। নবাব ওসব কি বলে গেলেন ওয়াজেদ?

ওয়াজেদ। হারেমে যাবার দিন এসেছে মণি! প্রস্তুত থেকো। খোদা তোমায় দোয়া করুন। (প্রস্থানোদ্যত)

মণি। ও কি! তুমি চলে যাচ্ছ যে?

ওয়াজেদ। (মুখে করুণ বিষণ্ণ হাসি) এবার থেকে আমায় একাই চলতে হবে। আমার মন ঠিকই বলছিল, তুমি আরো অনেক উঁচুতে উঠবে। স্বপ্ন ছিল, তুমি আমি দুজনে মিলে রোশনাই জ্বালাব। এখন বুঝতে পারছি খোদাতাল্লার অভিপ্রায় অন্যরূপ। তোমার আমার পথ আজ এই মুহূর্তে তিনি আলাদা করে দিলেন। চলি মণি—

মণি। বাঁদী থেকে তুমিই আমায় তওফাওয়ালী ক'রেছ। আজ যদি সত্যি আমার সুদিন আসে তবে তুমি আমায় ছেড়ে যাবে কেন?

ওয়াজেদ। বেগম হওয়ার পরে আমাকে তো তোমার আর দরকার হবে না। চাঁদের ওপর থেকে মেঘ কেটে গেলে হাওয়াকে আর চাঁদের প্রয়োজন হয় কি? (ওয়াজেদের প্রস্থান)

[মুহূর্তকাল মণি বিহ্বল। হঠাৎ ওয়াজেদের জন্যে প্রাণ কেঁদে ওঠে]

মণি। না—না—বীণকার, আমি তোমার সঙ্গে যাব, বীণকার।

[পাতলা অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে রহমান·· মুখে ক্রুর নিষ্ঠুর পৈশাচিক হাসি।]

রহমান। কেন চাঁদ, হারেমে যাবে না?

মণি। (ভীষণ ভয় পেয়ে চমকে ওঠে) কে?

রহমান। (মণিকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে এগিয়ে আসে) হাঃ—হাঃ—

হাঃ—বাঁদী! তওফাওয়ালী! বেগম! হাঃ—হাঃ—হাঃ—
(জড়াইয়া ধরিতে হাত বাড়াইল)

মণি। রহমান!....খবরদার বেতমিজ! গায়ে হাত দিবি না।

রহমান। কেন বিবি? বেগম হতে চাও? হাঃ—হাঃ—হাঃ—

মণি। তবেরে কুত্তা!

[মণি আসরের একটা ভারী সরাবের বোতল তুলে নিয়ে রহমানকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে মারে। বোতল ভাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে ইতস্ততঃ। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সহসা মীরজাফরের প্রবেশ]

মীরজাফর। (চারিদিকে তাকিয়ে) একি? আলো....আলো....
(আলো জ্বলিয়া উঠিল) ওঃ! শয়তান, বেয়াদপ।

[হাততালি দিয়া প্রহরী ডাকিয়া ইংগিতে রহমানকে দেখিয়ে দিতেই তারা তাকে বেঁধে নিয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গেই বুববুর প্রবেশ—]

বুববু। কি হয়েছে বাঁদী (শুধরে নিয়ে) মণি? কোথাও লাগেনি ত?

[মণি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়—মীরজাফরের দৃষ্টি হইতে এটা বাদ যায় না]

মীরজাফর। একটু সুস্থ হয়েছ বাঈ? উঠতে পারবে কি? তুমি আর এখানে নিরাপদ নও দেখছি। তাঞ্জাম আসবে, তৈরী থেকো। তোমাকে যেতে হবে হারেমে।

মণি। (চক্ চক্ করে ওঠে চোখ) হারেমে?

মীরজাফর। হ্যাঁ, আমার হারেমে।

[মীরজাফর প্রস্থানোদ্যত]

মণি। জাঁহাপনা। (নবাব চলে যেতে ফিরে দাঁড়াল) বাঁদীর একটি আর্জি আছে জনাব।

মীরজাফর। পেশ কর।

মণি। হারেমে একা যেতে বড় ভয় লাগছে জনাব। যদি ওকে—বুববুকে আমার সঙ্গে যেতে অনুমতি করেন বাঁদী হয়ে—

মীরজাফর। (একটু ভেবে) মঞ্জুর।

[মীরজাফরের প্রস্থান]

মণি। এস বুববু। তওফাওয়ালীর বাঁদীরও আজ একজন বাঁদীর দরকার, নবাব হারেমে তার কাছে থাকবে—(একটু গিয়ে থেমে) হ্যাঁ, তোমার সেই চাবুকটা সঙ্গে নিতে ভুলো না বুববু···আমার দরকার হতে পারে।

[মণির প্রস্থান]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[মুর্শিদাবাদের নবাব নিজামত। মীরজাফর আলিখাঁকে চিন্তিতমনে পায়চারী করতে দেখা যায়, ওপাশে মহারাজ নন্দকুমার। মধ্যবয়সী বলিষ্ঠ, তার সুশ্রী চেহারা।]

মীরজাফর। ইংরেজ যে ধীরে ধীরে এমনি পথ নিবে তা ভাবিনি মহারাজ নন্দকুমার। সেদিন ভেবেছিলাম ইংরেজ এদেশে বাণিজ্য

করতে এসেছে। বাণিজ্য নিয়েই তারা খুশী থাকবে। তাই সেদিন তাদের কথায় ভুলে সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। ভেবেছিলাম নিজেই নবাবী পাবো, কিন্তু ইংরেজ যে বণিকের মানদণ্ড ছাড়াও রাজদণ্ড হাতে নিতে চাইবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

নন্দকুমার। রাণী ভবানীও তাই বলেছেন।

মীরজাফর। তিনি বুদ্ধিমতী মহিলা, কিন্তু সেদিন প্রলোভনে পড়ে কারো বুদ্ধি আমি নিইনি।

ধূর্ত ইংরেজ আজ বিরাট জাল ফেলেছে। দরকার হলে আমাকেও গদি থেকে টেনে নামিয়ে অন্য কাউকে বসিয়ে তাকে পুতুলের মত নাচাবে। এর কি প্রতিকারের কোন পথ নেই—

[রেজার্খা ঢুকছে, হাতে কতকগুলো কাগজ, মীরজাফর থেমে গেলেন, ওকথা এঁদের সামনে যেন তিনি বলতে চান না। রেজার্খা এখানে আসায় তিনি খুশী হননি।]

—কি দরকার খাঁ সাহেব ?

রেজার্খা। (চুপ করে কাগজগুলো এগিয়ে দেয়) পাঞ্জা ছাপ দেবার ব্যবস্থা করবো এই ফার্মানগুলোয় ?

মীরজাফর। বেশখ ! হ্যাঁ জরুরী হরকরা দিয়ে এগুলো পাঠাবার ব্যবস্থা করুনগে !

[রেজার্খা বের হয়ে গেল, যাবার সময় সে একবার মহারাজ নন্দকুমার আর মীরজাফরের মুখের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে যায়]

মীরজাফর। এখানেও এসব কথা বলা নিরাপদ নয় মহারাজ। ইংরেজ চারিদিকে তার চর রেখেছে, নইলে নিজামত এমনকি

নবাবের ব্যক্তিগত সব সংবাদ কাশিমবাজার ও কলিকাতার সদর কুঠিতে পৌঁছে যায় কি করে ?

নন্দকুমার। ওসব আলোচনা আপনার মহালেই গিয়ে করবো। আমিও ইতিমধ্যে সবদিক ভেবে দেখি।

মীরজাফর। তাই দেখুন। একটা পথ বের করতেই হবে মহারাজ।

[মীরজাফর খাঁ বের হয়ে গেলেন, মহারাজ নন্দকুমার তাকে অভিবাদন করে নিজের কাযকর্মগুলোর দিকে নজর দেন। প্রবেশ করে একটি তরুণ, দেখেই মনে হয় মদ্যপ চেহারা, পরনে কল্কাদার পাঞ্জাবী, কিস্তি টুপি, লোকটি মোহনলাল]

মোহনলাল। রাম রাম মহারাজজী। শেঠ বুলাকীদাসের স্ত্রী আমাকে পাঠালেন, তার বাকী ঋণের টাকাটা তিনি মিটিয়ে দেবেন।

নন্দকুমার। হঠাৎ তোমাকেই পাঠালেন তিনি ?

মোহনলাল। বিবেচনা করুন, শেঠজী গত হবার পর আমাকেই আমমোক্তারনামা দিয়েছেন তিনি।

নন্দকুমার। তাঁকে চাপ দিয়ে টাকা আদায় করার ইচ্ছে আমার নেই। শেঠ বুলাকীদাস আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন, তাঁদের পরিবারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যদি অসুবিধা না হয় তবেই তার স্ত্রী টাকা দিতে পারেন, তাঁর দলিলও আমি ফেরৎ দোব।

মোহনলাল। টাকাটা আমি এনেছি। বিবেচনা করুন, শেঠজী মারা যাবার পর থেকে ব্যবসা চালু নেই, সব টাকা দিতে পারেন নি। কিছু মকুব করতে হবে। ধরুন হাজার ছয়েক টাকা।

[নন্দকুমার দেরাজ থেকে দলিল একটা বের করে সই করে এগিয়ে দেন ওর দিকে]

নন্দকুমার। তাই হবে। শেঠজীর স্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাবে।

[টাকার থলিটা দেরাজে রেখে দেন মহারাজ]

মোহনলাল। তাহলে আসি মহারাজ; আর এই নূনের ইজারার আর্জিটা একটু বিবেচনা করবেন।

নন্দকুমার। আর্জি করেছে তোমাদের শেঠজীর কারবার থেকে না তুমি নিজে ?

মোহনলাল। এই অধীনই। তবে বিবেচনা করুন আমি একা নই, এত টাকার ব্যাপার, আমার একজন রেস্তদারও আছেন, আপনার জামাই —

নন্দকুমার। আমার জামাই। কুঞ্জঘাটার—

মোহনলাল। আজ্ঞে! রামজীর ইচ্ছেয় কারবার চললে ভালোই নাফা হবে। শুধু ফার্মাণে আপনার হাতের একটা সই। বলেন তো মহারাজ, কিছু টাকা আজই নজরানা দিয়ে যাই আপনাকে, বিবেচনা করুন! আপনারও—

নন্দকুমার। মোহনলাল!

[মোহনলাল ওই কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠে]

তুমি এখন যেতে পারো।

মোহনলাল। আমার আর্জি ?

নন্দকুমার। ওর সম্বন্ধে যথাসময়ে নিজামত থেকে খবর যাবে। যাও।

[মোহনলাল ক্ষুণ্ণ মনে বের হয়ে গেল। মহারাজ পায়চারী করছেন। প্রবেশ করে রেজাখাঁ সঙ্গে তার ভাইপো ইয়ার জং। লক্কার মত চেহারা, বাবরি চুল, চোখে সুরমা, মহারাজ ওর দিকে চাইল। ইয়ার জং লীলায়িত ভঙ্গীতে কুর্ণিশ করে]

রেজাখাঁ। এটি আমার ভাতিজা, ইমানদার—রহিস্ লেড়কা। নিজামতের কাজের জন্য এরই কথা বলছিলাম। তা ফারসী মায় ইংরাজিও শিখছে।

ইয়ার জং। বেগম সাহেবাও আমাকে চেনেন।

রেজাখাঁ। তিনিই ওকে আপনার কাছে আসতে বলেছেন।

নন্দকুমার। খাঁসাহেব, নিজামতে আপনিও পদস্থ কর্মচারী, যদি ওকে যোগ্য মনে করেন আপনিই ওকে নিয়োগ করতে পারেন। আমাকে এর মধ্যে জড়ানোর কোন দরকার ছিল না।

রেজাখাঁ। তবু আপনাকে কথাটা জানানো উচিত। তবে এলেমের অভাব নেই আমার ভাতিজার। কাজের লোক।

[হঠাৎ বাইরে ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়, জুড়ী-গাড়ী থামছে। মহারাজ নন্দকুমার জানালা দিয়ে চাইলে]

রেজাখাঁ। হেষ্টিংস সাহেব এসেছেন বোধহয়। আমি না হয় তাঁকে এইখানেই নিয়ে আসি ?

[ইয়ার জংকে]

মস্ত সাহেব, বেশ যুৎ করে সেলাম করবি, বুঝলি। চল।

[নন্দকুমার ঘরে পায়চারী করছেন চিন্তিতমনে। বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যায়, ঘরে ঢুকেছে হেষ্টিংস, পরনে তার দামী পোষাক। মুখে পাইপ,···দৃপ্ত ভঙ্গীতে এগিয়ে আসে, মহারাজের বলার অপেক্ষা না করেই একটা কেদারায় বসে পা ঠুকতে থাকে। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রেজাখাঁ।]

হেষ্টিংস। ওয়েল নন্দকুমার !

[নন্দকুমার ওর দিকে চাইলেন]

হেষ্টিংস। আমাদের অর্ডার নিজামতে আসিয়াছে ?

রেজাখাঁ। হাঁ সাহেব, সেটা আমি মহারাজার কাছে পেশ করেছি।

হেষ্টিংস। এখনও কোন action হইল না কেন ?

নন্দকুমার। East India Companyর হুকুম মত বর্দ্ধমান, নদীয়ার রাজস্ব কলকাতার সদর কুঠিতেই জমা দিই।

হেষ্টিংস। But এখন থেকে সেই রাজস্ব আর কলকাতায় না পাঠিয়ে জমা দিবেন আমাদের কাশিমবাজার কুঠিতে।

নন্দকুমার। কোম্পানির সামান্য একজন রেসিডেন্টের হুকুমে কোম্পানীর আইন ভাঙতে পারি না সাহেব।

হেষ্টিংস। আপনারা হুকুম মানিতে চান না ?

নন্দকুমার। চাই বলেই কলকাতার সদর কুঠিতে এত হাঙ্গামা পুইয়েও রাজস্ব জমা দিই। কোম্পানীর বোর্ড থেকে হুকুম আনান। আমরা রাজস্ব কাশিমবাজারেই জমা দিয়ে রসিদ নোব। তার আগে নয়।

হেষ্টিংস। What!

রেজাখাঁ। কিন্তু মহারাজ, সাহেব যখন বলছেন কথাটা ভেবে দেখুন। ইনিও হুকুম দেবার মালিক।

নন্দকুমার। আপনি থামুন খাঁ সাহেব। টাকা ওকে দিচ্ছি, না দিচ্ছি কোম্পানীকে ? আমরা কোম্পানীর লিখিত হুকুমই চাইবো। ওর মুখের কথার কোন দাম নেই, এ নবাব সাহেবেরই কথা।

[হেষ্টিংস উত্তেজিত ভাবে উঠে পড়ে]

হেষ্টিংস। ড্যাম ইয়োর মীরজাফর! নবাব নাজিম—I can create so many Nababs.

[হেষ্টিংস বের হয়ে গেল]

রেজাখাঁ। কাজটা কি ভালো হলো মহারাজ! জানেন তো নবাবের অবস্থা, চারিদিকে নানা গণ্ডগোল চলেছে। ওদের চটিয়ে লাভ কি! যা চায় দিয়ে থুয়ে ওদের শান্ত করে দিন কাটানোই ভালো।

নন্দকুমার। আপনিও ভয় পেয়েছেন খাঁ সাহেব। অবশ্য ওদের খুশি করতে পারলে লোকসান ছিল না, তবে ওদের জুলুম ক্রমশঃ বেড়েই চলবে, এ চাওয়ার শেষ হবে না কোনদিন।

রেজাখাঁ। আপনি বুদ্ধিমান লোক, যা ভালো বুঝেছেন করেছেন।

নন্দকুমার। ওরা সব নিয়েও থামবে না খাঁ সাহেব। ওদের এই দুর্বার লোভকে আমি থামাতে চাই। তার জন্য যা করার দরকার সেই পন্থাই আমি নোব।

[মহারাজ বের হয়ে গেলেন, রেজাখাঁ ওর দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে]

রেজাখাঁ। বেয়াকুফ। এত বুদ্ধি—এত কাজের এলেম সবই বরবাদী হয়ে যাবে। আরে বাবাঃ যখনকার যা। পয়সাই চিনলো না কাফেরটা। মরুক গে।

[ঢুকছে খোজা পিক্রু, ধূর্ত চেহারা। আর্মানী ব্যবসাদার। চারিদিকে তার সন্ধানী দৃষ্টি]

পিক্রু। Good day, Khan Saheb.

[পিক্রু মাথা নীচু করে কুর্ণিশ করতে থাকে। রেজাখাঁ ওকে দেখে এগিয়ে আসে]

রেজাখাঁ। কিছু খবর আছে?

পিক্রু। জোর খবর খাঁ সাহেব। Resident হেষ্টিংস সাহেব কো

দেখলাম fire হোয়ে আছে। সে নাকি নবাবকে দেখে নেবে! কাশিমবাজার কুঠিতে বহুৎ জরুরী মিটিং বসেছে; তাছাড়া দেখলাম মিরকাশিম খাঁকেও।

রেজাখাঁ। মিরকাশিম খাঁ সেখানে? কি ব্যাপার পিক্র!

পিক্র। পিক্র স্রেফ ginger merchant—আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর সে রাখে না খাঁসাহেব। নবাব, রেসিডেন্ট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যা খুশী করুক, আমার কারবার চললেই ব্যস্।

রেজাখাঁ। তা বেশই চালাচ্ছো? ক' জাহাজ মাল এসেছে এবার?

[পিক্র কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে ওঠে, প্যান্টের পকেটে হাতপুরে কি বের করতে থাকে। আঙ্গুল দিয়ে হীরাগুলো দেখাতে থাকে]

পিক্র। By the by—খাস বার্মার মাল!

রেজাখাঁ। কিস্মৎ কত সাহেব?

পিক্র। হুজুরের হাতে উঠলেই ধন্য হয়ে যাবো। আপনাদের মেহেরবাণীতেই তো করে খাচ্ছি খাঁ সাহেব! (হীরাগুলো রেজাখাঁয়ের হাতে দেয়)—আপনি সৎলোক, ইমানদার আদমী, লেকিন that মহারাজ? জান্ স্রেফ কয়লা করে দিলে খাঁ সাহেব! ভাবছি ব্যবসা এবার তুলে দোব।

রেজাখাঁ। তা আর দেবে না পিক্র, তোমার কি একটা ব্যবসা! অনেক কিছুরই কারবার তোমার।

পিক্র। খাঁ সাহেব ফাদার—মাদার।

রেজাখাঁ। একটু সাবধানে কারবার চালাও। খুব জানাজানি যেন না হয়, বিশেষ করে ওই কাফের মহারাজ যেন জানতে না পারে। হুঁশিয়ারী কাম করো।

পিদ্রু। ব্যস! ই বাত আমার মনে থাকবে খাঁ সাহেব!

রেজাখাঁ। হ্যাঁ! মীরকাশিম খাঁকে দেখলে কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠিতে?

পিদ্রু। কারবার করি, লেকিন ঝুটবাত বলি না খাঁ সাহেব! মীরকাশিম—

[খাঁ সাহেবের কাছে এগিয়ে আসে পিদ্রু, রেজাখাঁ আর সে, দুজনের চোখে মুখে কি যেন বিস্ময়ের আভাস]

রেজাখাঁ। শেখ্ পিদ্রু। আরও কোন খবর আছে?

পিদ্রু। আর কিছু জানে না খাঁ সাহেব, on god বলছে হামি আর কিছু জানে না।

রেজাখাঁ। নিশ্চয়ই জানো? পিদ্রু—

পিদ্রু। হামি কারবার করে খাঁ সাহেব, দুনিয়ার সব চিজ আমার কাছে কিস্মৎদার।

রেজাখাঁ। তার দামও তুমি পাবে, যত চাও?

পিদ্রু। দাম! কে দেবে খাঁ সাহেব!

রেজাখাঁ। দেবার লোক আছে! মণিবেগম! যত চাও দাম পাবে, কারবারের মুনাফা পাবে, মহারাজও তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না পিদ্রু! রাজী থাকো চলে এসো!

পিদ্রু। নিউ বারগিন! আপনার সাথেই হাত মিলাবে পিদ্রু! লেকিন নাফা—চাই; নাফার জন্য বাংলার মসনদ ভি আজ বাজারে নীলামে উঠবে খাঁ সাহেব, হামি কারবার বোঝে, চলুন খাঁ সাহেব!

[উভয়ের প্রস্থান]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[মীরজাফরের কক্ষ, দেওয়ালে টাঙ্গানো সিরাজের একটি ছবি, ক্লান্ত অবসন্ন মীরজাফর। মণিয়া এখন মণিবেগম, তার সাজপোষাক চাল-চলন আজ ভিন্ন। মীরজাফরের পাশে বসে আছে।]

মীরজাফর। বাংলার মসনদে আজ বিতৃষ্ণা এসে গেছে মণিবেগম। একদিন ওই মসনদ হাতে করার জন্য সব রকম শঠতা, নীচতার আশ্রয় নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এই পাওয়াই বোধহয় চরম পাওয়া, কিন্তু অনেক বেদনায়, অনেক দুঃখে সেই ভুল আমার ভাঙ্গলো।

মণিবেগম। ওসব কথা থাক; চলুন একটু ঘুরে আসবেন, সন্ধ্যার এই বাতাসে সুস্থ হয়ে উঠবেন।

[হাততালি দিতেই প্রবেশ করে বুববু, আজ সে বাঁদীর পোষাক পরেছে, হাতে তার পানপাত্র, মণিবেগম তার হাত থেকে পানপাত্র নিয়ে এগিয়ে দেয় মীরজাফরকে]

মণিবেগম। না হয় একটু নাচের মজলিস করবো জনাব? তবু মনটা চাঙ্গা হবে।

মীরজাফর। কে নাচবে? বেগম সাহেবা?

মণিবেগম। নাচবে ওই বাঁদী বুববু। এককালে তো সেরা তওফা-ওয়ালী ছিল—নাচ ও ভোলেনি।

[বুববু মাথা নামাল]

—কে আছিস? সারেঙ্গী—তবলা—

মীরজাফর। হারেমে ও নাচ মানাবে না বেগম, ওর জন্য পরিবেশ চাই আলাদা। এখন থাক। তুমি যেতে পারো বুববু!

[বুববু চলে গেল কুর্নিশ করে, হাসছে মণিবেগম]

মণিবেগম। মনে হয় এসব স্বপ্ন! একদিন কোথায় ছিলাম—আজ হয়েছি বাংলার গদিনাসীন বেগম।

মীরজাফর। আবার এমন দিনও আসতে পারে যেদিন এই অপরিচিতের ভিড়েই হারিয়ে যাবে মণিবেগম। তাই বলছিলাম যা দেখছো সেইটাই শেষ নয়। এরপরও কিছু আছে—কি আছে, তা আর জানা নেই।

মণিবেগম। বেগম আছি বেগমই থাকবো।

মীরজাফর। চারিদিকে আজ চক্রান্তের মেঘ জমেছে মণি, ইংরেজ আজ বাংলার মসনদের কর্তা হতে চায়, অক্ষম নবাবকে সে হাতের পুতুল করে নিয়ে মসনদ নীলামে তুলেছে। এ নবাবী না গোলামী তা জানি না—তাই আপ্‌শোষ হয় এই গোলামীর জন্যই কি পলাশীর প্রান্তরে নিজের ইমান বিক্রি করেছিলাম! ছিঃ ছিঃ ছিঃ আপশোষ!

[মণিবেগম ওর কথাগুলো শুনছে]

মণিবেগম। আমরা কি ইংরেজদের খুশী করে মসনদ কায়েম রাখতে পারি না? শুনেছি হেষ্টিংস—

মীরজাফর। তোমাকেও কি মসনদের নেশায় পেয়ে গেল মণিবেগম? তুমি জানো না বাংলার মসনদে মিশিয়ে আছে আলিবর্দীর দীর্ঘশ্বাস, সিরাজের অভিশাপ; ওর সম্পদ দৌলতে মাখানো আছে সিরাজের বুকের রক্ত।

মণিবেগম। তবু মসনদ আমাদের চাই।

মীরজাফর। আমিও চাই, কিন্তু এভাবে নয়। সুবে বাংলার স্বাধীন নবাব হয়ে থাকতে চাই, সেখানে ইংরেজ বিদেশী বণিক্ মাত্র। নবাবের করুণায় তারা বাণিজ্য করবে, বাংলার নবাবকে তাদের করুণা কুড়িয়ে বাঁচতে হবে না।

মণিবেগম। ইংরেজ আজ শক্তিমান কৌশলী।

মীরজাফর। শুধু তাই নয়, লোভী, শয়তান। তাদের সব শক্তি ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিল সিরাজ, সে ওদের চিনেছিল। সেদিন যদি এ ভুল না করতাম, তাহলে এমনি আপশোষ করতে হ'ত না। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখবো ওদের সব শক্তি চূর্ণ করা যায় কি না!

মণিবেগম। তাতে কোন ফল হবে না।

মীরজাফর। তুমি এতে খুশী নও দেখছি! তবু বলছি মণি, ইংরেজ এদেশে বাণিজ্য করতে আসেনি, ওরা এসেছে শোষণ করতে, দুর্বল করতে। একদিন তারা সে মসনদও তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে।

[বাঁদীর প্রবেশ]

বাঁদী। মহারাজ নন্দকুমার এসেছেন!

মীরজাফর। তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো।

[বাঁদী চলে গেল]

মণিবেগম। মহারাজ এই সময় বিশ্রামাগারে আসবেন! তিনি কি নবাবকে শান্তিও দেবেন না?

মীরজাফর। সোনার চেয়েও খাঁটি একটি মানুষ এই মহারাজ।

নন্দকুমার। মীরজাফরের অকৃত্রিম সুহৃদ।

[মণিবেগম ভিতরে চলে গেল, মহারাজ ঢুকছেন]

আসুন মহারাজ!

নন্দকুমার। ইংরেজের স্পর্দ্ধা দিন দিন বেড়ে চলেছে নবাব। হেষ্টিংসকে আমি আজ জবাব দিয়েছি; রাজস্ব তাকে ছেড়ে দিতে পারবো না। দরকার হয় আমরা প্রতিবাদ করবো।

মীরজাফর। তারই সময় এসেছে মহারাজ। জীবনে যে ভুল করেছিলাম এই জীবনেই তার প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো।

নন্দকুমার। ইংরেজের প্রতিপক্ষ ফরাসীরাও আজ এখানে হীনবল, তবু চন্দননগরের শাসনকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, তারা সাহায্য করতে প্রস্তুত। কাশীর হিন্দুরাজা বলবন্ত সিং এখন পূর্ণ বিক্রমে প্রতিষ্ঠিত, তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, তিনি সম্ভবমত সৈন্য রসদ পত্র পাঠাতে চান, তাঁর এবং আমাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে ইংরাজকে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পারলে তাদের এদেশ থেকে হয়তো উৎখাত করা যাবে।

মীরজাফর। এদিকে শাহীফৌজও এগিয়ে আসছে, ইংরেজ সৈন্যদল নবাবী সৈন্যের সাহায্যে তাকে বাধা দিতে চলেছে।

নন্দকুমার। এখন বাদশাহের চেয়ে ইংরেজই আমাদের বড় শত্রু নবাব। আমাদের সৈন্যদল প্রস্তুত থাকবে মাত্র, ইতিমধ্যে আমাদের বাদশাহের সনন্দ নিতে হবে, সেই সনন্দবলে আপনিই হবেন সুবেবাংলার নবাব নাজিম!

মীরজাফর। সনন্দ আনতে মীরণকেই নজরানা দিয়ে পাঠাবো ভাবছি।

নন্দকুমার। আজই সেই ব্যবস্থা করুন। আমিও বিশ্বস্ত চর দিয়ে কাশীরাজ বলবন্ত সিংহকে চিঠি দিচ্ছি।

মীরজাফর। সবই তাড়াতাড়ি করতে হবে মহারাজ। সময় আর নেই, যেদিন যোগ্য সময় ছিল সেদিন তা করিনি। মীরণকে আজই পাঠাচ্ছি। যেভাবে হোক শাহী ফারমান আমার চাই। এদিকে শাহীফৌজ, নবাবীফৌজ, বলবন্ত সিংহের সৈন্যদল অন্য-দিকে ইংরেজ। তাদের সমূলে উচ্ছেদ করতেই হবে।

[বাইরে কিসের শব্দ শোনা যায়, কার দ্রুত পদক্ষেপের শব্দ, দরজার কিংখাপের পর্দাটা একবার নড়ে ওঠে]

মীরজাফর। কে। কে ওখানে ?

নন্দকুমার। কই ! কেউ তো নেই।

মীরজাফর। ছিল মহারাজ। ছিল। সারা দেশে সর্বত্র এমন কি প্রাসাদেও ওই ধূর্ত ইংরেজ চর বিছিয়ে রেখেছে। দেওয়ালেরও কান আছে মহারাজ—

মহারাজ। উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন আপনি।

মীরজাফর। নিজের চারিদিকে আমি যে আগুন জ্বালিয়েছি তাতে নিজেই পুড়ে ছাই হবো মহারাজ। চারিদিকে, ঘরে বাইরে শত্রু।

মহারাজ। আমি চলি, ওদিককার সব ব্যবস্থা করতে হবে।

মীরজাফর। আসুন মহারাজ।

[মহারাজ চলে গেলেন, মীরজাফর এগিয়ে গেলো সিরাজের ছবির দিকে, কি ভাবছেন তিনি]

আমাকে ভুল বুঝোনা সিরাজ, সেদিন তোমার বুক আমি ভেঙ্গে দিয়েছিলাম। বিশ্বাসঘাতকতার কি বেদনা তা আজ বুঝি সিরাজ। তোমার অভিশাপ ব্যর্থ হয়নি। আজ তুমি বেহেস্ত থেকে হাসছো, ঘৃণায় তোমার মুখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, দুচোখে ফুটে ওঠে রাগের তীব্র জ্বালা। সব বুঝি সিরাজ। সেদিন মোহের বশে এ ভুল করেছিলাম, আজ তিলে তিলে তার মূল্য দিচ্ছি। তোমার সম্পদ আজও স্পর্শ করিনি, মনসদ আমার কাছে অভিশাপ। বল সিরাজ, কিসে তুমি তৃপ্ত হবে ; কি তুমি চাও?

[মণিবেগম ঢুকছে, তার পরনে আজ চমকদার পোষাক, যৌবনবতী নারীর রূপ উপছে পড়েছে ওই সাজে, গায়ে জরির কাজকরা ওড়না]

ও! তুমি।

মণিবেগম। কেন চিনতে কষ্ট হচ্ছে জনাব?

মীরজাফর। তা হচ্ছে। হঠাৎ বেগম সাহেবাকে এই বিচিত্র সাজে দেখে অবাক হচ্ছি বৈকি! কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

মণিবেগম। অভিসারে নিশ্চয়ই নয়। একটু বিশেষ প্রয়োজনে চেহেল সেতুনের বাইরে যেতে হবে।

মীরজাফর। স্বাধীনতা তোমায় দিয়েছি মণিবেগম, বিশ্বাস করবো সে স্বাধীনতার অপমান তুমি করবে না।

মণিবেগম। সারাদিন এই হারেমের অন্ধকার কারাগারে আমি বন্দী থাকতে পারবো না নবাবজাদা, আমার মনও মাঝে মাঝে মুক্তি চায়।

মীরজাফর। মণিবেগম—

মণি। নবাব হারেমের ইজ্জৎ আমার জানা আছে নবাব। কসুর মাপ করবেন, আমাকে বিশেষ দরকারে যেতে হবে।

[মণি বেগম বের হয়ে গেল]

মীরজাফর। [সিরাজের ছবির দিকে চেয়ে] তোমার অভিশাপ ব্যর্থ হবে না সিরাজ। ওই চোখের আগুন আমার সব কিছু পুড়িয়ে খাক্ করে দেবে। বিশ্বাসঘাতকতার তাই বুঝি চরম শাস্তি। কেউ তার আশেপাশে থাকে না, সে একা! বিরাট বেদনা বুকে নিয়ে তিলে তিলে জীবনের শেষ দিন গোণে।

[বুববু ঢুকছে]

বুববু। জনাব, রাত হয়ে গেছে। অসুস্থ শরীর—

মীরজাফর। তাজ্জব! তুমি কি চাও বুববু? দৌলত জহরৎ মনসদ।

বুববু। না! কিছুই চাই না জনাব।

মীরজাফর। ঝুট! ঝুটবাত। দুনিয়ায় কেউ বেফয়দা কিছুই করে না। আমি চেয়েছিলাম মনসদ, মণিবেগম চেয়েছে আরও অনেক কিছু, তুমি! তুমি কিছুই চাও না?

বুববু। না। ওসবের দাম আমার কাছে কিছুই নেই। শুধু বাঁচতে চাই, আপনার সেবায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হতে চাই। কোন নাম, পরিচয় বেগমশাহী দৌলত আমার চাই না জনাব।

মীরজাফর। বুববু! খোদাতালার তুমি তাজ্জব সৃষ্টি। মানতে পারি না, তবু মনে হয় এতদিন যা জেনেছি তা ভুল, যা মেনেছি তা ঝুট্; যা দেখেছি তা মিথ্যা, জীবনে যাকে সম্পদ বলি

সেটাও অর্থহীন। হয়তো বাঁচার পথ হারিয়ে জীবনে শুধু মিথ্যা মোহে পাপের বোঝা বাড়িয়েছি। ভালবাসতে শিখিনি। কাউকে ভালবাসিনি, কেউ আমাকেও ভালবাসেনি, তাই উন্মাদের মত হত্যা করেছি। আমার দুহাতে শুধু রক্তেরই দাগ। দগদগে ঘা হয়ে ফুটে উঠেছে বুববু। এই হাত দুটো আমার বিষাক্ত ক্ষতে ভরে উঠবে

বুববু। জনাব, আপনি শান্ত হন।

মীরজাফর। শান্ত হবো! এই অভিশাপ ভরা রাজ্য থেকে, মসনদ থেকে আমায় কোথায় দূরে নিয়ে যাবে বুববু? কোন চাওয়া নেই, লোভ নেই। একটুকু ঘরে শুধু ভালবাসার একটি চিরাগের ক্ষীণ রোশনী সব জমাট অন্ধকারকে ভরে তুলবে আলোর আভায়। আবার নোতুন করে সেখানে বাঁচবো বুববু, এখান থেকে দূরে অনেকদূরে।

[বুববুকে টেনে নেয় অসহায় একটি মানুষ মীরজাফর। মঞ্চের আলো নিভে আসে।]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[কাশিমবাজার কুঠীর বাগান, দূর থেকে বিদেশী বাজনার সুর শোনা যায়। পাতু কাহারের এখন সেই আগেকার ধুতি-ছাতা আর নেই। সে এখন রেসিডেণ্ট সাহেবের খাশ বেয়ারা, তার ভাগ্নে ভোলাকেও নিয়ে এসেছে এখানের চাকরীতে। ভোলা পাতু ব্যস্ত হয়ে ঘুরছে।]

ভোলা। এত সরগরম—খুশির হাওয়া কেন মামা?

পাতু। এ্যাই চুপ মেরে থাকবি, যা দেখছিস দেখে যা—উচ্চবাচ্য করিস না।

ভোলা। মদের যে ফোয়ারা চলছে?

পাতু। চলুক, এরপর কলকাতায় যখন যাবি দেখবি সে আরও তাজ্জব জায়গা। বড়সাহেবতো কলকাতা যাচ্ছে এবার।

ভোলা। আমাকে বলছিল মামু, বল্লে কলকাতায় গিয়ে আমাকে একটা মেমসাহেবের সঙ্গে সাদী দিয়ে দেবে।

পাতু। আপনি পায় না শঙ্করা ডাক। নিজেরাই হাপিত্যেশ করে বসে আছে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা সোনা দানা জমাচ্ছে আর মদ গিলছে। তোকে দেবে বিয়ে? হ্যাঁ। নিজেরাই মেমসী জুটিয়ে নিতে পারছে না—তোকে দেবে বিয়ে।

ভোলা। মেমসী কি মামু?

পাতু। মেমসী! আমসী জানিস? আম শুকিয়ে আমসী হয় তেমনি মেম শুকিয়ে ঝনটুস হয়ে গেলে মেমসী হয়। নে, কুর্শীটা পেতে

রাখ। মাতালের খেয়াল, চর্কিবাজী দিচ্ছে সারা বাগানময়, এখুনি আবার হাঁকাড় লাগাবে এসে। তাই বলছিলাম ওসব ছাড়। কাজকর্ম কর। যা দেখবি শুনবি কোথাও পেকাশ করবি না। পেকাশ করলেই ব্যস! দড়াম্।

[ইশারায় গুলি করে দেখায়]

ভোলা। তালে ইখানে চাকরী করার দরকার নেই মামা।

[গর্জন শোনা যায়, এ্যাও পাতু, পাতু কাহার। প্রবেশ করে হেষ্টিংস, পাতু ভোলা দুজনে কুর্ণিশ করে, ভোলা পাতুর পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়]

হেষ্টিংস। মেজর ক্যালার্ড আসতে পারেন, তিনি এলে তাঁকে এইখানে নিয়ে আসবি। পেগ! জলদি হট শূয়ার কী বাচ্চা।

[ভোলা দৌড়ে ভিতরে গেল। পেগ নিয়ে আসে ওরা। ঢালতে যাবে প্রবেশ করল মিঃ লুসিংটন। পাতু ভোলা সরে গেল ভিতরে]

—ইয়েস মিঃ লুসিংটন! হোয়াট নিউজ। শাহীফৌজ খতম করিতে কত দেরী! ও কাজ খতম হইলে দেখিবে নবাবী ফৌজ যেন আধা খতম হইয়া যায়। মীরজাফরকে টাইট করিয়া দিবে। আমার কাছে খবর আসিয়াছে মীরজাফর দ্যাট ওল্ড রোগ্— নবাবীর জন্য তার নামে বাদশাহের ফার্মাণ আনিতে মীরণকে পাঠাইয়াছে। শাহী ফৌজের সঙ্গে যোগ দিয়া সে ইংরাজকে হঠাইতে চায়। হাঃ হাঃ—আমি মেজর ক্যালার্ডকে তাহার বন্দোবস্ত করতে পাঠাইয়াছি।

লুসিংটন। Strange! আমার কাছে তার চেয়ে আরও ভীষণ খবর আছে মিঃ হেষ্টিংস। এরা ষড়যন্ত্র করিয়াছে—ফরাসীদের কাছে

অস্ত্র সাহায্য চায়, কাশীর রাজা বলবন্ত সিংকে সাহায্যের জন্য দিয়াছে, ফরাসী—কাশীরাজ আউর শাহীফৌজ তিনজনে নবা মীরজাফরকে সাহায্য করিবে, তাহারা একত্রে এ দেশ হইতে ইংরাজকে বিতাড়িত করিতে চায়।

হেষ্টিংস। What ! What do you say:Lushington !

লুসিংটন। হঁ্যা। মহারাজ নন্দকুমার তার প্রথম উদ্যোক্তা আমি সব পত্রবাহককে গুলি করিয়া খতম করিয়াছি,—Her are those letters.

[হেষ্টিংস ব্যস্ত হয়ে সেগুলো পড়তে থাকে। উত্তেজিত হয়ে পায়চা করতে থাকে সে]

হেষ্টিংস। ডেভিল। স্ম্যাট দেম অল! ট্রেটার শয়তান। নন্দকুমার। মীরজাফরকে সেইই এসব বদবুদ্ধি দিয়েছে, দ্যা বদমাস্।

লুসিংটন। মীরজাফরকে বন্দী করবো? দরকার হয় মুর্শিদাবা Soldier কুচ্ করিয়া দেবে?

[হেষ্টিংস কি ভাবছে]

হেষ্টিংস। এ্যা শ্লা পাতু, পেগ লে আও। ডবল পেগ।

[মদ খেয়ে একটু যেন শান্ত হয় সে]

—দ্যাট শাহী ফার্মাণ! শাহী ফার্মাণ পেলে মীরজাফর আমরা নবাবী হইতে আইনতঃ খারিজ করিতে পাবে মেজর ক্যালার্ড ক্যান সেভ আস্—দেন এনাদার গেম উঠ ষ্টার্ট!

[প্রবেশ করে মেজর ক্যালার্ড]

ক্যালার্ড। ইয়েস স্যার, দ্যাট গেম ইজ ওভার।

হেষ্টিংস। শাহী ফার্মাণ পাইয়া গেছে মীরণ ?…মেজর ক্যালার্ড !

ক্যালার্ড। হাঃ হাঃ হাঃ ! শাহী ফার্মাণ আনিতে মীরণ আর কোন দিনই যাইবে না হেষ্টিংস। রাতের অন্ধকারে রাজমহল পাহাড়ের জঙ্গলে আমরা তাহাকে শেষ ফার্মাণ আনিয়া দিয়াছি। He is finished.

হেষ্টিংস। হত্যা করেছো ? ইউ হ্যাভ কিলড হিম ? ইউ মিন্ ফ্রেস ট্রাবল ! জানাজানি হইলে আবার বিপদে পড়িতে পারি। What have you done—you fool !

ক্যালার্ড। ও নো নো মাই ডিয়ার হেষ্টিংস। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাকিবে পাপী মীরণের বজ্রঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

হেষ্টিংস। মেঘ বৃষ্টি তো হয় নাই—বজ্রাঘাত কি করে হবে ?

ক্যালার্ড। ইংরেজের স্বার্থের প্রয়োজনে এমন বজ্রাঘাত হামেশাই ঘটিতে পারে। এ বোল্ট ফ্রম দি ব্লু এণ্ড মীরণ ইজ লায়িং ইন পিস ! হাঃ হাঃ হাঃ ! মীরজাফর এখন হাতের পুতুলমাত্র।

হেষ্টিংস। আমি বহুৎ খুশী হইয়াছি মেজর ক্যালার্ড, মিঃ লুসিংটন ! ইউ মে নাউ টেক রেষ্ট এ্যাণ্ড হ্যাভ নাইস টাইম জেণ্টেলম্যান, গুড নাইট।

ক্যালার্ড ও লুসিংটন। (একত্রে) গুড নাইট।

[তারা দুজনে চলে গেল। হেষ্টিংস মদের গেলাসে মদ ঢালতে থাকে, প্রবেশ করে মীরকাশিম]

হেষ্টিংস। ওয়েলকাম মিঃ মীরকাশিম—দি উড বি নবাব অব সুবে বাংলা-বিহার ওড়িষ্যা।

মীরকাশিম। পরিহাস করছো সাহেব!

হেষ্টিংস। পরিহাস নয় মীরকাশিম। আমরা ভাবিয়া দেখিলাম তামাম বাংলায় তোমার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি আর নাই, আমরাও চাই নবাব তুমিই হইবে।

মীরকাশিম। তার জন্য তোমাদের চাহিদা?

[একটু মনে মনে বিরক্ত হয় হেষ্টিংস, ওদের অন্তরের কথাটা জেনে ফেলেছে মীরকাশিম]

হেষ্টিংস। ও নো—নো, মীরকাশিম। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার! কোম্পানী তোমাকে মদৎ করিবে, মীরজাফরকে হটাইবে তোমাকে মসনদ দিবে, বিনিময়ে কোম্পানী তোমার কাছে প্রতিদান চাইবে, ব্যবসা করিতে আসিয়াছে আমরা।

মীরকাশিম। তাতো বিনা শুল্কেই এক রকম চালাচ্ছো। তাছাড়া নগদ টাকা সোনা দানা তাও চাও?

হেষ্টিংস। অব কোর্স কোম্পানীর ঘরে কিছু যাইবে, আর কিছু তঙ্কা মানে আমরা চায়! হাঃ হাঃ। সবদিকে না পোষাইলে সাত-সমুদ্দুর পার হইয়া এখানে থাকিবো কেন?

[মীরকাশিম কি ভাবছে]

তবে তোমার সেই টাকা উঠিয়া যাইবে। নানারকম ভাবে লোককে টাক্স করো—জুলুম করো। কোন ব্যক্তি টুঁ শব্দ করিটে পারিবে না। শয়তান মীরজাফর এ্যাণ্ড ছাট মহারাজা

নন্দকুমারকে নিজামত হইতে হঠাইয়া দিব। You will be the monarch. বহুৎ নাফা হইবে।

মীরকাশিম। প্রলোভন দেখাচ্ছো সাহেব? এত দিয়ে নবাবী বজায় রাখা যে বিপদজ্জনক হয়ে উঠবে।

হেষ্টিংস। As you please. তবে তোমার কথায় আমি মসনদ মাত্র কয়েক লাখ টাকায় দিতে রাজী আছি। উই ওয়াণ্ট টুবি ফ্রেণ্ডস। মীরজাফর শয়তান আছে, অপদার্থ বৃদ্ধ হইয়াছে, বাংলার শাসন ভার তাই তোমার হাতেই দিতে চাই। মীরকাশিম মাই ফ্রেণ্ড। হামরা শান্তিপূর্ণ দেশে শান্তিতে বাণিজ্য করিতে চাই।

মীরকাশিম। ঠিক আছে। তোমাদের প্রস্তাবে আমি রাজী। ওই নজরানাই দিয়ে যাবো।

হেষ্টিংস। (পেগ এগিয়ে দেয়) হ্যাভ সাম। লেট আস সেলিব্রেট মীরকাশিম মাই ফ্রেণ্ড, নবাব নাজিম অব বেঙ্গল বিহার এ্যাণ্ড ওড়িষ্যা।

মীরকাশিম। অশেষ ধন্যবাদ হেষ্টিংস। আমি সরাব পান করি না।

হেষ্টিংস। Strange! সরাব খাওনা তুমি? হাঃ হাঃ হাঃ খাইবে, —খাইটে হইবে। মসনদে বসলেই সব খাইটে হইবে। চিয়ারিও মাই ফ্রেণ্ড।

[মীরকাশিম বের হতে যাবে, বাধা দেয় তাকে হেষ্টিংস]

ও নো, নো। মীরকাশিম। দিস্ ওয়ে প্লিজ। বাগানের ওদিকে কাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়। এই পথে ডিঙ্গি নৌকায় তোমাকে কুঠির প্রহরীরা মুর্শিদাবাদে পৌছাইয়া দিবে। উধার মৎ জানা।

[মীরকাশিম সেই দিকেই চলে গেল। হেষ্টিংস মদ খেয়ে চলেছে।]

অ: Two lakhs of rupees. সোনা হীরা জহরৎ কাহার মাল কাহার ভোগে আসিল। Heaps of gold bright stones. ভারতবর্ষ! এই দেশকে আমরা লুটিয়া লইব। সোনে হীরা জহরৎ সব।

[প্রবেশ করে খোজা পিক্রু ধূর্ত, শয়তান লোকটা এসে আভূমি নত হয়ে সেলাম করে]

পিক্রু। Good night সাহেব!

হেষ্টিংস। ইউ পিক্রু! কাম্ অন্।

পিক্রু। তাই তো এসেছি সাহেব, মানে আমার পাওনাটা—

হেষ্টিংস। হোয়াট।

পিক্রু। দেবার কথা শুনে নেশা ছুটে গেল সাহেব? ভয় নেই। দুজাহাজ খাসা বিলাতী মাল আমদানী করেছি। একজাহাজ এসেছে বার্মা থেকে, রেশম হীরা মণিমুক্তা কাঁচা মালও আছে। তবে গোল বাধিয়েছে ওই মহারাজ নন্দকুমার। বলে বিনাশুল্কে ব্যবসা করে নবাবের কর ফাঁকি দিচ্ছি, এবার সব মাল আটকাবো, বাজেয়াপ্ত করে নোব।

হেষ্টিংস। এগেন দ্যাট মহারাজা। দ্যাট ফেলো ইজ ক্রিয়েটিং ট্রাবল এগেন এ্যাণ্ড এগেন।

পিক্রু। তাই তো তোমার কাছে ছুটে এসেছি সাহেব। তোমাদের জন্য কি না করেছি। লুসিংটনকে জ্যাস্ত খবর পাইয়ে দিলাম। এরই এত দরকারী চিঠি, মীরণের খবর ওতো পেয়ে গেলে,

শুনলাম কাম ফতে। এদিকে আমাকে না দেখলে আমিও যে ফতে হয়ে যাবো সাহেব, সেই সঙ্গে তোমরাও ফতে হবে।

হেষ্টিংস। তুমি বহুৎ শয়তান আছ শালা পিদ্রু! শয়তানের বাচ্ছা—

পিদ্রু। সাহেবই তো আমার মা বাবা।

[পকেট থেকে একটি বোতল বের করে]

উমদা চিজ এনেছি সাহেব, মদৎ না করলে যে ভরা ডুবি হয়ে যাবে।

হেষ্টিংস। হবে, হবে। মহারাজ আর নিজামতে থাকিবে না।

পিদ্রু। সাচ!

[পকেট থেকে একটা হীরার আংটি বের করে]

সাচ্চা বামার মাল সাহেব। দেখি আঙ্গুলটা। ব্যস! একেবারে হাতে বিউটিফুল মানিয়েছে। ডায়মণ্ড ফিংগার হয়ে গেল সাহেব। তালে মাল খালাস করবো? বলোতো র‍্যাতের অন্ধকারেই।

হেষ্টিংস। ইয়েস, ইয়েস। মীরকাশিম আমাদের বাধা দিবে না। তোমার কারবার এখন ভালই চলিবে পিদ্রু। বাট মাই শেয়ার?

পিদ্রু। ঠিকই পাই টু পাই মিটিয়ে দোব সাহেব। তোমারই তো খাচ্ছি তোমায় দোব না। You are my father mother.

হেষ্টিংস। তুম বহুৎ শয়তান আছে। Go on পিদ্রু।

[পিদ্রু চলে গেল। হেষ্টিংস পিদ্রুর আনা একটা বোতল খুলে গ্লাসে ঢালতে থাকে]

Lime whiskey.

[প্রবেশ করে আসমানী রং-এর চুমকিদার ওড়নায় আবৃত একটি মূর্তি]

What ! নেশার ঘোরে স্বপ্ন দেখছি না তো ? আসমান থেকে হুরী পরী !

মণিবেগম। (ওড়না সরিয়ে) হুরী পরী নই মিঃ হেষ্টিংস ! চিনতে পারো আমায় ?

হেষ্টিংস। মাই গড। বেগম সাহেবা। মণিবেগম। Sit down please, sit down.

মণিবেগম। বসতে আসিনি হেষ্টিংস। শুনলাম তোমরা নাকি বাংলার মসনদ নীলামে তুলছো, আমিও ডাক দিতে এসেছি সাহেব ! বলো কত দাম দিতে হবে ? কি চাও তোমরা ? আজ গদি আমার চাই সাহেব। সোনা অর্থ দৌলত—

হেষ্টিংস। আই এ্যাম রিয়েলি সরি, বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। মানে ? মসনদ তাহলে আগেই বিক্রী হয়ে গেছে ?

হেষ্টিংস। মীরকাশিমকে নবাবীর জন্য কোম্পানী মনোনীত করিয়াছে। এ্যাণ্ড ছাট ইজ ফাইনাল। আমার কোন হাত থাকিলে নিশ্চয়ই বেগম সাহেবার জন্য চেষ্টা করিতাম।

মণিবেগম। টাকা সোনা হীরা জহরৎ ! তাছাড়া, বলো সাহেব কোন মতেই এ হুকুম রদ করা যায় না ? মীরকাশিমকে গদি তোমরা দেবে না ! আমার স্বামী-পুত্র—

হেষ্টিংস। তাদের জন্য নয়। সম্ভব হইলে হামি বেগম সাহেবার জন্য সব কিছু করিতাম।

মণিবেগম। তবে আমি শুধু হাতেই ফিরে যাবো সাহেব ?

হেষ্টিংস। হামি কি করিতে পারে ?

মণিবেগম। বেশ! তাহলে মরা সোনার তাল নিয়েই খুশী থাকো সাহেব। তবে বলে রাখি এ মসনদ একদিন আমি নোবই। আর তোমাকেই তা দিতে হবে। প্রার্থী হয়ে আমি আসবো না বারবার, তোমাকেই যেতে হবে।

হেষ্টিংস। আই এ্যাম সরি বেগম সাহেবা। রাত হয়েছে—এ খোলা বাগান ঠিক নিরাপদ নয়, আমি আপনাকে গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

মণিবেগম। তার দরকার হবে না সাহেব, এখানে বিপদ তোমাদেরই হতে পারে। তুমি যাও। আমার কোন সাহায্যের দরকার হবে না।

[হেষ্টিংস মাথা নীচু করে বের হয়ে গেল। মণিবেগম উত্তেজনায় ছুহাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল···স্তব্ধ চারিদিক। মাঝে মাঝে একটা সুরের রেশ ওঠে। সুরটা এগিয়ে আসে বীণের সুর ওঠে। প্রবেশ করে ওয়াজিদ। আজ তার পোশাক বদলে গেছে। পরনে ফকীরের বেশ, দাড়িও গজিয়েছে। হাতে সেই বীণ]

ওয়াজিদ। বেগম সাহেবা!

মণিবেগম। ওয়াজিদ! তুমি এখানে?

ওয়াজিদ। দরবেশের আর বাধা কি বেগম! তামাম ছুনিয়াই তার ঘর। তাই পথে প্রান্তরেই তাকে পাবে। কিন্তু আমি ভাবছি বেগম সাহেবা আবার কেন আজ তওফাওয়ালীর সাজে সেজেছে?

মণিবেগম। তওফাওয়ালীর বেগম হবার সাধ! ভুলো না বীণকার আমি হিন্দুস্থানের সেরা তওফাওয়ালী। তামাম হিন্দুস্থানে ছোট বড় অনেক বেগম আছে, কিন্তু তওফাওয়ালী মণিবাইএর কোন ছুসরা নেই।

[মণিবেগমের কণ্ঠস্বর কেমন অশ্রুভিজে, আজ সে হেরে গেছে]

মণিবেগম। কিন্তু তবু কোন কাজ হল না ওয়াজিদ। এ রূপেও কোন কাজ হ'ল না। বরবাদি আমার জোয়ানি—না পাশ আমার রূপ। মরা সোনার তাল এর চেয়ে অনেক দামী।

ওয়াজিদ। মণি!

[মণির দুচোখে আজ কামনার জ্বালা। সারাদেহের পোষাকে একটা উদ্দাম ভাব লাস্যময়ী নারী। ওয়াজিদ এই কামনাময়ী নারীকে দেখে আজ চমকে ওঠে এ কোন সর্বনাশা সত্বা]

মণিবেগম। দেখছো বীণকার, সমা আর পরওয়ানার মিল। প্রদীপের শিখায় জ্বলে মরবে তবু ছুটে আসবে পতঙ্গ। আমার রূপের আগুনেও তেমনি জ্বলিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দোব চারিদিক।

ওয়াজিদ। তাতে নিজেও যে জ্বলবে মণি! দেখছো না প্রদীপের বুকও জ্বলে খাঁক্ হয়ে যায়।

মণিবেগম। জ্বলাই তার ধর্ম, জ্বলেই তার শেষ হয়। এছাড়া পথ কই।

[ওয়াজিদের কাছে এগিয়ে আসে মণি, দুচোখে তার কামনার নেশা চমকে ওঠে ওয়াজিদ]

ওয়াজিদ: মণি! মণি! মণিবেগম!

[মণিবেগম চঞ্চল হাসিতে ফেটে পড়ে। বিচিত্র এই নারী]

মণিবেগম। ঘাবড়িয়োনা বীণকার, দেখছিলাম আমার রূপের জৌলুস আছে না হারিয়ে ফেলেছি।

বীণকার। কি দেখলে?

মণিবেগম। দেখলাম এতটুকুও কমেনি, নইলে তোমার মত দিওয়ানা

দরবেশও আকুল হয়ে ওঠে। ডরো মৎ এ আগুনে তুমি পুড়বে না। সেরা জহুরীর হাতের তৈরী নিখাদ পানমরা সোনা তুমি।

বীণকার। কি বলছো হেয়ালির মত এসব কথা?

মণিবেগম। হেয়ালি ক্রমশঃ পরিষ্কার হবে বীণকার। আজ থেকে জেনে রেখো তোমার মণিয়া মারা গেছে। এই খোলসের আড়ালে আবার জিন্দা হয়ে উঠেছে নতুন আরও চমৎকার সর্বনাশা এক তওফাওয়ালী। নিজে সে নাচবে না, নাচাবে সকলকে। জ্বালিয়ে দেবে চারিদিক।

মণিবেগম। মণিবেগম।····মণিয়া!

[মণিবেগম হাসছে বিচিত্র সেই হাসি। ওয়াজিদ অবাক হয়ে গেছে।]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[মীরজাফরের কক্ষ; রাত্রিকাল। ক্লান্ত মীরজাফর পায়চারী করছে। বুবলু দাঁড়িয়ে]

মীরজাফর। সবশেষ হয়ে গেল বুবলু! মীরজাফরের এত পাপের মসনদ চোরাবালির অতলে তলিয়ে গেল। সিরাজ—তুমি হাসছো? হাসবেই। মীরজাফরের সব খেল খতম্ হয়ে গেল! মীরকাশিম—নাঃ নাঃ! হাজার হোক সে আমার আপনজন। আজ কাউকে হিংসা করি না! আমি পারিনি মীরকাশিম পারবে; কিন্তু মীরকাশিম তো এল না—সে ভাবছে আমি তাকে

হিংসা করি, তাই বোধহয় সেও আমাকে বিশ্বাস করে না। মীরকাশিমকেও মসনদ বদলে দিয়েছে। আজ ও ভাবে আমি কোনদিন হয়তো তাকে বিপদে ফেলবো, তাই সেও যদি মীর-জাফরকে এ দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়—প্রাসাদের প্রহরীদের সাবধান করে দাও বুববু!

বুববু। প্রাসাদের প্রহরীদের নিজামত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মীরজাফর। প্রাসাদ অরক্ষিতপ্রায়। সুবে বাংলার নবাব নাজিম মীর—জাফর····না, না—এখন তো নবাব নাজিম মীরকাশিম আলিখাঁ! আমি—! আমি কেউ নই। এ আমার পাপের শাস্তি সিরাজ!·······সবে সুরু! দেখছ না হাত দুটো কেমন কুঁকড়ে আসছে! গদি থেকে আজ বিতাড়িত প্রাণ ভয়ে ভীত ত্রস্ত আমি সব হারিয়ে এখন বেঁচে থাকার জন্য জানোয়ারের মত ধুকছি।

বুববু। নবাব!

মীরজাফর। কে নবাব! ফকির—ফকিরের তবু অবলম্বন একটা থাকে ধর্ম, আর আমার অবলম্বন বেইমানি! নবাবীর পালা চুকে গেছে।

বুববু। আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন জনাব, রাত্রি হয়েছে। অসুস্থ শরীরে রাত্রি জাগরণ ভালো নয়।

[বুববু ওর গায়ের উপর একটা চাদর টেনে দিয়ে চলে গেল]

মীরজাফর। ওরা আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। চারিদিকে সবাই শান্তির গভীরে নিদ্রামগ্ন, আর আমি! দু'চোখের সামনে ফুটে ওঠে সিরাজের করুণ বেদনাপাণ্ডুর মুখ, কে!····কে ওখানে?

····মীরকাশিম ! মীরকাশিমের চর ! বিশ্বাস কর আমি আর বেইমানি করবো না ।····মসনদ চাই না ! তবু শান্তিতে আমাকে বাঁচতে দাও ! জীবনের বাকী ক'টা দিন আমি ফকিরের মত শূন্য, নিঃস্ব রিক্ত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই । আমাকে হত্যা করো না···· খোদা—

[প্রবেশ করে মণিবেগম]

মণিবেগম । নবাব····নবাব !

মীরজাফর । ও ! তুমি ! মণিবেগম ! মনে হ'ল কে যেন লম্বা তলোয়ার হাতে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল । দু'চোখে তার হিংসার আভা ! জানো মণি, মীরকাশিম এখান থেকে নবাব নিজামত তুলে নিয়ে মুঙ্গের চলে যাবার আগে তার পথের শেষ কাঁটা এ মীরজাফরকেও হত্যা করে যেতে চায় । তাই এসেছিল কালো ছায়ামূর্তির বিভীষিকা নিয়ে—

মণিবেগম । (কি ভাবছে) প্রাসাদ অরক্ষিত ।

মীরজাফর । মীরজাফরের প্রাণের আর কোন দাম নেই মণি বেগম । তার চারিপাশে কেউ নেই আজ । সে স্বজন বন্ধু-বান্ধবহীন অসহায় একক একটি হতভাগ্য, ওই হত্যাকারীর শাণিত ছুরিকা তার একমাত্র আশ্রয় ।

[প্রবেশ করছে নন্দকুমার]

নন্দকুমার । নিজামতের সব কাজ রেজাখাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে আজ আমি মুক্ত নবাব সাহেব, দীর্ঘদিন আপনাদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম ! অনিচ্ছাকৃত কোন অপরাধ করে থাকলে মার্জনা

করবেন। যাবার আগে বিদায় নিতে এলাম জনাব, সেলাম বেগম সাহেবা।

মীরজাফর। একমাত্র আশা ভরসারস্থল ছিলেন আপনি, আপনিও এ সময় আমাকে ত্যাগ করে যাবেন ?

নন্দকুমার। রাজনীতির আবর্ত থেকে বিদায় নিতে চাই জনাব, আমার শান্ত-পল্লীর গৃহে ফিরে যাবো, ভদ্রপুরেই বাকী দিনগুলো দেবসেবায় কাটিয়ে দোব। এই হিংসা হানাহানি লোভের চক্র থেকে বিদায নিতে চাই।

মণিবেগম। নিজামতের চাকরীতে আপনি আবার বহাল হবেন। আমি নিজেও চেষ্টা করবো।

নন্দকুমার। ধন-দৌলত প্রতিষ্ঠায় আমার লোভ নেই বেগম সাহেবা। ব্রাহ্মণ আমি। একবেলা একমুষ্টি আতপান্নের ব্যবস্থা যে ভাবেই হোক হয়ে যাবে।

মীরজাফর। ব্রাহ্মণের এ দৈন্য আর নিষ্ঠা তার ব্রাহ্মণত্বেরই প্রতীক। সারা বাংলা দেশে অনেক মানুষ দেখেছি কিন্তু মাথা সোজা করে সহজ কণ্ঠে শক্তিমানের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে এমন সাচ্চা মানুষ একটা বই দুটো আমার নজরে পড়েনি মহারাজ, সে আপনিই। আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে ইংরেজও ভয় করে। সারা দেশের শ্রদ্ধেয় আপনি। আজ অসহায় পঙ্গু নবাবের প্রতি আপনার কি দয়া হবে না ? বহু অন্যায় আমি করেছি—কিন্তু আজ মানুষ মীরজাফর আপনার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে মহারাজ ! এ বিপদে আপনিই তাকে রক্ষা করতে পারেন।

মণিবেগম। অসহায় গদিচ্যুত নবাবের এই আবেদন কি ব্যর্থ হবে মহারাজ ?

মহারাজ। আমাকে মার্জনা করুন বেগম সাহেবা। আমি ক্লান্ত। চোখের সামনে দেখছি পুঞ্জীভূত অন্যায় তাই ঘৃণায় আমি সরে যেতে চাই।

মণিবেগম। আপনি ব্রাহ্মণ। ধর্ম মনুষ্যত্ব ন্যায় বিচার তার কি কোন দাবী নেই ? সে কি ব্যর্থ হয়ে কেঁদে ফিরে যাবে আপনার কাছ থেকে। জবাব দিন মহারাজ ! এখনও আপনি পারেন আপনার সমস্ত তেজ, প্রতিষ্ঠা আর জনপ্রিয়তা দিয়ে ইংরেজের এই নিষ্ঠুর লোভ আর অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে।

মহারাজ। বহুকাল আপনাদের নিমক খেয়েছি, ভেবেছিলাম দেশের মানুষের কিছু কল্যাণ করতে পারবো তাই নিজামতে এসে-ছিলাম। সব দোষ সত্ত্বেও অসহায় নবাবকে ক্ষমার চোখেই দেখেছিলাম।

নবাব। আজ আমি আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করছি মহারাজ।

মণিবেগম। আশ্রিতজনকে আশ্রয় দেওয়া ব্রাহ্মণেরই ধর্ম। আমি অসহায় নারী আমার স্বামী, শিশুসন্তান নিয়ে আপনার কাছে সেই আশ্রয় চাইছি। মনুষ্যত্বের নামে ধর্মের নামে।

মহারাজ। বেগম সাহেবা ! বেগম সাহেবা। আপনি শান্ত হউন। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো ! এই আমার দেবতার নির্দেশ। ভগবান ! একি পরীক্ষায় ফেললে তুমি !

মযি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥

হে দেবতা, তোমাকেই সর্বকর্মফল নিবেদন করে তোমার নির্দেশেই এই গুরু কর্তব্য ভার মাথায় পেতে নিলাম। তুমি আমায় শক্তি দাও।

মীরজাফর। মহারাজ! আপনার পবিত্র অন্তরের ঈশ্বরচেতনার একটু আলো এই দীন কাফেরের মনে সঞ্জীবিত করতে পারেন? বড় অভাগা—বড় একা আমি।

মণিবেগম। আপনার কাছে এই নির্ভর পাবো তা আমি জানতাম মহারাজ। এ বিশ্বাস আমার ছিল। আজ মুর্শিদাবাদ নিরাপদ নয়; প্রাসাদ অরক্ষিতপ্রায়, চারিদিকে গুপ্তঘাতকের দল ঘুরছে। মীরকাশিমও ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য বন্ধ করেছে, যুদ্ধও হতে পারে। একদিকে মীরকাশিম ওদিকে ক্ষিপ্ত ইংরেজ সৈন্য এদের মাঝে বাস করা নিরাপদ নয়। ভাবছি কলকাতাতেই যাবো আমরা।

নন্দকুমার। কলকাতায় যাবেন?

মণিবেগম। হ্যাঁ। সেখানে শুনছি ক্লাইভ আসছেন।

নন্দকুমার। ক্লাইভ ফিরে আসছেন? তাহলে কলকাতায় যাওয়া ভালো। নিরাপদে থাকা যাবে, হয়তো অন্যায় অবিচারের প্রতিকার হতে পারে তাঁর কাছে। নবাবের তরফ থেকে তাঁর কাছেই আর্জি পেশ করবো আমরা তারপর অন্য পন্থার কথা ভাবা যাবে। কলকাতা যাবার আয়োজনই করি বেগম সাহেবা!

মণিবেগম। তাই করুন! দেরী করা ঠিক হবে না।

[মহারাজ বের হয়ে গেলেন। মণিবেগম কি ভাবছে। ঘরের ওদিকে একটা সিন্দুক দেখা যায়]

মীরজাফর। তবু বাঁচার চেষ্টা, আবার নবাবীর আশা! এ আলেয়ার পিছনে বৃথা ঘুরে মরে লাভ কি মণি! শান্তিতে আমরা বাঁচতে পারি মণি যা অর্থ আছে—

মণিবেগম। অর্থ আরও অর্থ হীরা জহরৎ দিয়ে ওই বেনিয়া হেষ্টিংসকে আমি কিনে নোব! মসনদ সে আমার হাতে তুলে দেবে নবাব সাহেব।

মীরজাফর। ও মসনদ তুমি চেয়ো না মণি, ওতে অভিশাপ মেশানো আছে। সিরাজ গেছে, মীরজাফর পঙ্গু রুগ্ন, মীরণ হত, মীরকাশিমও যাবে। কেউ ওই মসনদে বসে শান্তি পায়নি। ও কামনা তুমি করো না—

[সিন্দুকের দিকে এগিয়ে যায়]

মণিবেগম। পাপের অর্থ ওই পাপ মসনদ কেনার জন্যই বিলিয়ে দোব নবাব!

মীরজাফর। ছুঁয়ো না, ওই সোনা হীরা জহরৎ তুমি ছুঁয়ো না মণিবেগম; ওতে মাখানো আছে সিরাজের রক্ত! আমার পাপের ওই অর্থ তুমি ছুঁয়ো না মণিবেগম। ওই অর্থ দিয়ে কেনা মসনদে যে বসবে সেই খতম হয়ে যাবে। ওতে মাখানো আছে সিরাজের তাজা খুন, হাত কলঙ্কিত হয়ে উঠবে!

মণিবেগম। ওই সিন্দুকও এখান থেকে কলকাতায় যাবে। আমি সব ব্যবস্থা করছি। আপনি অসুস্থ। এ সময় সব ভার আমার উপরই ছেড়ে দিন।

[মণিবেগম বের হয়ে গেল। মীরজাফর পায়চারী করছে। ঢুকছে বুববু। হাতে তার সরবতের গ্লাস]

বুববু। রাত্রি হ'ল, হাকিম আলি জামানকে এত্তেলা পাঠাবো ?

মীরজাফর। তার দরকার হবে না বুববু। এ রোগ ক্রমশঃ বাড়বে মনের পাপ দেহের অঙ্গে অঙ্গে বিষাক্ত ক্ষত হয়ে ফুটে উঠবে সদর কলকাতার হাকিম বিদেশী ডাক্তারও একে সারাতে পারবে না। এ পাপের শাস্তি বুববু।

বুববু। শুনলাম কলকাতা যাচ্ছেন ?

মীরজাফর। বোধহয় যেতে হবে। কিন্তু কই তুমি তো কিছু চাইছ না ? মসনদ, অর্থ-দৌলত তোমার ছেলে মুবারকের জন্য কিছু— কই ! কিছুই তো চাইছ না তুমি !

বুববু। কোন কিছুরই দরকার নেই জনাব। আমার সন্তান মুবারকও মসনদ কোনদিন চাইবে না। আমরা সব হারিয়ে শান্তিতে এই মুর্শিদাবাদের এক কোণে থাকতে চাই। বাঁদী থেকে আপনি আমাকে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছেন। এই আমার সব থেকে বড় পাওয়া। এইটুকুর বেশি আর কিছুই চাইবো না জনাব।

মীরজাফর। তুমি সুখী হও বুববু। তোমার সন্তান মুবারককে আল্লা দোওয়া করুন।

[প্রবেশ করে মণিবেগম]

মণিবেগম। বুববু তুমি এখানে ? কথাটা কানে গেছে আর অমনি ছুটে এসেছো ? কলকাতায় যাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছো তুমিও মসনদ দৌলত চাও, না ? কিন্তু শেষ কথা বলছি শোন আইন মতে এসব কিছুর মালিক আমার দুই সন্তান, তোমার সন্তান মুবারকের এতে ওয়ারিশানের কোন প্রশ্নই আসে না

বুববু। দৌলত মসনদের স্বপ্নে তুমিই মশগুল থাকো মণিবেগম, সব দৌলতের যা বড় দৌলত সেই ইমান, মোহব্বৎ আর শান্তি, আমি সেইটুকুর জন্য আমার সব ওয়ারিশানস্বত্ব তোমাকে খোস কওলায় দানপত্র করে দোব। তুমি নিশ্চিন্তে কলকাতায় যাও। সেলাম বেগম সাহেবা!

[বুববু যাই চলে যাচ্ছে। মীরজাফর উঠে ওর দিকে এগিয়ে যায়]

মীরজাফর। বুববু বেগম—

বুববু। কসুর মাফ্ কিজিয়ে খোদাবন্দ!

[বুববু কুর্নিশ করে পিছু হটে চলে গেল, মণিবেগম স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওর মুখে ফুটে উঠেছে নীরব অপমানের জ্বালা।]

● দ্বিতীয় অংক ●

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[কলকাতার ইংরেজ কুঠি। লুসিংটন, হেষ্টিংস]

লুসিংটন। মীরকাশিম রিয়েলী এ strange man, strong man. গিরিয়াতে বহুৎ ভারি লড়াই হইল। কোম্পানীকে বহুৎ বিপদে ফেলিয়াছিল। Heavy loss হইয়া গিয়াছে। মীরকাশিম কোম্পানীর বহু ক্ষতি করিয়াছে।

হেষ্টিংস। সব পুষিয়ে যাবে লুসিংটন। এগেন ছাট বারগিন্। মসনদ হামরা চড়া নাফায় বন্দোবস্থ্ করিবে।

লুসিংটন। বন্দোবস্থ কে নেবে মিঃ হেষ্টিংস? সারা দেশতো দুর্ভিক্ষে সাফ হইয়া গেছে, মীরকাশিমও dead।

হেষ্টিংস। মসনদের জন্য টাকা দিবার লোকের অভাব হইবে না।

লুসিংটন। কিন্তু ক্লাইভ সাহেব স্বয়ং রয়েছেন এখানে!

হেষ্টিংস। পাতু!···পেগ! (পাতু পেগ দিয়া গেল)—ক্লাইভ সাহেব আর কয়দিন! তাছাড়া টেমন গোলমাল দেখিলে মসনদের দাম কিছু বাড়িয়ে যাইবে। Understand Lushington! সববাই হামরা very honest আছি! হাঃ—হাঃ—Indian wine very fine—made in চন্দারনগোর! ফরাসীরা এই কাম খুব ভালো জানে!

[ক্লাইভ ঢুকছে, ওরা দুজনে উঠে দাঁড়ায়]

হেষ্টিংস। Let us celebrate ইয়োর এক্সেলেন্সী। মীরকাশিম
ছাট শয়তান ইজ ফিনিশড্। এখন ইংরেজের হাতে তামাম
বাংলা, বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের ভার আসিবে আর
মসনদের ইজারা হাতে থাকিবে! লেট আস সেলিব্রেট! রুল
বিট্রানিয়া।

[ক্লাইভের হাতে পেগের গ্লাস তুলে দেয় ওরা। প্রবেশ করছে
মহারাজা নন্দকুমার, হেষ্টিংস সহসা গম্ভীর হয়ে যায়]

ক্লাইভ। আসুন, মহারাজ নন্দকুমার প্লিজড টু মিট ইউ! টেক্
ইউর সিট! My friend মীরজাফর খাঁয়ের পত্র আমি
পাইয়াছি। I shall consider his case।

মহারাজ। তুমি কলকাতায় ফিরে এসেছো শুনে তোমার কাছে ছুটে
এসেছি মিঃ ক্লাইভ।

ক্লাইভ। What can I do for you ?

মহারাজ। সারাদেশে দুর্ভিক্ষ মহামারী চলেছে। তোমার কর্মচারীরা
সারাদেশের লোককে শোষণ করে শেষ করে এনেছে। এ
মন্বন্তরের জন্য তোমরাই দায়ী। রংপুর দিনাজপুরের শস্য-
শ্যামলা মাঠ সমস্ত জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

ক্লাইভ। হেষ্টিংস? একথা সত্য? কোন রিপোর্টও করনি।

হেষ্টিংস। সম্পূর্ণ মিথ্যা। All lie. হামিও এইসব গুজব শুনিয়া
তদন্তের জন্য কমিশনার: মিঃ পিটারসনকে পাঠাইয়াছিলাম।
কোন genuine দুর্ভিক্ষ হয় নাই। অল ফলস্! মিথ্যা!

মহারাজ। হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে মরল। পূর্ণিয়া রংপুর ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে ভোলেনি, সেই কথা রিপো করেছিল তাই পিটারসন সাহেবকে তোমরা বরখাস্ত করলে আ সেই দুর্ভিক্ষের মূল তোমাদের কর্মচারীরা মায় দেবীসিং সিতাব রায়ের পদোন্নতি হ'ল। মিঃ পিটারসনের বরখাস্তের কারণ কি মিঃ হেষ্টিংস ?

হেষ্টিংস। দ্যাট্‌স কনফিডেনসাল ! তিনি যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না

মহারাজ। মিথ্যাভাষণের যোগ্যতা অবশ্য তাঁর ছিল না। তাছাড় মিঃ ক্লাইভ, তোমার কোম্পানীর কর্মচারীরা মিঃ হেষ্টিংস অবধি বেনামিতে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করে লাখ লাখ টাকা রোজগা করছেন কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়ে। সেটাও কি মিথ্যা মি হেষ্টিংস ?

ক্লাইভ। এ অভিযোগ সম্বন্ধে তোমার কি বক্তব্য আছে হেষ্টিংস ?

হেষ্টিংস। এ অভিযোগও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি সৎভাবে কোম্পানীর কাজ পরিচালনা করিতে চাই।

ক্লাইভ। আপনার কোন প্রমাণ আছে মহারাজ ?

মহারাজ। প্রমাণ ! দুর্ভিক্ষের প্রমাণ আজও ছড়িয়ে আছে বাংলা সবুজ প্রান্তরে, অগণিত মৃতদেহের কঙ্কাল আজ সেই নিষ্ঠু সত্যের সাক্ষ্য দেবে মিঃ ক্লাইভ।

ক্লাইভ। কোন proof না হলে কোন অভিযোগেরই বিচার ক যাইবে না মহারাজ। আমরা কোন সাহায্য করিতে পারিবে না

মহারাজ। বেশ, আমি এবার থেকে সে প্রমাণগুলোই সংগ্রহ করা মিঃ ক্লাইভ, জানতাম এই অভিযোগের কোন সুরাহা হবে না

দরকার হয় বোর্ডেই সেই সাক্ষ্য প্রমাণ সমেত আমি অভিযোগ আনবো। অভিযোগ আরও আছে, বাংলার মসনদকে তোমরা পণ্যদ্রব্যে পরিণত করেছো। এমনি হবে তা আমি জানতাম।

[হেষ্টিংস লুসিংটনকে ইসারা করে, সে বের হয়ে গেল]

হেষ্টিংস। One minute মহারাজা ! ইয়োর এক্সেলেন্সী আমার কিছু পেশ করিবার আছে। Mr Lushington—

[লুসিংটন একটা ফাইল এনে দিল হেষ্টিংসের হাতে, সে ফাইলটা ক্লাইভকে দিল]

Your এক্সেলেন্সী দয়া করি এই ফাইলের চিঠিগুলি একটু দেখিবেন ? আমার সব অভিযোগ সত্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা দেখিলেই মহারাজের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারিবেন। জানিতে পারিবেন তিনি কেন আমাদের বিরুদ্ধে এইসব কথা বলিয়া থাকেন।

[ক্লাইভ চিঠিগুলো পড়ছে, তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে]

ক্লাইভ। এইসব চিঠি আপনার লেখা ?

হেষ্টিংস। ভালো করিয়া দেখুন মহারাজা, চন্দননগরের ফরাসীদের কাছে আপনারা গোপনে আর্মস কিনিতে চাহেন, তাদের ফোর্স যাহাতে কলিকাতা আক্রমণ করে তাহার প্ররোচনা দিতেছেন। কাশীর হিন্দুরাজা বলবন্ত সিংহকে তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া আপনাদের সাহায্যে মুর্শিদাবাদ আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন

এ্যাট্সেট্রা এ্যাণ্ড এ্যাট্সেট্রা। যেভাবেই হোক ইংরেজকে এদেশ হইতে তাড়াইতে হইবে। ক্যান ইউ রিমেমবার মহারাজা?

ক্লাইভ। Big conspiracy I see! এইসব চিঠি আপনার লেখা?

মহারাজ। হ্যাঁ। মিঃ ক্লাইভ। আমিই লিখেছিলাম।

ক্লাইভ। এর শাস্তি কি আপনার জানা আছে নন্দকুমার? ডেথ! মৃত্যু দণ্ড!

নন্দকুমার। রাজদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যু তা আমি জানি সাহেব। কিন্তু ইংরাজ আজও আইনতঃ এদেশের রাজা নয়। তাই রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে কেউ যদি এখানে অপরাধী হয় সে ইংরেজ, আমি নই। তারাই ছলে বলে কৌশলে বাংলার মসনদ কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে, তাকে বিকিকিনির পশরায় পরিণত করেছে।

হেষ্টিংস। Stop it নন্দকুমার। I say stop this nonsence. কোম্পানীর বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহা ডিরেক-টোর বোর্ডকে জানাননি কেন? অথচ এই জঘন্য কায আপনি করিতে সাহস করেন। Why? জবাব দিন—

নন্দকুমার। জবাবটা কাকে দেবো; তাই জানতে চাই সাহেব? এখানে তোমাদের দুজনের মধ্যে কে কর্তা সেইটাই আগে জানা দরকার মিঃ ক্লাইভ।

ক্লাইভ। যা বলিবার থাকে আমাকে বলিতে পারেন।

নন্দকুমার। আমাদের দেশে প্রভুর সামনে ভৃত্য যদি অশিষ্ট ভঙ্গীতে কারো কৈফিয়ৎ তলব করে তাকে আমরা চাবুক মেরে সহবৎ

শেখাই সাহেব। তোমরা সুসভ্য ইংরেজ, তোমাদের দেশের রীতি ঠিক জানা নেই।

ক্লাইভ। মিঃ হেষ্টিংস।

[হেষ্টিংস সরে দাঁড়াল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে]

বলুন নন্দকুমার এই দেশদ্রোহিতার স্বপক্ষে আপনার কি বক্তব্য আছে?

নন্দকুমার। Mr. Clive. আপনার দেশে যদি কেউ জোর করে তাদের অধিকার কায়েম করতে চায়, আপনার মাথা তার পায়ের তলে এনে ফেলতে চায় আপনি তাকে কি চোখে দেখবেন মিঃ ক্লাইভ? যে বিদেশী আপনার দেশকে শোষণ করতে চায় তাকে আপনি কোনদিন ক্ষমা করতে পারেন সাহেব?

ক্লাইভ। No, never. কখনই বরদাস্ত করিবো না।

নন্দকুমার। ইংরেজ আমার মাতৃভূমিকে এমনি করে গ্রাস করতে চায়, কোম্পানির ব্যবসার আড়ালে তার সেই লোভী হাত দুটোকে আমি দেখেছি সাহেব, তার সব মুখোশ আমার সামনে খুলে পড়েছে। তাই এই প্রতিবাদ, তাই ইংরেজকে বাধা দেবার চেষ্টা।

ক্লাইভ। ইহার ফল কি হইতে পারে তাহা জানেন?

নন্দকুমার। জানি। আমাকে কোন স্বীকৃতি আপনারা দেবেন না। নিজামত থেকেও সরে যেতে হয়েছে, হয়তো সরেই থাকতে হবে। কিন্তু আপনি বীর, নিজের দেশকে ভালবাসেন। তারই ভালোর জন্য এতদূরদেশে ছুটে এসেছেন, নিজের দেশকে ভালবাসার অধিকার সকলেরই আছে Mr. Clive. আমি যদি আমার

দেশকে ভালোবাসি, তার মানুষকে ভালবাসি, তাদের বিপদ মুক্তির কথা ভাবি সেটা কি আমার অপরাধ ? বলো তোমাদের আইন তাকে কি অপরাধ বলে স্বীকার করে ?

ক্লাইভ। লেট আস্ কাম টু টার্মস্ নন্দকুমার। আপনার মত বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোকের বন্ধুত্ব আমরা হারাইতে চাই না। চট্টগ্রাম সম্প্রতি কোম্পানির হাতে আসিয়াছে। আমার অনুরোধ আপনি কোম্পানিকে সাহায্য করুন, চট্টগ্রামের সব পরিচালনার ভার আমি আপনাকে দিয়া কিছুদিনের জন্য সেখানে পাঠাইতে চাই।

নন্দকুমার। সুদূর চট্টগ্রামে আমাকে এই অজুহাতে নির্বাসনে পাঠাতে চান ?

ক্লাইভ। আপনি যে ভাবে হোক কথাটা নিতে পারেন, আমি তাহার কোন জবাব দিব না।

নন্দকুমার। যদি যেতে না চাই ?

[হেষ্টিংস দপ্ করে জ্বলে ওঠে, কি বলতে গিয়ে থেমে গেল]

ক্লাইভ। আপনার মঙ্গলের জন্যই কথাটা বলিলাম।

নন্দকুমার। ইংরেজ যে আমার এতবড় হিতৈষী বন্ধু তা আগে জানলে হয়তো ভালো হতো সাহেব।

ক্লাইভ। দেন্ আপনি রাজী নহেন ?

নন্দকুমার। আমাকে মাপ্ করুন সাহেব।

[নন্দকুমার বের হয়ে গেল। ক্লাইভ কি ভাবছে। হেষ্টিংস উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করছে]

হেষ্টিংস। I can teach him a good lesson.

ক্লাইভ। হেষ্টিংস! ওকে কোন রকমে হাতে রাখবার চেষ্টা করো হেষ্টিংস, ওকে ডিসটার্ব না করাই ভালো। Good night Hastings. আমাকে আজ বারাকপুরে যাইতে হইবে, I think coach is ready ?

হেষ্টিংস। Yes your excellency. Mr. Lushington will also accompany you with mounted guards. Mr. Lushington. This way your excellency.

[তারা বের হয়ে গেল, প্রবেশ করে পাতু বেয়ারা আর ভোলা, দুজনের পরনে বয়ের পোষাক। হাতে মদের বোতল, সেগুলো টেবিলে রাখছে]

ভোলা। অ মামা, এযে দক্ষ যজ্ঞ হয়ে গেল।

পাতু। বাবাঃ ওই কাঁচাখেগো ঠাকুরমশায়কে চেনেনি হেষ্টিংস সাহেব, দিলে দুই ধমকে ঠাণ্ডা করে। বুঝলি সব ব্যাটাই ওই যে বল্লাম শক্তের ভক্ত নরমের যম।

ভোলা। সাহেব তো কেঁচো হয়ে গেল। তা হ্যাঁ মামা সেই ফকীর সাহেবকে তো ডেকে আনলাম, বাগানে এসে ঠায় রইল। তাকে দিয়ে আবার কি হবে রে বাবা ? মদ মেয়েছেলে এসব তো এন্তার আসছে কুঠিতে। হুল্লোড় চলেছে।

পাতু। তারই মাঝে এসবও চাই রে ভোলা। হাত দেখিয়ে নেবে, শুধোবে বড় সাহেব হতে আর কত বাকী! সব মামুই তো আখের গুছিয়ে নিতে চায়। তোর আমারই কিছু হ'ল না, কত কয়ে বল্লাম আন তোদের গাঁয়ের সেই লক্ষী না ফক্ষীকে

ভুলিয়ে ভালিয়ে, মেয়েছেলে জুটিয়ে কত ব্যাটা শাহানশা হয়ে গেল।

ভোলা। লক্ষীকে যে আমি বিয়ে করবো মামু।

পাতু। এ্যাই মরেছে। কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার সাধ। তবে সাহেবের লাথি জুতো খা আর জন্মোভর এই খিদমতদারি কর। বল্লাম ভাল কথা—মেয়েছেলে আন!

[হেস্টিংস ঢুকছে, বেশি হাসিখুশী সে]

হেষ্টিংস। এ্যাই পাতু, শ্লা পাতু, পেগ লাগাও। তোদের সেই ফকীর সাহেব হাত দেখে কি বলে জানিস?

পাতু। বড় সাহেব হয়েছেন আপনি! সাহেব বক্‌শিষ--

হেষ্টিংস। খচরা কাঁহাকা। ও তো হবোই। আর বলে কোন খুব খুবসুরৎ বড়ীখানদানের আওরতের সঙ্গে আশনাই হবে। লভ!

পাতু। আম্মো তোমাকে ভালোবাসি সাহেব।

হেষ্টিংস। শূয়ার কা বাচ্চা!

[পেগ এগিয়ে দেয় পাতু, হেষ্টিংস পকেট থেকে কিছু টাকা ছড়িয়ে দেয় ওদের সামনে, ওরা কুড়াতে থাকে, প্রবেশ করছে মণিবেগম, আজ তার সাজে লাস্য আর কামনার ছায়া. হেষ্টিংস চমকে ওঠে]

বেগম সাহেবা! Oh my god!

[পাতু ও ভোলা অবাক হয়ে গেছে। হেষ্টিংস তাদের ধমকে ওঠে, পেছনে লাথি মেরেই ওদের হঠিয়ে দেয়]

Sit down বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। এখনও বেগম নই সাহেব।

হেষ্টিংস। আপনাকে একদিন আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম—I was helpless, but now.

[মণিবেগম একটা চামড়ার ছোট থলি ছুঁড়ে দেয়। হেষ্টিংস পরম আগ্রহে লুফে নেয় সেটা]

মণিবেগম। তোমার নজরানা—কিছু সাচ্চা হীরা আছে ওতে। সিরাজের সংগ্রহের হীরা, বহুৎ কিম্মৎদার।

হেষ্টিংস। You are more precious than that—বেগম সাহেবা। হেষ্টিংস আপনার সেবায় নিজেকে ধন্য করিতে চায়। মসনদ—

মণিবেগম। মসনদের জন্য কি দাম ধরেছো সাহেব! মাত্র কয়েক লাখ টাকা আমি দিতে পারি। তার বেশি সামর্থ আমার নেই।

হেষ্টিংস। আপনি ইচ্ছা করিলে হেষ্টিংসকে ধন্য করিতে পারেন।

মণিবেগম। তুমি দেবে মসনদ, আমিও বিপদে আপদে তোমাকে সাহায্য করবো।

হেষ্টিংস। I am alone বেগম সাহেবা। আমরা বন্ধু হইতে চায়। মসনদের জন্য আপনি আড়াই লাখ স্বর্ণমুদ্রা দিবেন।

মণিবেগম। বন্ধুত্বেরও দাম কষো স্বর্ণমুদ্রায় এমন বেণিয়ার জাত তোমরা সাহেব ?

হেষ্টিংস। ফ্রেণ্ডশিপ ইজ ফ্রেণ্ডশিপ, বিজনেস ইজ বিজনেস। ছুটোই ফারাক চিজ্ বেগম সাহেবা। অবকোর্স উই আর ফ্রেণ্ডস্।

মণিবেগম। মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে তোমার আমন্ত্রণ রইল সাহেব। তুমি সেদিন গভর্ণর নও, সেদিন তুমি হবে আমার সম্মানিত অতিথি।

হেষ্টিংস। আই স্যাল ওয়েট ফর দ্যাট ডে বেগম সাহেবা। নবাব মীরজাফর বৃদ্ধ হয়েছেন, নিজামতের কার্য আপনাকেই দেখিতে হইবে, মীরজাফর নামেই নবাব থাকিবেন মাই ডিয়ার। শুনিয়াছি:নন্দকুমার মীরজাফরের বন্ধু ; ওই ব্যক্তিটিকে এড়াইয়া চলিবেন বেগম সাহেবা, he is a dangerous fellow.

মণিবেগম। তোমার কথা মনে থাকবে সাহেব। মসনদের সব কর্তৃত্ব আমি ধীরে ধীরে নিজের হাতে নেব।

হেষ্টিংস। আপনি সবরকম সাহায্য পাইবেন। বাই দি বাই, কাল আবার সাক্ষাৎ হইবে, আমি আজই রাত্রে আপনার ফার্মানে সহি করাইবার ব্যবস্থা করি। চলুন বেগমসাহেবা আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসি।

মণিবেগম। চারিদিকে অনেকের চোখ আছে সাহেব। তোমার আমার এই সম্পর্কটা অন্য কারো চোখে পড়ুক এটা আমি চাই না!

হেষ্টিংস। মাই ডিয়ার বেগম সাহেবা, ইউ আর ভেরি ভেরি ইনটেলিজ্যাণ্ট। বহুৎ খুশী হইয়াছে আমি। বাগানের বাইরে জুড়ি আনিতে হুকুম দিয়েছি---পাত্তু! এ্যাই পাত্তু সরি মাই ডিয়ার। আমি নিজে যাইতেছি। সেলাম বেগম সাহেবা।

[হেষ্টিংস বের হয়ে গেল, মণি দাঁড়িয়ে আছে, কি ভাবছে। হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে চাইল, ঢুকছে ফকীরবেশী ওয়াজিদ]

ওয়াজিদ। বন্দেগী বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। তুমি! ওয়াজিদ! এখানে?

ওয়াজিদ। ভয় নেই মসনদের জন্য আসিনি। পথে পথে ঘুরে

বেড়াই। তাবাৎ তীর্থ পরিক্রমা করলাম। সেলিম চিস্তি নিজা-মুদ্দিন আওলিয়া মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধি, কোথাও শান্তি পাই নি মণিবাই, ফিরে এলাম বাংলামুলুকে। তবু কোথাও শান্তি পেলাম না।

মণিবেগম। শান্তি তুমি পাবে না বীণকার। তুমি কি চাও তা নিজেই জানো না। ভোগ বিলাস সম্পদ লুটে নেবার সামর্থ তোমার নেই, তুমি কাপুরুষ। শুধু ত্যাগ আর ধর্মের শুক্‌নো বোঝা বয়ে মরবে। জীবনটাকে উপভোগ করো বীণকার।

ওয়াজিদ। তার নেশা দেখছি তোমার তুচোখে! একি সেজেছো মণিবাই, তোমার চোখে ও কিসের নেশা! নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে—

মণিবেগম। হাঃ হাঃ হাঃ! ও তোমার অক্ষম মনের স্তোকবাক্য বীণকার। তোমার আমার পথ আজ তুদিকে বেঁকে গেছে, একদিন তোমার ওই কাঙ্গাল জীবনটাকে দেখে হাসবো। তুমি কি পেলে আর আমি কি পেলাম তাই মিলিয়ে দেখো বীণকার। ভুল তোমার ভাঙ্গবে!

ওয়াজিদ। ভুল কার তা জানি না মণি। আমার খোদা আমাকে এই পথের নির্দেশ দিয়েছেন—এইখানেই আছে শান্তি সম্পদ।

মণিবেগম। বেকুব—সেলাম করো বেকুব ওয়াজিদ—সুবে বাংলার গদ্দিনাসীন বেগম তোমার সামনে।

ওয়াজিদ। ফকীর বেগমকে সেলাম করে না, করার কানুন নেই। একমাত্র তুনিয়ার দিন্‌কারকেই সে সেলাম জানায় মণিবেগম, তার সেলাম তোমার সব দৌলত মসনদ দিয়েও কেনা যায় না।

[বের হয়ে গেল ওয়াজিদ। মণিবেগম বদলে যায় হঠাৎ, মনের কোণে যেন অতীতের দিনগুলো মনে পড়ে]

মণিবেগম। বীণকার! শোন বীণকার। আমি তোমার সেলাম চাইনি, চাইনি বীণকার। মণিবেগমকে ভুল বুঝো না। এ ছাড়া আমার বাঁচার কোন পথ নেই ওয়াজিদ, আমি নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লাম। নূনের পুতুল হয়ে দরিয়ার পানি মাপতে এসে আমিও হারিয়ে গেলাম ওয়াজিদ। আমি হেরে গেলাম।

[হেষ্টিংস ঢোকে, মণিবেগম বদলে গেছে]

হেষ্টিংস। আপনার গাড়ী তৈয়ার বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। চলো সাহেব····

হেষ্টিংস। আপনি অসুস্থ ?

মণিবেগম। না, না। আমি সুস্থই আছি সাহেব। আমার কিছু হয়নি। যেতে পারবো। আমার হাতটা একটু ধরো সাহেব. বড় ক্লান্ত আমি, বড় ক্লান্ত।

[ওরা দুজনে বের হয়ে গেল]

। দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[মুর্শিদাবাদ নবাব প্রাসাদের কক্ষ। ইয়ারজঙ্গ, মোহনপ্রসাদ, রেজাখাঁ, পিক্রু]

মোহনপ্রসাদ। বেশ ছিলাম চাচা, তা শান্তিতে কি থাকতে দেবে? ভেবেছিলাম মহারাজ নন্দকুমার মুর্শিদাবাদ ছেড়ে গেল ঘাড় থেকে ভূত নামলো। তা বরাৎ মন্দ, বিবেচনা করুন। বলে না ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভুত বলে আমি পেলাম কাছে। আবার ফিরে এল মহারাজ।

পিক্রু। এসেই ফিন জুলুম সুরু করেছে। এর মাল আটক, ওর বজরা তল্লাসী গুদাম আটক। কারবার করিবে তার উপায় নেই। হেষ্টিংস আসছে শুনলাম খাঁসাহেব। বেগমের কাছে দরবার করিয়া কি হইবে?

রেজাখাঁ। হবে পিক্রু সাহেব। যদি কিছু হবার হয় এইখান থেকে কলকাঠি নাড়লেই হবে। বেগম সাহেবা এলেই নজরানা দিয়ে সেলাম করবে।

ইয়ারজঙ্গ। সেলাম করে পড়ে থাকতে রাজি আছি চাচা। তবে বারবার এই দিক্ তো সহ্য হয় না। কোতোয়াল ব্যাটারা মহারাজ নন্দকুমারকে নিজামতে ফিরে আসতে দেখে সাপের পাঁচ পা দেখেছে। কোথায় ডাকাতি খুনখারাবি হচ্ছে তার অমনি গেরফতার করে আন ইয়ারজঙ্গ নাহয় তার দিলদোস্তীদের।

ব্যাটা মুশাফির নাহয় ফকীরের আলখাল্লা চাপিয়ে বদমাশের দল ঘুরছে, তারাই ডাকাত। তাদের ধরবার সাধ্য নেই, মহারাজ নাকি সন্ন্যাসী ফকীরদের গায়ে হাত তুলতে নিষেধ করেছেন। ব্যস, সব্বাই ফকীর বনে গেল, আর মরছি আমরা।

[মণিবেগম ঢুকছে, ওরা কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো। পিড্রু, রেজাখাঁ মোহনপ্রসাদ সকলেই রেশমী রুমালে নজরানা এগিয়ে দেয়, বেগম সাহেবার ইঙ্গিতে বাঁদী এসে সেগুলো সরিয়ে নেয়]

মণিবেগম। ডাকাতির কথা আমিও শুনেছি ইয়ারজঙ্গ। আমার রাজ্যে এই অশান্তি সইবো না।

ইয়ারজঙ্গ। তাইতো বেগম সাহেবার কাছে এসেছি। হুকুম দিন আমি সব ব্যাটা বদমায়েশকে চাব্‌কে ঠাণ্ডা করে দোব। দিতে তো চাই, কিন্তু মহারাজ—

মণিবেগম। আবার মহারাজার জুলুম সুরু হয়েছে?

মোহনপ্রসাদ। হ্যাঁ বেগম সাহেবা। বিবেচনা করুন, মহারাজ নন্দকুমার নিজে কেমন সৎ তা জানি। কোত্থেকে এক বস্তা পচা দলিল বের করে বলে দাও টাকা। শেঠ বুলাকি প্রসাদকে পথে বসিয়ে দিল; জাল দলিল, বিবেচনা করুন।

মণিবেগম। জাল দলিল!

মোহনপ্রসাদ। নয় তো কি! মহারাজই জাল করেননি তাইবা কে বলে? বিবেচনা করুন বাঘে ধান খেলে কে তাড়াতে যাবে? তাই সয়ে রয়েছি। এদিকে কায কারবারও বন্ধ।

পিড্রু। আমার ব্যবসা বন্ধ হইবে বেগম সাহেবা, হেষ্টিংস সাহেব নাফা চান; কি করিয়া দেবে? মহারাজ দুটো গুদাম সিল

করিয়াছেন, ভয় দেখাইয়াছেন হামাকে ভি কয়েদ করিবে। আমি নাকি হেষ্টিংসকে গোপন খবর দিয়া থাকি !

রেজাখাঁ। নবাব নিজামতে ও এসেছে অশান্তি করতে ! কাউকে শান্তি দেবে না বেগম সাহেবা। হেষ্টিংস সাহেব এরই জন্য ওর উপর হাড়ে চটা। আরও দুস্‌রা মতলব আছে তাঁর।

মণিবেগম। পিক্রু সাহেব, তোমার মাল খালাস হবে। কালই মাল খালাস করো।

পিক্রু। বেগম সাহেবার মেহেরবাণী ! বহুৎ মেহেরবাণী !

[পিক্রু চলে গেল]

মণিবেগম। ইয়ারজঙ্গ, তোমাকে এই বদমাইসদের শায়েস্তা করার ভার দিচ্ছি, নিজামত থেকে নির্দেশ যাবে কেউ যেন তোমার কাযে বাধা না দেয়। তুমিও দেখবে পিক্রু সাহেবের মাল সব যেন খালাস হয়।

ইয়ারজঙ্গ। আপনার আদেশ এ বান্দা জান দিয়ে পালন করবে বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। আর মোহনপ্রসাদ ? তোমার নূনের কারবার যাতে ফের সুরু হয় তার জন্য চেষ্টা করবো। তুমি পরে দেখা করো।

মোহনপ্রসাদ। বেগম সাহেবার দয়ার শরীর। একটু মেহেরবাণী নাহলে ছাপোষা মানুষ, মরে যাবো বেঘোরে। তবে ওই মহারাজ ! তিনি জানতে পারলে আমাকে কোন কাযই দেবেন না বেগম সাহেবা, বিবেচনা করুন —

মণিবেগম। আচ্ছা আমি দেখবো।

[কুর্নিশ করে চলে গেল ওরা দুজনে, রেজাখাঁ দাঁড়িয়ে আছে]

মহারাজের কি দুস্‌রা মতলবের কথা বলছিলেন খাঁ সাহেব ?

রেজাখাঁ। তাই জানাতেই তো এসেছি বেগম সাহেবা। কথা আপনারও জানা দরকার। মানে ওই মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারীর কথা। মুতাক্ষরীন আইন মতে নবাবের পুত্র বা বংশধররাই এই মসনদের মালিক হবেন। নবাব তো শয্যাশায়ী তিনি আর ক'দিন।

মণিবেগম। আমার সন্তানরাই নবাবের পর মসনদে বসবে।

রেজাখাঁ। সেটা তো ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা, কিন্তু মাঝখানে জুটেছেন বুবুবেগম। তাঁর উপর খুশী হয়ে নবাব আপনার সন্তান নজমদ্দৌলা আর সইফুদ্দৌল্লাকে অগ্রাহ্য করে বুবুবেগমের সন্তান মুবারককে মসনদে কায়েম করতে চান। গোস্তাকি মাপ হয় বেগম সাহেবা, ওরা বলেন বুবুবেগম নবাবের বিবাহিতা পত্নী আর আপনি নবাবের রক্ষিতা মাত্র বিবাহিতা পত্নী নন।

মণিবেগম। খাঁসাহেব !

রেজাখাঁ। ওরা বলে বেগম সাহেবা। মহারাজ নন্দকুমার ওদের একজন।

[মণিবেগম কি ভাবছে, তার মুখচোখে কাঠিন্য ফুটে ওঠে]

বিপদ এই নবাব বৃদ্ধ অসুস্থ, কবে কি হয় বলা যায় না। এসময় সুযোগ বুঝে মহারাজা নন্দকুমার তাকে ধরে নিজামতের সব কিছু নিজের তাঁবে আনতে চায়। সেই আশা নিয়ে মুবারককেও গদিতে বসাবে। তাই বলছিলাম বেগম সাহেব আপনি নিজে এগিয়ে আসুন। আমরা আপনার নিমক খেয়েছি

আমরা সে নিমকের মর্য্যাদা রাখবো। আপনি সব কায নিজের হাতে তুলে নিন।

বেগম। কথাটা ভেবে দেখি খাঁসাহেব। আপনি পরে দেখা করবেন।

[রেজাখাঁ কুর্ণিশ করে বের হয়ে গেল, মণিবেগম কি ভাবছে]

মসনদ! বুববুবেগম। মুবারক!....হাঃ হাঃ! মসনদ আমার চাই! যে ভাবে হোক।

[প্রবেশ করছে মীরজাফর ক্লান্ত রুগ্ন একটি লোক। ক'বছরেই বৃদ্ধ হয়ে গেছে। হাতের আঙ্গুলগুলো কুঁকড়ে গেছে কুষ্ঠ ব্যাধিতে]

জাফর। বেগম সাহেবাকে একটু উতলা দেখাচ্ছে?

বেগম। মহারাজের নামে আজকাল অনেক নালিশ আসছে জনাব।

জাফর। দরবার কি আজকাল বেগম সাহেবা নিজেই করছেন? তা অভিযোগ করছে কে—রেজাখাঁ বোধ হয়!

বেগম। মহারাজের হাতে নিজামতের সব ভার তুলে দেওয়া ঠিক হবে না নবাব সাহেব।

জাফর। যদি বিশ্বাস করে কারোও হাতে সব ভার তুলে দেওয়া যায়, সে উনিই।

বেগম। উনি বিধর্মী কাফের—কোন স্বজাতিকে ওই আসনে বসালে—

জাফর। কোন স্বজাতিকে ওই আসনে বসালে সে মসনদ তো নেবেই, বেগম সাহেবার দিকে দৃষ্টি দিতেও কসুর করবে না।

মণিবেগম। নবাব সাহেব !

মীরজাফর। ইতিহাস তাই বলে।

মণিবেগম। এ ইঙ্গিত এর অর্থ কি তা বুঝি নবাব সাহেব।

মীরজাফর। বেগম সাহেবা বুদ্ধিমতী। আজ তার দৃষ্টি উঠে অনেক উপরে ; একদিন যে নবাবকে তিনি তার অন্তরের প্রে নিবেদন করেছিলেন নিঃশেষে, আজ সে নবাব সাহেবকেও তাঁ কোন প্রয়োজন নেই।

মণিবেগম। নিজের দিকে চেয়ে দেখছেন নবাব সাহেব !

মীরজাফর। জানি, আমার সর্বাঙ্গে ঘৃণিত কুষ্ঠ রোগ ; খোদা বিধানে সেই বেইমান বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর নরক যন্ত্রণা ভো করছে। তাই বলছিলাম বেগম সাহেবা আমাকে দেখে শেখো, লালসা বেইমানি বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত হও।

মণিবেগম। আমার আসল কথার কোন জবাব আপনি দেননি আমি জানতে চাই মহারাজকে আপনি কিছু বলবেন কিনা ?

মীরজাফর। না ! মহারাজকে অবিশ্বাস করো না মণিবেগম।

মণিবেগম। বেশ ! তাহলে আমাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে মহারাজের কাযের কৈফিয়ৎ আমিই তলব করবো, অভিযোগে বিচার করবো।

মীরজাফর। বিচার করবে ! কৈফিয়ৎ নেবে ! তুমি কে ? কার বিচার করবে বেগম সাহেবা ! তুমি জানো না অন্ধ লাল আর মসনদের লোভে তুমি কোথায় ধাপে ধাপে নেমে চলেছ আগে নিজের বিচার করো বেগম সাহেবা ! আগে নিজের কাযে কৈফিয়ৎ নাও, বিচার করো ! তারপর····

[বের হয়ে গেল মীরজাফর, মণিবেগম দাঁড়িয়ে আছে। অসহায় রাগে জ্বলছে সে। প্রবেশ করে বাঁদী]

বাঁদী। একজন ফকীর আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মণিবেগম। ফকীর! ফকীর তো মসজিদে যাক্! এখানে কেন!

[বাঁদী দাঁড়িয়ে আছে]

দাঁড়িয়ে আছিস যে! দূর করে দে গে তাকে।

বাঁদী। সে বলছে বেগম সাহেবার কাছে তার কি জরুরী দরকার!

মণিবেগম। ফকীরের কোন দরকার থাকতে পারে না বেগমের কাছে। সোজা কথায় না যায় হাবসী খোজাদের বলগে, চাবকে দূর করে দেবে!

[বাঁদী চলে গেল, মণিবেগম কি ভাবছে। আকাশে সন্ধ্যার নহবৎ এর সুর ভেসে আসে। শান্ত শিষ্ট একটা সুর। প্রবেশ করছে ওয়ারেন হেষ্টিংস। চোখে মুখে তার আনন্দের চিহ্ন]

হেষ্টিংস। Good evening বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। মিঃ হেষ্টিংস! তুমি। তোমার জন্যই আমি অধীর আগ্রহে পথ চেয়েছিলাম সাহেব।

হেষ্টিংস। আমি বহুৎ কৃতজ্ঞ বেগম সাহেবা। Very grateful.

[মাথা নুইয়ে একটা রুমালে কিছু নজরানা এগিয়ে দেয়]

যৎ সামান্য নজরানা, বেগম সাহেবা গ্রহণ করিলে বাধিত হইব। শুনলাম নবাবের health বহুৎ খারাপ।

মণিবেগম। এসব সংবাদ তুমি কোথায় পেলে সাহেব?

হেস্টিংস। নিজামতের সব খবরই নিই। বেগম সাহেবার শরীর সুস্থ আছে তো? আপনার জন্য ভাবিত থাকি।

মণিবেগম। চারিদিকে শুধু গোলমাল, চক্রান্ত আর অশান্তি সাহেব। হাঁপিয়ে উঠেছি। তবু তুমি এসেছো একটু আশা পেলাম। আজ আমি অসহায় সাহেব। মহারাজা নন্দকুমারকে নবাব সাহেব নিজে আবার নিজামতে এনেছেন, তিনি এসেই পিক্র রেজাখাঁএর পিছনে লেগেছেন, এমন এমনকি মণিবেগম আর তার সন্তানদের মসনদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করিতে চান।

হেস্টিংস। এগেন ■াট মহারাজা। আই স্যাল টিচ হিম এ লেসন। আপনার এই দাবী ন্যায়সঙ্গত, আমি দেখিবে এই দাবী হইতে আপনাকে মহারাজা কি করিয়া বঞ্চিত করে। Don't you worry my dear.

মণিবেগম। এখানে এসব আলোচনা ঠিক হবে না সাহেব।

হেস্টিংস। I see! বাইরে চাঁদনীরাত, মতিঝিলের ধারে সুন্দর বাগিচায় একটু বসিয়া এইসব আলোচনা করা যায় বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। প্রাসাদের এই চারদেওয়ালের মধ্যে শুধু চক্রান্ত আর বুকচাপা ফিস্‌ফিসানি। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে সাহেব। এখানে মুক্তি নেই, বাতাস নেই আলো নেই।

হেস্টিংস। একটু ঘুরিয়া আসিলে আপনি সুস্থ বোধ করিবেন। You need some rest.

মণিবেগম। তাই চল সাহেব, প্রাসাদের এই পরিবেশ থেকে তুমি আমায় দূরে চাঁদের আলোভরা কোন পরিবেশে নিয়ে চল, আমি

আজ ক্ষণিকের জন্য সব ভুলে থাকতে চাই ; আমার নিজের সেই অন্তরের মানুষটিকে ফিরে পেতে চাই। আমি সব ভুলে বাঁচতে চাই।

হেস্টিংস। মাই ডার্লিং ! মাই সুইট ডার্লিং !

[ওরা দুজনে বের হয়ে যায়। পিছনে মীরজাফর এসে দাঁড়িয়েছে, তার মুখে চোখে ফুটে ওঠে কাঠিন্য, ডাকতে গিয়ে থামল সে ; অধীর চাঞ্চল্য নিয়ে পায়চারী করছে, ঢুকছে বুববু]

মীরজাফর। বেসরম—বেইমান !

বুববু। আপনি শান্ত হোন নবাব সাহেব ! অসুস্থ শরীর—

মীরজাফর। একটা কালনাগিনী আমি পুষেছি বুববু, ওরই বিষাক্ত ছোবলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বেঁচে থাকার আর দরকার কি বলতে পারো ? আমারই চোখের সামনে দেখলাম চেহেল সেতুনের বেগম বিদেশী বেনিয়ার কাছে তার ইজ্জৎ বিকিয়ে দিল। তওফাওয়ালী—সাপের জাত।

বুববু। আমিও তো একজন তওফা—

মীরজাফর। তুমি তা নও বুববু। খোদার উপর অভিমানই করেছি, আজ তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তোমাকে দিয়েছেন তিনি। আমার শেষ জীবনের এই ঘৃণা ব্যথা বেদনাময় দিনগুলো তুমি ভালবাসা সেবা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছো। মনে হয়, খোদার সৃষ্টি সত্যই সুন্দর। তিনি মেহেরবান ! কিন্তু আপশোষ কি জানো বুববু যারা সুন্দর তারাই দুঃখ পায় বেশি। তোমার জন্য তোমার সন্তান

মুবারকের জন্য দুঃখ হয়। তাদের কোন ব্যবস্থাই করতে পারবো না। দৌলত, মসনদ—

বুববু। তার দরকার নেই আমার। সামান্য নিয়েই খুশী থাকবো। কোন স্বার্থের স্বপ্ন নিয়ে আপনাকে ভালোবাসিনি জনাব, একটি মানুষ যার জীবন অনুশোচনা অনুতাপের গ্লানিতে জর্জর তাকেই ভালোবেসেছিলাম। তাই নিয়েই আমি খুশী নবাব।

মীরজাফর। দুনিয়াকে তাই আবার ভালোবাসতে ইচ্ছা হয় কিন্তু এ চোখ নিয়ে দুনিয়াকে যেদিন দেখলাম—সেদিন বুঝলাম বুববু আমার ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে।

বুববু। এসব কি বলছেন জনাব।

মীরজাফর। মিথ্যা স্বপ্ন আর দেখি না বুববু। সাবধান করে যাই, মুবারককে ওই মনির বিষ নজর থেকে দূরে সরিয়ে রেখো, দরকার হলে তোমার সন্তানকেও সে জানোয়ারে পরিণত করে দেবে। ওর নিঃশ্বাসে বিষ আছে, মসনদ ওকে বিষিয়ে দিয়েছে, যেমন দিয়েছিল আমাকে। তাই মনে হয় আমার সব শক্তি দিয়ে জীবনের শেষ দিনেও ওর এই চরম অন্যায়ের শেষ করে যাবো।

[মীরজাফর পায়চারী করছে। বলে ওঠে]

মীরজাফর। এতদিন যে ভুল করে এসেছি, আজ তার শেষ বোঝা-পাড়া করতে চাই। আজও বাংলার নবাব আমি। আমার চোখের সামনে হারেমের এই অপমান আমি সইবো না।

[প্রবেশ করছে মণিবেগম, বুববু বের হয়ে গেল। মণির পোষাক আরও চমকদার। মীরজাফর ওর দিকে চেয়ে থাকে, ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে ওঠে তার চাহনি]

—অভিসার শেষ হ'ল বেগম সাহেবার ?

মণিবেগম। এমনি বেসহবতের কথা নবাবের মুখে শোভা পায় না।

মীরজাফর। আর এমনি বেসরমী কাম বেগমের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের, না ? বেসরমী—

মণিবেগম। নবাব সাহেব !

মীরজাফর। ও চোখের বিদ্যুতের আভায় আর আমাকে ভোলাতে পারবে না মণিবাঈ, সব মোহ আমার ভেঙ্গে গেছে। ওটা তোমার বিদেশী আশুকের জন্য রেখে দিও। তাও আর থাকবে না, থাকতে আমি দোব না। এ দুনিয়া থেকে তোমাকে মুছে দোব।

মণিবেগম। নবাব সাহেব কি অসুস্থ !

মীরজাফর। সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।....ফৈজীর কথা শুনেছো বোধহয়।

মণিবেগম। তওফাওয়ালী ফৈজী !

মীরজাফর। হ্যাঁ। সিরাজের প্রেয়সী হয়েছিল। নবাব হারেমে ব্যাভিচারের অপরাধে সিরাজ তাকে হীরাঝিলের কক্ষে ইট দিয়ে রুদ্ধ করে গেঁথে তাকে হত্যা করেছিল। আকাশ বাতাসে এখনও তার দীর্ঘশ্বাস ভেসে ওঠে। আবার সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাও মণিবাঈ ?

[মণিবেগম হেসে ফেলে]

মণিবেগম। তওফাওয়ালীর জীবনে ব্যভিচার আজ নোতুন নয় নবাব সাহেব।

মীরজাফর। বাংলার নবাব এখনও মরেনি। অপরিচিত ছোটি

খানদানী একটা বিদেশী বেনিয়ার কাছে বাংলার বেগমের ইজ্জৎ যাবে এটা সহ্য করার মত করুণ অবস্থা এখনও আসেনি।

মণিবেগম। কি শাস্তি দিতে চান?

[মীরজাফর কাঁপছে। হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে]

মীরজাফর। আমার পিস্তল! আমার পিস্তল!

[বাঁদী এসে ওর দিকে একটা পিস্তল এগিয়ে দিয়ে চলে গেল। মীরজাফরের সামনে মণিবেগম দাঁড়িয়ে আছে, পিস্তল তুলে ঘোড়া টিপবার চেষ্টা করে—হঠাৎ আবিষ্কার করে তার দুটো হাতই পঙ্গু আঙ্গুলগুলো কুষ্ঠের ক্ষতে অসাড়]

মণিবেগম। ওই হাতগুলোও কুষ্ঠে পঙ্গু অসাড় হয়ে গেছে নবাব সাহেব। পচে গেছে আঙ্গুলগুলো। ওতে পিস্তল ব্যবহার করা আর যাবে না। ওহাতে আঙ্গুল তুলে শাসন করাও অসম্ভব। রাজদণ্ড ধরা তো দূরের কথা।

[মীরজাফর অস্ফুট আর্তনাদ করে—ওর হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে যায়, মণিবেগম বের হয়ে গেল বীরদপে; মীরজাফর আর্তনাদ করে]

মীরজাফর। খোদা মেহেরবান, আর—আর কত শাস্তি দিতে চাও আমাকে।....মীরণ গেছে, মীরকাশিম গেছে—মীরজাফর। এখনও তোমার বাঁচার সাধ মেটেনি! সিরাজ! তুমি চেয়ে দেখো খুশী হও, বেইমানীর কি শাস্তি! সামনে আমার কালনাগিনী, ওর বিষাক্ত ছোবলে আমার সারা শরীরে দুঃসহ অগ্নিজ্বালায় ভরে দিল! ওঃ!....

[বুবু ঢুকছে]

বুবু। আপনি অসুস্থ জনাব! হাকিম সাহেবকে সংবাদ দিইছি—

মীরজাফর। বিষ দিতে পারো বুববু, বিষ। একদিন মৃত্যুকে ভয় করেছিলাম তাই বিষকে এড়িয়ে গেছি। আজ মনে হয় মৃত্যুই আমার একমাত্র সুহৃৎ। সেইই এই সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পাবে। আজ আমি মুক্তি চাই বুববু, মুক্তি চাই! খোদা—

[মহারাজ ঢুকছেন, গায়ে নামাবলী হাতে কমণ্ডলু.]

মহারাজ! আপনাকেই মনে করছিলাম—

মহারাজ। কিরিটেশ্বরীর মন্দিরে পূজো দিতে গেছলাম আজ, ফিরতে দেরী হয়ে গেছে নবাব সাহেব।

মীরজাফর। তবু এসেছেন, আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। মনে হয় আমি শান্তিতে এইবার যেতে পারবো মহারাজ। বুববু রইল মুবারক রইল, আপনি ওদের সবরকম সাহায্য করবেন, অসহায় নবাবের এই শেষ অনুরোধ।

মহারাজ। শেষ অনুরোধ!

মীরজাফর। হ্যাঁ। সব আমার চুকে গেছে। খোদা মেহেরবাণ, একটু জল! তোমার ওই কমণ্ডলুর পানীয় একটু দাও।

মহারাজ। দেবতার চরণামৃত।

মীরজাফর। তোমাকে দেখে তোমার দেবতার অপার মহিমার কথা বিশ্বাস করেছি মহারাজ। তিনি তোমায় দিয়েছেন সত্যনিষ্ঠা ন্যায়-বিবেচনা প্রশান্ত শান্তি, তোমার করুণাময় দেবতার কাছে প্রার্থনা করো নন্দকুমার তিনি আমার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। আমি পাপী। দুঃসহ এ পাপের বোঝা থেকে দয়াময় ঈশ্বর আমায় মুক্তি দেন। দাও, দাও ওই শান্তি বারি।

[মহারাজ চরণামৃত দেন, মীরজাফর ব্যাকুল তৃষ্ণা নিয়ে পান করতে

করতে হঠাৎ শয্যার উপর স্থির হয়ে পড়ল। আর্তনাদ করে ওঠে বেগম, মহারাজ স্তব্ধ হয়ে গেছেন। অন্ধকারে বুলবুল আর্তনাদ শোনা যায়—নবাব। নবাব সাহেব। একটা করুণ সুর বেজে ওঠে। যবনিকা নামছে মঞ্চে।]

● তৃতীয় অংক ●

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[নবাবের কক্ষ, একপাশে শূন্য মসনদ। মণিবেগমের পরণে শোকের কালো পোষাক। রেজাখাঁ, গুরুদাস, গঙ্গাগোবিন্দ সিং]

রেজাখাঁ। সত্যিই দুঃখের কথা। সারাদেশ আপনার শোকে মুহ্যমান। নবাব গেলেন—তারপর মসনদে বসলেন পর পর আপনার দুই পুত্র নজমদ্দৌল্লা—সইফুদ্দৌল্লা। ফুলের মত নিষ্পাপ দুটি কিশোর, কিন্তু খোদাতালার কি ইচ্ছা কে জানে। দুজনেই চলে গেল।

গুরুদাস। মহারাজ নন্দকুমারও অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছেন। তিনি বাইরে গেছেন সেখান থেকে আপনার এই শোকে সমবেদনা জানিয়েছেন। বাবার সেই সংবাদ জানাতে আমি নিজেই এলাম বেগম সাহেবা

মণিবেগম। আমি বাধিত বোধ করছি গুরুদাস। পিতার যোগ্য সন্তান তুমি। নন্দকুমার নবাবের বন্ধু ছিলেন।

রেজাখাঁ। তবে মহারাজের ছেলে গুরুদাস আমাদের বন্ধু। সদর কুঠি থেকে এসেছেন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং—

[গঙ্গাগোবিন্দ সিং কুর্ণিশ করে]

গঙ্গাগোবিন্দ সিং। বন্দেগী বেগম সাহেবা। আপনার শোকে আমরা মুহ্যমান। তবু কি জানেন, বিপদ এক সঙ্গে আসে না। এই বিপদে যারা স্থির অবিচল থাকতে পারে তারাই তো প্রকৃত মানুষ। ঈশ্বর আপনাকে এ শোক সহ্য করবার সামর্থ দিন। এরপর আরও গুরুদায়িত্ব আছে, সে পরবর্তী নবাব মবরকউদ্দৌল্লা।

মণিবেগম। বড় ইমানদার ছেলে এই মুবারক।

[হাততালি দিতে বাঁদী এসে হাজির হয়]

মুবারক।

[বাঁদী চলে গেল। মুবারক ঢুকছে, তরুণ একটি যুবক]

মুবারক। আমাকে ডেকেছেন আম্মাজান ?

মণিবেগম। হ্যাঁ। নিজামতের হিতৈষী এঁরা। তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছেন।

মুবারক। আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কি হবে ? তার জন্য তো আপনিই রয়েছেন। ওসব কাজ-কর্ম আপনিই দেখুন, আমি বরং আরামগাহে একটু মহফিলের যোগাড় দেখিগে। বিলাতী সরাব কিছু বরং পাঠিয়ে দাও সেখানে।

[মুবারক চলে গেল। গঙ্গাগোবিন্দ সিং আর রেজাখাঁ-এর চোখা-
চোখি হয়]

মণিবেগম। খুব স্ফুর্তিবাজ ছোকরা। তবে হুঁস আছে।

গঙ্গাগোবিন্দ সিং। খুব খুশী হয়েছি আমরা। হাজার হোক ভাবী নবাব, দেখেও ভালো লাগলো। এদিকে রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিলেন কোম্পানী, আর নিজামত চালাবে শাসন ব্যবস্থা। কিন্তু নবাবের নিজের মা এইবার ন্যায়তঃ অভিভাবক। তিনিও আবেদন করেছেন শুনলাম।

মণিবেগম। বুববুবাঈ হেষ্টিংসের কাছে আবেদন করেছে তাহলে!

গঙ্গাগোবিন্দ। অবশ্য এখনও তার ফয়সল্লা হয়নি। কথাটা জানালাম মাত্র। তাহলে আজ আসি বেগম সাহেবা, কুঠিতে অনেক জরুরী কায পড়ে আছে।

মণিবেগম। অনেক ধন্যবাদ! সাহেবকে আমার কথা জানাবেন—আমি আপনাদের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ।

[বের হয়ে গেল তারা কুর্ণিশ করে]

— খাঁসাহেব, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

[রেজাখাঁ রয়ে গেল]

রেজাখাঁ। আদেশ করুন।

মণিবেগম। সংবাদটা শুনলেন তো? মুবারককে ওরা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে! বুববুর এত সাহস!

রেজাখাঁ। একা বুববুর সাহসে এ কায হয়নি, পেছনে আরও কারো পরামর্শ আছে। মনে হয় —

মণিবেগম। মনে হয় সত্যই এসব আর্জি পেশ হয়েছে মহারাজ নন্দকুমারের পরামর্শে।

রেজাখাঁ। ওর মুখ বন্ধ করার জন্য ওর নিজামতের চাকরী যাবার পর তার ছেলে গুরুদাসকে নিজে ডেকে চাকরী দিলাম, তবু লোকটাকে বশে আনা গেল না! বেইমান—নিমকহারাম একটা কাফের।

মণিবেগম। শুনছি গুরুদাস নাকি বাবার অমতেই চাকরী করছে?

রেজাখাঁ। কতকটা তাই। কিন্তু এ আর্জির যদি ফয়সল্লা না হয় বিপদ বাধবে। তবে মনে হয় সাহেবকে বলে দেখুন—একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ও ভাববেন না কিছু।

[ঢুকছে পিক্রু সাহেব]

পিক্রু। সেলাম বেগম সাহেবা। খাঁসাহেব!

মণিবেগম। শুনলাম বেশ কয়েক জাহাজ মালপত্র এনেছো?

পিক্রু। মাল আর আনিবে না বেগম সাহেবা, কারবার পোষাইতেছে না বেগম সাহেবা। বাজার বহুৎ খারাপ। পিক্রু এইবার কারবার তুলিয়া দিয়া পাদ্রীগিরি করিবে। সাচ্ বাত।

রেজাখাঁ। এ সুমতি হঠাৎ কেন হ'ল পিক্রু সাহেব?

পিক্রু। কি করিবে! হেষ্টিংস সাহেবের চার আনা, গোস্তাকি মাপ হয় বেগম সাহেবা, আপনার চারি আনা—খাঁসাহেব দুই আনা ডাকাতের দল দু আনা, খরচা চার আনা, ব্যস ষোল আনা চলিয়া গেল—পিক্রু তবে কি ঘোড়ার ঘাস কাটিবে?

মণিবেগম। আপনি এখন আসুন খাঁসাহেব। কাজের লোক। আপনাকে আটকে রাখবো না!

[খাঁসাহেব চলে গেল]

ব্যাপারটা কি খুলে বল দিকি পিক্রু সাহেব ?

পিক্রু। শুনিলাম মুবারক নবাব হইবে, আর তার অভিভাবক হইবে বুববু বেগম, তাঁহার মা। বহুৎ কড়া আউরৎ।

মণিবেগম। পিক্রু, মসনদে যেই-ই বসুক, মণিবেগমই থাকবে গদিনাসীন বেগম।

পিক্রু। সাচ্! Oh, good heavens!

মণি। তোমাদের ব্যবসা ঠিকই চলবে।

পিক্রু। Long live gracious মণিবেগম! তাহা হইলে আমি হেষ্টিংস সাহেবকে কিছু খবর দেবে ?

মণিবেগম। তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি অপেক্ষা করছি।

[পিক্রু বের হয়ে গেল। মণিবেগম পায়চারী করছে]

মসনদ থেকে আমায় নামাবে! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[প্রবেশ করছে ওয়াজিদ, তার বেশবাস মলিন, হাতের বীণের তারগুলো নেই]

ওয়াজিদ। বন্দেগী বেগম সাহেবা!

মণিবেগম। ওয়াজিদ—বীণকার!

বীণকার। বীণকার আর আমি নই বেগম সাহেবা! বীণের সব তারগুলোই ওরা ছিঁড়ে দিয়েছে—যে বীণায় সুর উঠতো সে বীণা আজ নীরব।

মণিবেগম। কেন বীণকার!

বীণকার। তোমার মেহেরবাণী!

মণিবেগম। কতো দিন আসোনি বীণকার। তোমার কথা মনে পড়ে প্রায়ই। আজ তুমি আমাকে ভুলে গেছো একেবারে—

বীণকার। দিওয়ানা দরবেশ সব ভুলতে পারে মণি তবু যার জন্য সে দিওয়ানা হয়েছে তাকে ভুলতে পারে কই ?

মণিবেগম। তাই দেখতেই আসো না মণিকে ?

বীণকার। মণিবাঈ আজ গদিনাসীন বেগম, আর আমি দিওয়ানা ফকীর মাত্র, পথে পথেই ঘুরি। তারজন্য বেগমের দ্বার তো খোলা থাকার কথা নয় মণি। এসেছিলাম। তোমার লোকেরাই আমাকে দূর করে দিয়েছে। ওদের দোষ কি! দৌলত মানুষকে বদলে দেয়—মসনদ মানুষকে মাতাল করে তোলে····

মণিবেগম। তবু মণিবেগম কি এক জায়গাতেও মানুষ নয় বীণকার ? তার কি দুঃখ শোক বেদনা কামনা কিছুই নেই ? পর পর দুটি সন্তান চলে গেল। আজ আমি নিঃস্ব একা।

বীণকার। মসনদের মোহ আর নেশা তোমাকে সব দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে দেবে মণিবাঈ। এ নেশা ছেড়ে চলে যেতে পারো কোথাও ?

মণিবেগম। মাঝে মাঝে আমিও ভাবি বীণকার। শান্ত স্তব্ধ একটি পাখীর কূজন ঘেরা আশ্রয়—ছোট্ট একটি নদী তীরে সন্ধ্যা নামবে, দিনশেষে পাখীর দল ফিরবে কুলায়, সেই আলো আঁধার জগতে একটি চেরাগ জ্বালবো আর তোমার বীণের উঠবে পুরিয়ার সুর। রাজ্য চাই না—মসনদ চাই না! শুধু তুমি আর আমি সেই শান্তির জগতে কোথায় হারিয়ে যাবো। তেমনি একরাজ্যে আমায় নিয়ে যেতে পারো বীণকার ?

[হঠাৎ মণি বীণকারের ছেঁড়া আংরাখার নীচে পিঠে হাতে দাগ-গুলো দেখে চমকে ওঠে]

ও কিসের দাগ বীণকার ! সারাপিঠ দেহে চাবুকের দাগ কেটে বসেছে। কে-কে সেই নিষ্ঠুর ?

বীণকার। এতো তোমারই দেওয়া শাস্তি বেগম সাহেবা। তোমার কোতোয়াল-সেপাইরা রাজ্যের দিওয়ানা দরবেশদের উপর এই জুলুম করে চলেছে। তোমারই দেওয়া শাস্তি সযত্নে বয়ে নিয়ে চলেছি। আজ চলি মণিবাঈ ; ও স্বপ্ন সত্য হবে কিনা জানি না। খোদাতালার কাছে দোয়া মাংবো—তোমার কামনা পূর্ণ হোক, তুমি শান্তি পাও।

মণিবেগম। কোথায় যাচ্ছো বীণকার ?

বীণকার। পথে ! ফকীরের সেই তো আশ্রয় !

মণিবেগম। পথে পথে ঘুরো না বীণকার। আমি তোমায় আশ্রয় গড়ে দেবো। ফকীরের যোগ্য আশ্রয়। সবুজ পরিবেশ একটি সুন্দর মসজিদ।

বীণকার। আমার একার আশ্রয়ের জন্য আসিনি মণি।

মণিবেগম। সবাই সেখানে আশ্রয় পাবে, শান্তি পাবে। চাবুকের কি জ্বালা তা আমি বুঝি বীণকার, আমিও একদিন অনেক চাবুক খেয়েছি। তোমাদের গায়ে আর কেউ হাত তুলবে না বীণকার—

বীণকার। তোমার অশেষ দয়া মণিবেগম ! খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

মণিবেগম। খোদা। হাঃ হাঃ ! তোমার খোদা আমার কথা ভুলে গেছে বীণকার।

বীণকার। খোদা কাউকে ভোলে না মণিবাঈ। তাকে ডাকো, দুনিয়ার তিনিই একমাত্র শান্তির আধার।

মণিবেগম। তোমার খোদাকে ডাকবার অবকাশ কই বীণকার? তুমিই নাহয় আমার হয়ে তাকে আমার কথা বলো। আমার সে সময় কই?

[গলা থেকে মোতির মালা খুলে ছুঁড়ে দেয় বীণকারের দিকে]

বীণকার। বক্‌শিষ! ঘুস দিচ্ছ বেগম সাহেবা! ইনাম্! বেগম সাহেবার বহুৎ দৌলত! তামাম জাহানাবাদ এখন তিনি সোনায় মুড়ে দিতে পারেন। প্রার্থী হয়ে হাত পেতে তোমার কাছে আসিনি বেগম সাহেবা—

মণিবেগম। দাঁড়াও বীণকার! বেগমের ইনাম্ ফিরিয়ে দিতে তোমার এতটুকু ভয় হোল না?

বীণকার। পিঠের দাগগুলো দেখেছো বেগম সাহেবা? ওরই আখরে আমার জবাব লেখা আছে। আমি খোদার রাজ্যের খাস-তালুকের প্রজা, বেগম সাহেবাও যার অধীন। দৌলত আমার বাইরে নয়, অন্তরে। ওই মুক্তোর চেয়েও তা অনেক কিম্মৎদার। তাই মোতির মালায় আমার দিল ভরে না বেগম সাহেবা। ওটা ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম।

[বীণকার চলে গেল। মণিবেগম চমকে ওঠে! হঠাৎ কেমন বদলে যায় সে, হাসছে মণিবেগম]

মণিবেগম। বেয়াকুব! বিলকুল বেয়াকুব!

[হাসছে মণিবেগম, প্রবেশ করে হেষ্টিংস]

হেষ্টিংস। My darling.

মণিবেগম। ভাবছিলাম এ মুক্তোর মালা কাকে দিই। তোমার কথাই মনে হ'ল সাহেব। এটা তোমাকেই দিলাম।

হেষ্টিংস। Oh my god. এযে বহুৎ দামী সাচ্চা মুক্তো, thanks

মণিবেগম। তুমিই এর কদর বুঝবে। সমঝদার লোক।

হেষ্টিংস। I am very pleased. আপনার দুঃখে আমার খুব সম বেদনা আছে, তাইতো নিজে আসিয়াছি।

মণিবেগম। তোমার কথাই ভাবছিলাম সাহেব। বড্ড মন কেমন করছিল। আজ পাশে কেউ নেই, একা।

হেষ্টিংস। আমি তো আছি বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। এইটুকুই আজ আমার সান্ত্বনা সাহেব, চারিদিকে চক্রান্ত আর শত্রুর দল। ওরা নানা কথা বলে। তোমাকে আমাকে নিয়ে নানা কথা—

হেষ্টিংস। Let them go to hell.

মণিবেগম। আজ আমি খুব ভাবনায় পড়েছি সাহেব। মুবারক নবাব হবে, তার মা হবে তার অভিভাবক। তাহলে গদিনাসী বেগম থেকে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো সাহেব?

হেষ্টিংস। Oh no no my dear. মহারাজ নন্দকুমার দরখাস্ত করিয়া দিয়েছে হামিও পথ ভাবিয়া রাখিয়াছি। মুবারক নিজে দরখাস্ত করিবে সে তোমাকে তাহার gurdian হিসাবে চায় আর প্রমাণ করিতে হইবে বুব্বুবেগম প্রকৃতিস্থ নয়, she not sain—পাগল আছে Dear. কোম্পানীর ডক্টরকে বলিয়াছি। Don't you worry বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। সত্যিই সাহেব—হবে ? আমি গদিনাসীন বেগমই থাকবো ? বলো—বলো সাহেব !

হেষ্টিংস। Yes my darling.

মণিবেগম। তোমার কাছে আমি চিরঋণী সাহেব।

হেষ্টিংস। তোমার জন্ম হামি এটুকু কায কেন করিব না my dear ? তোমার মুখে হাসি দেখিলে হামি ত্নিয়া ভুলিয়া যাই, I can stake any thing.

মণিবেগম। রোশন !

[প্রবেশ করে আগেকার সেই তরুণ বাঁদী, আজ তার রূপে প্রসাধনের পালিশ পড়ে মোহময়ী হয়ে উঠেছে]

মুবারককে মদ দিবি, যত চায় ততই দিবি। আর হ্যাঁ ; তুই ওকে ভুলিয়ে রাখবি, এই বুববুর মহলে যেন না যায়। ইনাম মিলবে, বহুৎ ইনাম। চাই কি বাংলার মসনদও ! বুঝলি বাঁদী। মুবারক খুব ইমানদার লেড়কা ! যা !

[রোশন কুর্ণিশ করে বের হয়ে গেল। মণিবেগম হাসছে]

হেষ্টিংস। তুমি খুব বুদ্ধিমতী বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। চল সাহেব, ঝিলের ধারে একটু ঘুরে আসি। সারাদিন এই বদ্ধ ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসে। প্রথম যেদিন তোমায় দেখি সেদিন মনে হয়েছিল তুমি যেন কোন এক চাঁদের আলোর দেশের মানুষ, সেই আলোয় রাতনির্জনে তোমায় দেখেও চোখ ভরে না সাহেব !

[দুজনে বের হয়ে গেল তারা। মঞ্চের আলো কমে আসে, একটা

স্বর শোনা যায়। ঢুকছে মুবারক রোশনের হাত ধরে টানতে টানতে আনছে]

রোশন। আঃ নবাব সাহেব, হাত ছাড়ুন! কেউ দেখে ফেলবে।

মুবারক। দেখুক! বাংলার নবাব কাউকে ভয় করে না।

রোশন। বড় বেগম সাহেবা জানতে পারলে—

মুবারক। আরে ধ্যাৎ! আম্মাজানই তো বলেছে তোমায়! আমাকেও আম্মাজন বহুৎ পেয়ার করে। যখন যা চাই তাই-ই দেয়। দিনরাত গুলবাগিচায় নাচ, গান ফূর্তি·········এসব তো আম্মাজানই এন্তাজাম করে দিয়েছে। তুমি সরাব দেবে না মানে? তুমি না দাও আরও ঢের বাঁদী আছে সরাব দেবে।

রোশন। না—না, ও বিষ বেশি খাবেন না নবাব সাহেব!

মুবারক। নবাব হবো, সরাব খাবো না! ভালো বল্লে যা হোক! ও সরাব না হলে বুক জ্বলে যায়—আগুন জ্বলে, তাইতো আরও খেতে চাই রোশন! এ্যাই!

[পাশেই একজন বাঁদী পানীয় নিয়ে এসেছে, মুবারক তার থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে বেশ খানিকটা গিলে নেয়]

রোশন। আর খাবেন না নবাব সাহেব! একটু সুস্থ হয়ে নিজামতের কাজ-কর্ম দেখবার চেষ্টা করুন। নবাব হতে চলেছেন, আপনার দিকে এখন সারা বাংলার লোক কত আশা নিয়ে চেয়ে আছে।

মুবারক। নিজামতের কাজকর্ম দেখার জন্য তনখা করা নোকর আছে, আর দরবার করার জন্য—ওই কোম্পানীর সাহেবদের সামলাবার জন্য আছে আম্মাজান। আমি বাবা নেচে কুঁদে খালাস।

রোশন। এ ভাবে দিন কাটাবেন না নবাব, চোখের সামনে দেখেছেন এই বদনেশায় একে একে মসনদের সবাই গেছে। আল্লার কাছে আমি দোয়া মাঙি--তিনি আপনার সুমতি দিন। নবাব সাহেবের মর্জি-মেজাজ ভালো করে দাও—ও যেন নবাবের মত নবাব হয়ে বাংলার মসনদে বসে—

মুবারক। যত্তো সব বাজে কথা। কেউ বাঁচবে না রোশন! সব্বাই একদিন গোরে যাবে, ওই মসনদও তাদেরও ঠেকাতে পারবে না! ক'দিন বাঁচো—খাও-দাও, স্ফূর্তি করো। সরাব—

রোশন। নবাবসাহেব! সরাব খাবেন না।

মুবারক। খামোশ!

[বাঁদী সরাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রোশন তার হাত থেকে পানপাত্র কেড়ে নিয়ে যায়। মুবারক ওর চুলের ঝুঁটি ধরে গর্জন করে]

—বেত্‌মিজ কাঁহাকা। বেসরম কুত্তি! নিকাল যা! আভি নিকাল যা হিঁয়াসে। এতবড় সাহস তোর নবাবের হাত থেকে সরাব কেড়ে নিস্! চাবকে পিঠের ছাল তুলে দোব। চাবুক—

[বাঁদী পানপাত্র রেখে চাবুক এনে দেয়। মুবারক চাবুক তুলে নিয়ে এগিয়ে যায়—এগিয়ে আসে বুববু বেগম]

বুববু। মুবারক!

মুবারক। কে তুমি!

বুববু। আমি তোর মা। মাকেও ভুলে গেছিস?

মুবারক। মা তো এখানে এ সময়ে কেন? তুমিও কি ওই রোশনের দলে? তবে গুলবাগিচায় যাও না কেন—এঁ্যা!

বুববু। বেসরম, বেওকুব মুবারক ! এতদূর অধঃপতন হয়েছে তোর ? সরাবের নেশায় কি সব ভুলেছিস ? নিজের মায়ের ইজ্জৎও রাখতে জানিস না ?

মুবারক। ধ্যাত্তের ! নবাবের কাছে কৈফিয়ৎ চাও তুমি ! এ্যাই—কে আছিস একে বের করে দে !

রোশন। বেগম সাহেবা !

বুববু। আমি যাবো না !

মুবারক। যাবে না ? দেখেছো—এটা দেখেছো ? নবাবের আদেশ না মানলে এই চাবুক দিয়ে সেই হুকুম তামিল করাতে বাধ্য করা হবে।

বুববু। তাই কর মুবারক....তাই কর ! আজ মানুষ নোস তুই—জানোয়ার হয়ে উঠেছিস।

[মুবারক এগিয়ে আসে চাবুক তুলে, রোশন এগিয়ে যায়—তার পিঠেই একঘা চাবুক পড়ে। মনিবেগম ঢুকছে]

মণিবেগম। মুবারক !

মুবারক। আম্মাজান ! দেখো কি রকম বদমাস সব। তোমার হুকুমও তামিল করে না এরা। সরাব দিতে তুমি বলেছো এরা বলে সরাব খাবেন না। নাচমহলে যাবেন না—

মণিবেগম। মুবারক, যাও তুমি ! এখন দিক্ করো না। যাও ! তোমরা—

[মুবারক, রোশন চলে গেল বুববু দাঁড়িয়ে আছে]

তুমি এখনও দাঁড়িয়ে আছো বুববু ?

বুববু। আজ তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই মণিয়া।
বলো তোমার কি ক্ষতি আমি করেছি। এতটুকু মেয়েকে আমার মা দয়া করে খাইয়ে পরিয়ে আশ্রয় দিয়ে মানুষ করেছিল। তার কৃতজ্ঞতার দাম কি এমনি করে শোধ দিচ্ছ তুমি? আমার একমাত্র সন্তানকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে জাহান্নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করছো—তোমার শিক্ষায় আজ সে মায়ের ইজ্জৎটুকু পর্যন্ত রাখলো না। মাকে চাবুক মারতে আসে?

[মণিবেগম হাসতে থাকে]

এ হাসি তোমার মুছে যাবে মণি। মুবারক আমার সন্তান। আইনতঃ আমি তার অভিভাবক। আমি তোমার এইসব নীচতার জবাব দেবো মণি!

[মণি হাসছে ; হাসতে হাসতে ফেটে পড়ে সে। বুববু অবাক হয়]

মণিবেগম। তোমার সে আশা পূর্ণ হবে না বুববু। সে সাধ অসম্পূর্ণই রয়ে গেল। মসনদ তোমার জন্য নয়, গদিনাসীন বেগম তুমি কোনদিনই হবে না। তুমি অপ্রকৃতিস্থ-পাগলিনী! উন্মাদিনী।
বুববু। আমি পাগল—উন্মাদ! কে বলে আমি পাগল?
মণিবেগম। আইন বলে, চিকিৎসকরা বলেছে—মুবারকও তোমার অধীনে থাকতে চায় না।

[প্রবেশ করছে হেষ্টিংস]

বুববু। মিথ্যে কথা। মুবারক তা বলবে না—বলে তো ভুল বলেছে। তাকে মদের নেশায় পাগল করেছে—তুমি আমাকেও পাগল সাজাতে চাও? না—না। আমি পাগল নই—

হেষ্টিংস। Oh yes, মুবারক লিখিতভাবে জানাইয়াছে আপনার অভিভাবকত্ব সে চায় না, ডক্টর বলিতেছেন বেগম সাহেবা আপনার মস্তিষ্কের ঠিক নেই। সুতরাং নিজামতের কায-কর্ম এ অবস্থায় মণিবেগমকেই দেখিতে হইবে।

বুববু। সাহেব!··মিথ্যে কথা সাহেব।

হেষ্টিংস। এসব তো মিথ্যা নয়; আইন মোতাবেক কায হইবে। What can I do?

বুববু। মণি! আমার সন্তানের আজ মসনদের দরকার নেই। তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও মণি। আজ কিছুই চাইবো না। আমরা ফিরে যাবো জাহানাবাদের সেই ছোট ঘরে মা আর ছেলে দুজনে। আমরা একটি শান্তির নীড় গড়ে তুলবো, দুখানা তন্দুরের পোড়া রুটি তাইতে দিন চলে যাবে। এর বেশি কিছু চাওয়া আমার নেই মণি। মেহেরবাণী করো, মসনদ দৌলত তুমি নাও। আমার একমাত্র সন্তানকে ফিরিয়ে দাও! খোদা তোমার মঙ্গল করবেন!

[প্রবেশ করছেন মহারাজ নন্দকুমার। তিনি বুববুর কথাগুলো শুনছেন, মণি আর হেষ্টিংস হাসছে। বুববু মণির পায়ের কাছে বসে পড়ে]

মণিবেগম। তা হয় না বুববু!

মহারাজ। বেগম সাহেবা! ছোটি বেগম সাহেবা!

বুববু। মহারাজ!

মহারাজ। উঠে আসুন বেগম সাহেবা। পাথরে মাথা খুঁড়লে মাথাই রক্তাক্ত হয়—আর কিছু হয় না। মিঃ হেষ্টিংস! তুমি জেনে শুনে এতবড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে চলেছো!

মণিবেগম। মহারাজের দেখেছি ন্যায় বিচারবুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম, আছে কি নেই সেই কথাই মালুম হয় না।

মহারাজ। বেগমসাহেবা, আপনি সাবধান হোন। আপনিও নিজেকে দারুণ বিপদের মুখে নিয়ে চলেছেন এই সাহেবকে নানা ভাবে প্রশ্রয় দিয়ে।

মণিবেগম। নিজামতের আজ কেউ নন আপনি।

মহারাজ। সাধারণ প্রজা হিসাবেই তাই আমি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি, আবার করবো। মিঃ হেষ্টিংস, আপনার কাছে আবেদনই আজ নিষ্ফল হবে তাই জানতাম। তাই আবেদন জানিয়েছি আরও অনেক উপরে। তোমার সব অন্যায়ের বিচারের দাবী করেছি আমি। দেখবো তোমাদের সভ্য ইংরেজ জাতি এতবড় অবিচারের কোন প্রতিকার করে কি না! আসুন ছোটি বেগমসাহেবা, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে আর অপমানিত করবেন না। চলে আসুন—

[মহারাজ বুববুকে সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেলেন। হেষ্টিংস হাসছে]

মণিবেগম। অনেক সহ্য করেছি ওই নন্দকুমারকে—

হেষ্টিংস। Let the dog bark বেগমসাহেবা! ওসব কথা ভুলিয়া যান। এখন সব ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, আপনি সুখী হয়েছেন তো?

মণিবেগম। খুব খুশী হয়েছি মিঃ হেষ্টিংস। এতবড় বন্ধু আমার আজ কেউ নেই। উঃ! নিশ্চিন্ত হলাম আজ।

হেষ্টিংস। রাত্রি হয়েছে। কুঠিতে জরুরী কায আছে। আমি চলি বেগম সাহেবা। গুড নাইট মাই ডিয়ার!

[মণিবেগমকে কাছে টেনে নেয়]

মণিবেগম। গুড নাইট!

[সাহেব চলে গেল, মণি ক্লান্ত হয়ে পানপাত্র তুলে নেয়। নিজের মনেই হাসছে। সিরাজের ছবিটার দিকে চেয়ে থাকে……]

তুমি পারোনি সিরাজ, তোমার মসনদ তবু আমি কব্জায় রেখেছি। এ মসনদ আমার! ভোগ-বিলাস, অর্থ মসনদ! হাঃ হাঃ হাঃ—

[একটা সুর ওঠে, রোশনের কান্নার সুর]

—কে কাঁদছে?

[বাঁদী প্রবেশ করে]

বাঁদী। রোশন। নবাব সাহেব তাকে চাবুক দিয়ে মেরেছে—

মণিবেগম। কেন?

বাঁদী। রোশন ওর হাত থেকে সরাবের গ্লাস কেড়ে নিয়েছে তাই!

মণিবেগম। তাই নাকি! যা মুবারককে সরাবে ডুবিয়ে রাখ। বেহুস করে দে। রোশনকে বলবি আমার হুকুম।

[বাঁদী কুর্ণিশ করে চলে গেল]

মদ খেতে দেবে না! বাঁদীর আবার মোহব্বৎ! বেগম হবার সখ হয়েছে বাঁদীর! হাঃ হাঃ—

[প্রবেশ করে ওয়াজিদ। ফকীরের জীর্ণ বেশ]

ওয়াজিদ। একজন বাঁদী যদি বেগম হতে পারে—তবে তার-ই বা সে সাধ হবে না কেন?

মণিবেগম। বীণকার! তুমি! এখনও যাওনি?

ওয়াজিদ। চলে যাচ্ছিলাম হঠাৎ মনে হ'ল বেগম সাহেবাকে যাবার

বেলায় সেলাম করে যাইনি, তাই ফিরে এলাম। সেলাম আলেকুম বেগম সাহেবা!

মণিবেগম। তুমি আমাকে ব্যঙ্গ কর, হিংসা কর বীণকার?

বীণকার। মোটেই না! বরং দুঃখই হয় তোমার জন্য। একটা শায়ের আছে—দেখে মুঝে যো দি দায়ে ইরবৎ নিগাহ হো।

মেরি শুনো যো গোশ্‌মে নাসিহাৎ নিযোশ্‌ হ্যায়!

মণি। পরিহাস করছো?

বীণকার। প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়োনা মুসাফির, প্রেমের ব্যর্থ জ্বালা যে কতবড় সর্বনাশ আনে তা আমাকে দেখে শেখো।

মণিবেগম। প্রেমের জন্য তুমি কি ত্যাগ করেছো বীণকার?

বীণকার। হিন্দুস্থানের সেরা বীণকার ওয়াজিদ আলিখাঁ তার দৌলত প্রতিষ্ঠা সুনাম সব ছেড়ে পথের ফকিরী কবুল করেছে—

মণিবেগম। আর আমি পেয়েছি দৌলত—মসনদ।

বীণকার। ঝুট, ঝুটবাত! মিছে কথা—তুমি বিক্রী করেছো তোমার ইমান্—ইজ্জং বিবেক! সব কিছু।

মণিবেগম। তাই করুণা করো আমাকে, না? বোধহয় ঘৃণাও করো। কিন্তু প্রশ্ন করি বীণকার, ভুল যদি করে থাকি তার জন্য তুমিও কি দোষী নও?

বীণকার। আমি!

মণিবেগম। হ্যাঁ। বীণকার ওয়াজিদ তুমি! তুমিই তো আমার অন্তরে ধীরে ধীরে আশার আগুন জ্বেলেছিলে, তুমিই বলেছিলে হিন্দুস্থানের সেরা তওফা হবো আমি। মুর্শিদাবাদের দৌলত—রোশনী দেখিয়ে তুমিই আমার অন্তরে আরোও অনেক কিছু

পাবার অগ্নিশিখা জ্বেলেছিলে। আমি সেই পাবার নেশায় জীবনের স্রোতে ভেসে গেলাম—হারিয়ে গেলাম! সর্বাঙ্গে লাগলো পাঁক আর গরল, আর তুমি! খোদার গড়া বেহেস্তে যাবার জন্য অক্ষয়, পুণ্য সঞ্চয় করে চলেছো আর পাপের অতলে ডুবে চলেছি আমি। আজ তুমি এসেছো আমাকে ধিক্কার দিতে।

ওয়াজিদ। ভালোমন্দ পাপপুণ্য বিচারের বোধ বেগমসাহেবার থাকা উচিত ছিল। নবাব মীরজাফরের কথাও শোননি মনিবাঈ!

মণিবেগম। খোদার গড়া বেহেস্থ সেখানে তোমার জন্য ঠাই আছে বীণকার। খোদার গড়া দোজক, নরক—সেখানেরও বাসিন্দা তো চাই। মণিবাঈ-এর জন্য পারো তবে দোয়া মেগো বীণকার, তোমার খোদাকে ডাকার সময় আমার নাই। মসনদ নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছি।

[সেই কান্নার সুর শোনা যায়]

বীণকার। তবু এই মসনদ, এত আলোর অতলে কান্নার সুর ওঠে মণিবেগম! এ কান্না চিরন্তন সত্য!

মনিবেগম। কে আছিস....বাঁদী রোশনকে চাবকে চুপ করিয়ে দে।

[রোশন ছুটে আসে]

রোশন। বেগমসাহেবা, গোস্তাকী মাফ হয় বেগমসাহেবা, আমায় মেরে ফেল তবু ওকে বাঁচতে দাও। সরাব ওকে দিও না।

মণিবেগম। বাঁদীর আবার মোহব্বৎ!

রোশন। আজ মরণকেও ভয় করি না বেগমসাহেবা, আমাকে মেরে ফেল। তবু নবাব মুবারককে বাঁচতে দাও। তুমিও একদিন বাঁদী ছিলে বেগম। বলো, খোদার কসম—তুমি কি কাউকে ভলোবাসোনি? এতটুকু ভালোবাসার স্বপ্ন—তোমার মনের শূন্যতার বেদনাকে ভরিয়ে দেয়নি? ভালোবাসা কি পাপ!

[মণিবেগম বীণকারের দিকে চাইল, পরমুহূর্তে সে বদলে যায়]

মণিবেগম। তুমি যাও বীণকার। তুমি যাও।

[বীণকার চলে গেল]

রোশন। বেগমসাহেবা, মোহব্বতের কি কোন দাম নেই? আমি কিছুই চাই না বেগমসাহেবা। কোন আশা আমার নেই। শুধু প্রার্থনা করবো তুমি ওকে মানুষের মত বাঁচতে দাও। সরাবের নেশায় ওকে বেহুঁস করে তুলো না। তোমার লোভ আর লালসার আগুনে দুনিয়ার সব সত্য সুন্দরকে জ্বালিয়ে খাঁক্ করে দিওনা।

মণিবেগম। রোশন! পাগলামীর জায়গা এটা নয়?

রোশন। যা বলবে তাই বলো বেগমসাহেবা। আমি তবু বলে যাবো এ তোমার অন্যায়—পাপ!

মণিবেগম। অন্যায়! পাপ! এতবড় সাহস তোর বাঁদী? কে আছিস?

[প্রহরী ঢোকে]

রোশন। একটি আরজি বেগমসাহেবা, একটি আরজি আমার—

মণিবেগম। নিয়ে যা। বাড়াবাড়ি করে তো চেহেল সেতুনের অন্ধকার কয়েদখানায় ওকে আটকে রেখে দিবি। সেই জমাট অন্ধকার রসাতলে ও যেন কেঁদে কেঁদে শেষ হয়ে যায়। ওর মোহব্বতের কবর হয়ে যাবে। নিয়ে যা ওকে।

[রোশন কাঁদছে। মণিবেগম কঠিনকণ্ঠে কথাগুলো বলে। মঞ্চের আলো নিভে আসে।]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[মণিবেগমের কক্ষ। একই দৃশ্য। সন্ধ্যাকাল। রেজাখাঁ, মুবারক

মুবারক। এসব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না খাঁসাহেব। নবাব হবো আমি! কিন্তু আমার কোন কথা কেউ কি শুনবে? কেউ কি মানবে?

রেজাখাঁ। মানবে নবাব সাহেব। আপনি আরও শক্ত হোন। কোন ভয় নেই আপনার। নিজামতের সব কাজ আমিই দেখে শুনে দোব। স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমার আপনাকে সব রকম সাহায্য করবেন।

মুবারক। আপনি আর মহারাজা নন্দকুমার দুজনে শুনেছি পরস্পরের শত্রু।

রেজাখাঁ। ওসব রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক শুনবেন নবাব সাহেব। আজ সে বিবাদ আর আমার মনে নেই। মহারাজকে ঠিক

সেদিন চিনিনি, আজ দেখেছি তিনি পরমশ্রদ্ধেয় একটি মানুষ। ওকে বিশ্বাস করবেন নবাব। এইসব বদঅভ্যাসগুলো একটু ছাড়ুন, শক্ত হোন—সরাবের নেশা মানুষকে বেহুঁস করে।

মুবারক। রোশনও তাই বলতো। রোশনকে সেইজন্যেই আম্মাবেগম চেহেল সেতুনের অন্ধকার কয়েদখানায় পাঠিয়েছে। আমি তাকে খালাশ করে দিতে পারি খাঁসাহেব? বড় ভালো মেয়ে রোশন।

রেজাখাঁ। নিশ্চয়ই পারেন। এখুনি হুকুম নামায় দস্তখত করে দিন তাকে খালাস করিয়ে দিচ্ছি!

[মুবারক সই করে দেয়]

[রেজাখাঁ চলে গেল। মুবারক কি ভাবছে, পানপাত্র ওপাশে রাখা ছিল সেটা তুলে নিতে গিয়েই থামল, কি ভেবে সরে এল। ওপাশে মণিবেগম ঢুকছিল সেও দেখেছে মুবারকের এই কাযটা। একটু অবাক হয়]

মণিবেগম। বাঁদী রোশনকে তুমি খালাস করার হুকুম দিয়েছো মুবারক!

মুবারক। হ্যাঁ।

মণিবেগম। সে কয়েদী।

মুবারক। কয়েদীকে খালাস করার ক্ষমতা নবাবের নিশ্চয়ই আছে আম্মাজান।

মণিবেগম। (ধমকে ওঠে) ও! তাহলে নবাবী নিজেই চালাতে চাও। হঠাৎ দিনটা যেন কেমন বদলে গেছে বলে মনে হ'ল? তা উজীরেআলম কাকে নির্বাচিত করলে? মহারাজা নন্দকুমারকে?

মুবারক। তার জবাব দিতে বাধ্য নই আম্মাজান।

মণিবেগম। মুবারক!

মুবারক। তোমার সব অন্যায়ই আমি মানতে রাজী নই! আমি যা ভাল বুঝেছি করেছি।

[মুবারক বের হয়ে গেল, মণিবেগম রাগে চীৎকার করে ওঠে—মুবারক! প্রবেশ করছে হেষ্টিংস; মুবারক ভেতরে চলে গেল। হেষ্টিংস উত্তেজিত হয়ে ঢুকছে]

মণিবেগম। এতদূর স্পর্দ্ধা—এতবড় সাহস।

হেষ্টিংস। দিন বদলাইয়া গেছে বেগমসাহেবা। উহারাও সেই খবর পাইয়াছে।

মণিবেগম। মিঃ হেষ্টিংস, দিন বদলে গেছে?

হেষ্টিংস। Yes! খাস লণ্ডন অফিস হইতে এখন কোম্পানীর কার্য চালাইবার জন্য তিনজন মেম্বার লইয়া বোর্ড গঠিত করিয়া পাঠাইয়াছে। হেষ্টিংস নামেমাত্র গভর্ণর জেনারেল। সব কায মিঃ ফ্রান্সিস ফিলিপ, মিঃ বারওয়েল এবং জেনারেল ক্লেভারিংই চালাইবেন।

মণিবেগম। তাদের হাত করতে পারলে আবার সব বিপদ কেটে যাবে সাহেব।

হেষ্টিংস। ও নো-নো। তাহারা very clever এণ্ড দ্যাট মহারাজা নন্দকুমারই জেনারেল ক্লেভারিংকে হাত করিয়া বোর্ডের নিকট লিখিত ভাবে আমার নামে বহু অভিযোগ করিয়াছে। গুরুতর অভিযোগ। তাহার সব কাগজপত্র সাক্ষ্য প্রমাণ লইয়া সে বোর্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইবে। You know বেগম সাহেবা নন্দকুমার হইল ডেনজারাস্ ম্যান, হি ক্যান ডু এনিথিং।

মণিবেগম। তাহলে উপায়!

হেষ্টিংস। উপায় আমি জানে না বেগমসাহেবা। I am in danger—great danger. সব অভিযোগ কমবেশী সত্য। এতদিন পর তাহার বিচার হইতে পারে ভাবি নাই। I am doomed my dear.

মণিবেগম। না! তা হতে পারে না সাহেব। বল, তোমার জন্য কি করতে পারি? তোমার এ বিপদে আমি সবরকম সাহায্য করবো মিঃ হেষ্টিংস।

হেষ্টিংস। নন্দকুমারের নামে কোন মামলা দায়ির করিতে পারিবে? বিচারপতি আমার বাল্যবন্ধু—তাহার কোর্টে নন্দকুমারের নামে কোন জালিয়াতি প্রতারণার অভিযোগ কাহারও দ্বারা করাইতে পারিলে—

মণিবেগম। পারবো সাহেব পারবো—ঠিক পারবো।

হেষ্টিংস। পারিবে?

মণিবেগম। কে আছিস?

[প্রহরীর প্রবেশ, মণিবেগম কি লিখে দেয়]

নূনমহাজন মোহনপ্রসাদকে এখুনি এত্তেলা দিতে বল। যে অবস্থায় থাকুক সে যেন এখুনিই এসে দেখা করে।

[প্রহরী চলে গেল]

হেষ্টিংস। তোমার উপর আজ একান্তভাবে নির্ভর করে আছি

মাই ডিয়ার বেগমসাহেবা। আজ মনে হয় তুমিই আমার একমাত্র আপনজন।

মণিবেগম। দেখা যাক শেষ চেষ্টা করে। পদে পদে এই নন্দকুমারের বাধা অসহ্য হয়ে উঠছে মিঃ হেস্টিংস। ঘরে বাইরে আমাদের ও শান্তি দেবেনা। তাই এই পথ নিতে বাধ্য হচ্ছি।

হেস্টিংস। Nothing wrong in love and war—my darling, let us see.

মণিবেগম। রাত হয়েছে—সারাদিন খানাপিনাও বোধহয় করোনি। কিছু খেয়ে নেবে চলো মাই ডিয়ার।

[দুজনে বের হয়ে গেল। ওপাশে ঢুকছিল রেজাখাঁ সে থমকে দাঁড়িয়েছে। শূন্য কক্ষে ঢুকে দাঁড়াল। কি ভেবে বের হয়ে আসবে, মোহনপ্রসাদকে ঢুকতে দেখে দাঁড়াল]

মোহনপ্রসাদ। সেলাম খাঁসাহেব, বেগম সাহেবা এত্তেলা দিয়েছেন। মহারাজের দলিলটাও আনতে বললেন!

রেজাখাঁ। ও দলিল তুমি বের করো না মোহনপ্রসাদ, বলো নেই।

মোহনপ্রসাদ। তাতো বলবোই খাঁসাহেব। বিবেচনা করুন, আপনি বলছেন।

খাঁসাহেব। কাল সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করো। তখনই কথা হবে।

মোহনপ্রসাদ। যে আজ্ঞে!

[রেজাখাঁ বের হয়ে গেল]

অ উনিই যেন নবাব। দেখা করবে। নিজামতের কাযের রস

চলে গেছে কিনা, তাই সবাই এখন সাধু পুরুষ! দরবেশ! হ্যাঁ।

[মণিবেগম ঢুকছে]

সেলাম বেগম সাহেবা! এতরাত্রে বান্দাকে তলব করেছেন তাই দৌড়ে এলাম।

মণিবেগম। একটু দরকার ছিল মোহনপ্রসাদ। তোমার নূনের কারবার কেমন চলছে আজকাল?

মোহনপ্রসাদ। ঠায় বসে আছি বেগম সাহেবা। বিবেচনা করুন, হাতপা গুটিয়ে বসে আছি। এদিকে একপাল পোষ্য যা মন্দা-বাজার পড়েছে। মহারাজাই পথে বসিয়ে গেছে স্রেফ—

মণিবেগম। সেই দলিলটা এনেছো?

[মোহনপ্রসাদ ধূর্ত, এমনি সে মিথ্যা কথাই বলছিল, দলিলের কথায় চমকে ওঠে]

মোহনপ্রসাদ। তা এনেছি। তবে ওতে আর কি হবে বেগমসাহেবা। টাকা তো ফিরে পাবো না। বিবেচনা করুন, আটচল্লিশ-হাজার টাকা—

মণিবেগম। টাকা চাও?

মোহনপ্রসাদ। এঁ্যা। টাকা কে না চায়, বেগম সাহেবা। কিন্তু দিচ্ছে কে?

মণিবেগম। এ দলিল জাল বলে মোকদ্দমা করো ইংরেজের কাছে, প্রমাণ হলে তুমি সব টাকা ফেরৎ পাবে—

মোহনপ্রসাদ। ওরে বাব্বা; বিবেচনা করুন, দলিল তো বেগম সাহেবা ঠিকই—আসল দলিল।

মণিবেগম। মিথ্যাকথা। শেঠবুলাকিদাস বহুকাল আগে মরে গেছে, সাক্ষীরাও সব মৃত। সুতরাং—

মোহনপ্রসাদ। হ্যাঁ। তা সত্যি। ও হো বিবেচনা করুন, বুঝেছি। বুঝেছি বেগম সাহেবা। আপনি বলছেন এ দলিল জাল, জাল সই করে মহারাজ নন্দকুমার বুলাকিদাসের ওয়ারিশানের কাছে এতটাকা ঠকিয়ে নিয়েছেন।

মণিবেগম। ঠিক তাই।

মোহনপ্রসাদ। তবে তাই। নির্ঘাৎ তাই। এ দলিল জাল—

মণিবেগম। পারবে বলতে? আদালতে অভিযোগ করতে হবে!

মোহনপ্রসাদ। ওরে বাবা! সাক্ষাৎ মহারাজের বিরুদ্ধে? বিবেচনা করুন—

মণিবেগম। কোন ভয় নেই। সব খরচ আমি দোব। হেষ্টিংস সাহেব আদালতের সব ব্যবস্থা নিজে করে দেবেন। তুমি কোম্পানীর অনেক কায পাবে, প্রচুর কায। টাকা সম্মান ইনাম—

মোহনপ্রসাদ। পাবো তো ঠিক?

[প্রবেশ করে হেষ্টিংস, তার মুখে শয়তানীর হাসি। হাতে গাঢ় লাল রংএর গ্লাস ভর্তি মদ]

হেষ্টিংস। আলবৎ পাবে। এই লেও। পয়লাকিস্তি।

[একটা ছোট থলি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে দলিলটা তুলে নিয়ে দেখতে থাকে, মোহনপ্রসাদ থলিটা কুড়িয়ে নেয়]

কাল সকালেই কাশিমবাজার কুঠিতে যাবে, হামি তোমাকে প্রচুর কাম দিবে। আর একটা আর্জিতে সহি করিয়া দিতে হইবে।

মোহনপ্রসাদ। তা হবে সাহেব। মাই ফাদার মাদার সাহেব। বিবেচনা করুন ছাপোষা লোক। ভেরী পুত্তর।

[মোহনপ্রসাদ চলে গেল]

হেষ্টিংস। নাউ, মাই ডিয়ার বেগম সাহেবা, আমি তোমার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। I love you my darling.

মণিবেগম। খুশী হয়েছো তুমি ?

হেষ্টিংস। Oh, you have saved me. নাউ মহারাজা নন্দকুমার—I shall teach you a good lesson. তোমার ভগবান ভি তোমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। হাঃ হাঃ হাঃ—

[হাতের মদের গ্লাস থেকে পানীয়টা পড়ে যায় মাটিতে, মণিবেগমের পোষাক সব লাল হয়ে যায়]

মণিবেগম। একি রক্ত! মিঃ হেষ্টিংস।

হেষ্টিংস। নো, নো ব্লাড মাই ডিয়ার। রেড ওয়াইন অব লাইফ—চারিদিক রক্ত রঙ্গীন করিয়া তুলিয়াছে। হাঃ হাঃ—

[লাল আলোয় চারিদিক ভরে যায়। মঞ্চের আলো নিভে আসে।]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[নন্দকুমারের বিচারশালা। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নন্দকুমার। ওদিকে বিচারপতি ইম্পে। একপাশে হেষ্টিংস লুসিংটন, এদিকে রেজাখাঁ— বিক্রু গঙ্গাগোবিন্দ-গুরুদাস-প্রহরীবদল। অন্যদিকে রয়েছেন জেনারেল ক্লেভারিং। মোহনপ্রসাদ ইস্রাজঙ্গও রয়েছে। নন্দকুমারের উকিল মিঃ ফেয়ার]

মোহনপ্রসাদ। আমি ধর্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যা বলিব তা সত্য কথা বলিব, সত্য বই মিথ্যা কথা বলিব না। ওই দলিল একেবারে মিথ্যা হুজুর। ধাপ্পাবাজি। বিবেচনা করুন, শেঠবুলাকি ছিলেন মস্ত রহিস আদমী, তাঁর টাকা ধার করার কি দরকার হবে স্যার, ইওর অনার! তিনিই কত লোককে টাকা ধার দিয়েছেন, এমনি বিলিয়ে দিয়েছেন। তাও তার জীবদ্দশায় কেউ জানল না ও কথা—বুলাকিদাস মারা যাবার পর হঠাৎ মহারাজ একদিন ওই দলিল বের করে শেঠজীর বিধবা স্ত্রীকে জানালেন আটচল্লিশ হাজার টাকা তিনি পাবেন, বিবেচনা করুন এবার। অনাথা বিধবা তিনি তো দয়ে মজলেন, এদিকে টাকা না দিলে সব যায়—আমি তো হুজুর অথান্তরে পড়লাম।

ইম্পে। Make short.

[হকচকিয়ে যায় মোহনপ্রসাদ]

হেষ্টিংস। ভয় নেই। তুমি সংক্ষেপে জানাও তারপর কি হইল।

হনপ্রসাদ। তাই করছি হুজুর, টাকা দিলাম ধার ধোর করে। একে বলি তাকে বলি কোর্টে নালিশও করলাম। বিবেচনা করুন—সে মামলায় কিছু হ'ল না। হুজুর ধর্মবতার? তাই আপনার দরবারেই এসেছি। গরীব ছাপোষা মানুষ—

মিঃ ফেরার। বাদী মোহনপ্রসাদ, দলিলের খাতক বুলাকীপ্রসাদ মারা গিয়াছেন সাক্ষীরাও মৃত। কিন্তু কি করিয়া তুমি বলিতেছ উহা জাল? জবাব দাও।

মোহনপ্রসাদ। মনে হ'ল, আজ্ও—মানে বিবেচনা করুন মনে হবারই কথা। এতবড় একটা লোক—

মিঃ ফেরার। মহারাজও কম লোক নন। এতদিন পর হঠাৎ তুমি কেন আদালতে আসিলে, এর পিছনের রহস্যের কথাটাও জানতে চাই। কোন্ কোন্ বন্ধু তোমাকে পরামর্শ দিয়েছে।

মোহনপ্রসাদ। আজ্ঞে তা বলতে পারেন। আমি ওসব মিথ্যা বলিনি। দলিল দলিলই, জাল না সত্যি কে জানে, তবে অনেকে বললেন—

হেষ্টিংস। মি লর্ড, মিঃ ফেরার বাদীকে অপ্রসঙ্গ প্রশ্ন করিতেছেন।

মিঃ ফেরার। এ প্রশ্ন করার কারণ আছে। মোহনপ্রসাদ, বল কে কে তোমাকে এই সৎপরামর্শ দিয়াছেন?

মোহনপ্রসাদ। বিবেচনা করুন, মানে ধর্মাবতার—

ইম্পে। মিঃ ফেরার, you may ask him other questions.

মহারাজ। মিঃ ফেরার। ও প্রশ্নের কোন জবাবও পাবেন না। নইলে এতদিন পর এত সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হতো না। আজ আমাকে অভিযুক্ত করার দরকার, যাদের স্বার্থে আমি আঘাত দিইছি তারাই আমাকে

আজ এখানে জালিয়াতির অপরাধীর ভূমিকা নিতে বাধ্য করিয়েছেন।

হেষ্টিংস। মি লর্ড। বৃথা সময় ক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। কায চলিতে থাকুক।

মিঃ ফেরার। মিঃ হেষ্টিংস বিচারালয়ে সকলেরই আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। মহারাজার যা বলিবার থাকে তাহা বলিতে দিন! বলুন মহারাজ—

মহারাজ। ইওর অনার, আমি এই চেয়েছিলাম—কোম্পানীর শাসন, একনায়কত্বের অবসান হোক। মিঃ হেষ্টিংস যে অত্যাচার চালিয়েছেন ভারতের উপর সুসভ্য ইংরেজের সম্মান তাতে বাড়ে নি। আজকের এই বিচারালয়ে নিরাপরাধ একজন মানুষের নামে চরম কলঙ্ক আর অপমানের বোঝা চাপিয়ে টেনে আনা হয়েছে। যথাধর্ম বলছি—এর মূলে কোন সত্য নেই।

রেজাখাঁ। আমিও জানি সাহেব, এই বিচারালয়ে বলছি এ ব্যাপারে আমিও ওয়াকিবহাল। বুলাকিদাস ওর কাছে এই ঋণ করেছিলেন।

মোহনপ্রসাদ। মিথ্যা কথা।

হেষ্টিংস। খাঁসাহেব, হঠাৎ আপনার মুখে এসব কথা শুনিয়া তাজ্জব হইতেছি।

রেজাখাঁ। আমিও তাজ্জব হচ্ছি সাহেব, এতদিন তোমার এই নাচতাকে, অন্যায়কে আমি সহ্য করেছিলাম। সামান্য লোভ আর মোহের বশে এতবড় একটা অন্যায়কে সমর্থন করেছিলাম। তোমাদের লালসাকে প্রশ্রয় দেননি মহারাজ নন্দকুমার — তাই তোমরা ওকে কাঠগড়ায় এনে হাজির করেছ।

হেষ্টিংস। খাঁসাহেব।

খাঁসাহেব। ইওর অনার, ব্রিটিশ জাতের এই কলঙ্কের কথা তোমাকেও স্পর্শ করবে। তাই একান্ত অনুরোধ এ বিচার স্থগিত থাকুক।

হেষ্টিংস। নেভার। মি লর্ড!

ইম্পে। এ বিচার স্থগিত থাকার কোন সঙ্গত কারণ কোর্টকে দেখাইতে পারেন নাই, সুতরাং বিচার বন্ধ থাকিতে পারে না। ইংরেজের আদালতে এ বিচার ইংরাজি মতেই চলিবে।

মিঃ ফেরার। নেভার!....মি লর্ড! এ দেশে এখনও ইংরেজের রাজত্ব হয় নাই। কোম্পানী অধিকার করিয়াছে মাত্র। সুতরাং নন্দকুমার হিন্দু ব্রাহ্মণ, ভারতীয়। তাহার বিচার ভারতীয় দণ্ড-বিধির আইন অনুসারেই হইবে। ইংরেজের আইনে জালিয়াতির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড কিন্তু ভারতের আইনে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবার কোন কারণ নেই। সাধারণ ভাবে তাহার কারাদণ্ড হইতে পারে। তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের সুবিধাই পাইবেন।

রেজাখাঁ। আমাদের নিজামতের মুতাক্ষরীণ আইনও তাই বলে।

হেষ্টিংস। সে আইন কোম্পানী মানিবে না। কোম্পানী বৃটিশ, তাহার আইনেই এই বিচার হইবে!

নন্দকুমার। তোমাদেব কোন আইনে ঘুস নেওয়া, ব্যাভিচার করা, অত্যাচার করা, অন্যায় নয়—লেখা আছে সাহেব! অপরের দেশকে লুণ্ঠন করা ওকি তোমাদের ন্যায়পরায়ণতার লক্ষণ! ....তবে এ কাঠগড়ায় আমি না দাঁড়িয়ে তোমারই দাঁড়ানো উচিত ছিল!

ইম্পে। Silence !

নন্দকুমার। আমার কণ্ঠস্বর তোমরা অমনি করেই স্তব্ধ করে দেবে ত
জানি।

মিঃ ফেরার ! মি লর্ড ! এই বিচার ভারতীয় দণ্ডধারা মতেই হইবে
এই প্রার্থনা জানাই।

ইম্পে। ইহা ব্রিটিশ আদালত। এখানের বিচার ইংরেজ ধারামতেই
হইবে—now gentleman of the Jury.

রেজাখাঁ। সাহেব। এ তোমাদের অন্যায় !

হেষ্টিংস। কোর্টের কাযে বাধা দেবার চেষ্টা করিবেন না খাঁসাহেব

ইম্পে। Silence। Gentleman of the Jury—Th
prisoner stands vindicted for forging a Persian
Bond with an intent to defrud Bulaki Das and
also for publishing the same—knowing it to be
forged—এখন আপনাদের মতামত বলুন ওই অপরাধী দোষী
কি নির্দোষ। স্মরণ রাখিবেন উহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আমরা
পাই নাই। মহারাজা বিনা প্রমাণে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন
মাত্র।

রেজাখাঁ। তাঁর সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রাহ্য করা হয় নাই।

মহারাজ। খাঁ সাহেব ! এই মিথ্যা অভিযোগের ফল কি হবে তা
আমি জানি। এ নিয়ে কোন ক্ষোভ আমার নেই। একটি
কণ্ঠস্বর ওদের সব মিথ্যার অন্ধকারে আলোড়ন তুলেছিল, তাই
তাকে থামিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু সত্য তা সত্যই।

হেষ্টিংস। নন্দকুমার! বিচারালয়ের অপমান করা বেআইনী, শাস্তির যোগ্য কাম—

মহারাজ। মাথা আমার একটাই মিঃ হেষ্টিংস। একে তুমি দুবার ফাঁসীকাঠে ঝোলাতে পারো না। সুতরাং তোমার আইন —অপরাধ—সুসভ্য ইংরেজ শাসন সবগুলোকেই আমি ঘৃণ্য বলে মনে করি।

ইম্পে। Silence, Gentleman of the Jury. Yonr verdict please ?

জুরী। আমরা নন্দকুমারকে জালিয়াতির অপরাধে অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিলাম।

[মহারাজ হাসিতে ফেটে পড়েন]

গুরুদাস। বাবা! বাপ—

রেজাখাঁ। মহারাজা—মহারাজা!

নন্দকুমার। মরার আগে মরার ভয়ে আমরা মরি না খাঁসাহেব। মৃত্যু আমাদের ধর্মে চরম শান্তি আর স্বস্তির আশ্রয়। মুক্তির পরম আনন্দে সে আনন্দময়, সেই তৃপ্তির আনন্দে আজ উল্লসিত হয়েছি খাঁসাহেব। চোখের জল ফেলো না গুরুদাস। আজ সারা বাংলার জন্য বাংলার অপমানিত মনুষ্যত্বের জন্য আমি প্রাণ দিলাম—এর চেয়ে কি বড় স্বার্থকতা থাকতে পারে? এ তো আনন্দের দিন! মিঃ ফেরার।

মিঃ ফেরার। নো—নো। আইনের নামে এ অবিচার। প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করুন নন্দকুমার।

নন্দকুমার। জীবনে যা করার ছিল তা সবই করেছি মিঃ ফেরার।

বাকী এই খোলসটুকুর বিনিময়ে তবু ইতিহাসে একটা স্বাক্ষর রেখে যাবো মিঃ ফেরার। তাই আবেদন নিবেদনের দিন ফুরিয়েছে। তবু তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ মিঃ ফেরার। বিদেশী হয়েও তুমি আমার পক্ষ নিয়ে কথা বলেছ। তাই বিশ্বাস করি একদিন তোমার দেশের কোন সভ্য মানুষও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবে এই অমানুষিক মিথ্যা বিচারের কথা, এই জঘন্য অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে।

হেষ্টিংস। মহারাজ নন্দকুমার !

নন্দকুমার। ভয় তোমাকে কোনদিনই করিনি হেষ্টিংস। তবু সাবধান করছি—তোমাকেও একদিন মহাকালের বিচারের সামনে দাঁড়াতে হবে আসামীর কাঠগড়ায়। সেদিন তোমার বিরুদ্ধে উঠবে মিথ্যাভাষণ, অত্যাচার, মানবিকতার চরম অপমাননার অভিযোগ। সেদিন সমাগত। আমি ব্রাহ্মণ—আজ দিব্যদৃষ্টি দিয়ে সেই দৃশ্যটাই দেখছি। সেইদিন হয়তো আমি থাকবো না। তবু সত্যের জয় হবেই।

[মঞ্চের আলো নিভে আসে। পিছনের পর্দায় দেখা যায় বিচারের ছায়াদৃশ্য, সমুদ্রের কলগর্জ্জন ওঠে—তার মধ্যে থেকে ভেসে ওঠে বলিষ্ঠ সতেজ একটি কণ্ঠস্বর]

I impeach Warren Hastings in the name of the "Common's House of Parliament" whose trust he has betrayed. I impeach him in the name of the English nation, whose ancient honour he has

sullied. I impeach him in the name of the people of India, whose rights he has trodden under in foot, and whose country he has turned into a desert. Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach Warren Hastings, common enemy and oppressor of all.

[মঞ্চের আলো নিভে যায়। একটা করুণ স্বর ভেসে ওঠে।]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[মণিবেগমের কক্ষ। সেখানে আজ আলো গানের স্বর ওঠে। বিদেশী বাজনা বাজছে। মনে হয় উৎসবের আয়োজন। ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে, টেবিলের ফুলদানীর ফুল। মণিবেগম হাসছে আর হেষ্টিংস ঢুকছে]

হেষ্টিংস। পার্টি থেকে ফিরিতে রাত হইয়া গেল বেগমসাহেবা।

মণিবেগম। আজ তো তোমারই জয়োৎসব!

হেষ্টিংস। নো-নো! সবকিছুর জন্যই credit goes to বেগমসাহেবা। নন্দকুমার খুব আশা করেছিল যে বাঁচিয়া যাইবে। আমাকে বোর্ডের কাছে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে

চাহিয়াছিল—but চাকা ঘুরিয়া গেছে। He is finished. তোমার সাহায্য না পাইলে উহা সম্ভব হইত না বেগম সাহেবা। এখন eat drink and be merry.

[মণিবেগম সাহেবকে পেগ ঢালিয়া দেয়; নিজেও পানপাত্র তুলে নেয়]

হেষ্টিংস। Oh, yes—বহুৎ কাম সেখানে আছে। সব জমিদারীর বিধিব্যবস্থা হইতেছে। আমি মহারাজের অনুগ্রহ ভাজন সমস্ত জমিদারদের এলাকা কাড়িয়া লইয়া নূতন বন্দোবস্ত করিব দুসরা লোককে। এখন হইতে তাহারা দেখিবে হেষ্টিংস কিরূপ কঠিন ব্যক্তি।

মণিবেগম। কিন্তু একজনের কাছে?

হেষ্টিংস। Oh dear? My beloved.

[প্রবেশকারী প্রহরী একটা চিঠি দিয়ে যায়। হেষ্টিংস চিঠিখানা পড়তে থাকে, মুখচোখের ভাব বদলে যায়, মদের গ্লাস পড়ে গেল]

মণিবেগম। মিঃ হেষ্টিংস!

হেষ্টিংস। সব শয়তান ক্লেভারিংএর কায, লণ্ডনে লর্ড নর্থকেও সে হাত করিয়া কোম্পানীর লিণ্ডেন হল হইতে এই অর্ডার বার করিয়াছে! rouge—villen.

মণিবেগম। মিঃ হেষ্টিংস। সাহেব—

হেষ্টিংস! সর্বনাশ হইয়াছে বেগম! আমাকে গভর্ণরশিপ পরিত্যাগ করিয়া এই মুহুর্তেই প্রথম জাহাজে লণ্ডন ফিরিয়া যাইবার হুকুম আসিয়াছে। Everything is finished বেগমসাহেবা। খোদকর্তার হুকুম, রদ করিবার উপায় নেই।

মণিবেগম। যেতেই হবে মিঃ হেস্টিংস। তারপর ?

হেস্টিংস। তারপর কি হইবে জানিনা বেগম ? মনে হয় এতদিন ধরিয়া ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তার করিলাম, তুমিও অনেক কিছু করিয়াছ, কিন্তু তার প্রতিদানে এই পাবো ভাবি নাই।

মণিবেগম। তোমায় আমায় সারা বাংলাদেশ কোনদিনই ক্ষমার চোখে দেখবে না সাহেব। সব অপবাদের পশরা চাপিয়ে তারা খুশী হবে। সারা বাংলা জানবে আমি পাপী—আমি সর্বনাশী! তবু একটা কথা সত্যি সাহেব—আমিও ভালবাসতে চেয়েছিলাম আমার ব্যর্থ প্রেম তোমাকে ঘিরে ফুটে উঠেছিল।

হেস্টিংস। আর আমি! আমার কথা ভেবে দেখিবে বেগমসাহেবা ? পরদেশী এখানেই আমি সব পেয়েছিলাম, আপনজন, ভালবাসা, সবকিছু। সব ছেড়ে আমাকে ফিরতে হবে বন্ধুবান্ধবহীন একটি দেশে, সেখানে তুমি নেই কেউ নেই। জীবন আজ সত্যই খুব কষ্টকর, কঠিন বলেই বোধ হয়। Very hard বেগমসাহেবা।

মণিবেগম। মিঃ হেস্টিংস! এমনি করে আমার সব ফুরিয়ে যাবে তা জানতাম না। ভাবিনি কোনদিনই।

আমি যে নিজের দেশে পরবাসী হয়ে গেছি সাহেব! সকলের ঘৃণার পাত্রী, কোথাও এতটুকু সান্ত্বনার ঠাঁই নেই আশ্রয় নেই।

হেস্টিংস। কোম্পানীর কাছে তোমার জন্য আবেদন জানিয়ে যাবো বেগমসাহেবা, তাঁরা যেন তোমাকে সাহায্য করেন। My dear বেগমসাহেবা—আমি তোমার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

মণিবেগম। Mr. Hastings—যদি দেশে না ফেরো, কোম্পানীর

চাকরী ছেড়ে দাও? বলো—বলো সাহেব তা কি পারোনা তুমি? আমরা দুজনে কোথাও চলে যাবো—অনেক দূরে। মসনদ চাই না, দৌলত চাই না। শুধু তুমি আর আমি। কেউ জানবে না।

হেস্টিংস। তা হয় না বেগমসাহেবা। I must do my duty.

মণিবেগম। তোমার কাছে ভালবাসার, অন্তরের কোন দাম নেই। এতদিন তাহলে শুধু অভিনয়ই করেছিলে? নিছক্ অভিনয়?

হেস্টিংস। Excuse me বেগমসাহেবা।....পরদেশী তোমার কাছে মাপ চায় ....Good bye....Good bye, my dear.

[হেষ্টিংস চলে গেল, মণিবেগম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, মিলিটারী ব্যাণ্ডের বাজনা শোনা যায়, বাজনার শব্দ ক্রমশ ধীরে থেকে উচ্চ গ্রামে ওঠে। প্রবেশ করে প্রহরী, সঙ্গে লুসিংটন]

মণিবেগম। ভুল। এতদিনে তাহলে মস্ত একটা ভুলই করে এসেছিলাম! ওরা কেউ সাড়া দেবে না—সাড়া দেয় না।

লুসিংটন। এক্সকিউজ মি—বেগমসাহেবা। কোম্পানীর বোর্ডের নোতুন পরিচালকদের হুকুমমত আজ হতে নবাব মুবারকের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহার মাতা মাননীয়া বুববু বেগম।

মণিবেগম। বুববু। বুববু বেগম—মুবারকের মা, আজ থেকে গদিনাসীন বেগম। মিথ্যাকথা সাহেব। তোমরা একে একে সব মিথ্যার পশরা এনে ধরেছো বেগমসাহেবার সামনে।

লুসিংটন। I am sorry বেগম সাহেবা। এই প্রাসাদ আপনাকে আজই ছাড়িয়া দিতে হইবে।

মণিবেগম। লুসিংটন! পরিহাসের একটা সীমা থাকা উচিত।
সামনে তোমার সুবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার গদিনাসীন বেগম—

লুসিংটন। ভূতপূর্বা বেগম সাহেবা। The Late বেগম সাহেবা—
বর্তমানে তিনি রাজ্যের সাধারণ একজন প্রজা মাত্র। আপনাকে
আদেশ দিতেছি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাবেন।

মণিবেগম। নইলে ?

লুসিংটন। কোম্পানী নবাবের জন্য বাধ্য হইয়া আপনাকে এখান
হইতে উচ্ছেদ করিবে।

[লুসিংটন বের হয়ে গেল]

মণিবেগম। প্রহরী—বান্দা—খোজা!
সিপাইসালারকে ডাক। ফৌজ কুচ করাক—কামান বন্দুক নিয়ে
তারা হানা দিক কাশিমবাজার—গোরাবাজার—কলকাতায়!
বান্দা—বান্দা! কেউ নেই ? সারা প্রাসাদ থেকে সেই তকমাধারী
সৈন্যের দল আজ ভোজবাজীর মত মিলিয়ে গেছে! তবে কি
সব সত্য! দৌলত—মসনদ—তামাম কিছু সব ঝুট! তবে
এতদিনকার এত চেষ্টা এত নীচতা শঠতা এত অন্যায়ের
কোনও কিস্মৎ নেই! সব বেফায়দা! মিথ্যা এই রোশনী এই
ফুলের রংবাহার! ঝুট—তামাম দুনিয়ার সবকিছুই ঝুট!

[মণিবেগম উন্মাদের মত ফুলগুলো ছিটোতে থাকে, হাতে লেগে
ফুলের একটা ডাল সশব্দে পড়ে যায়। বিভ্রান্ত চেহারা—হঠাৎ প্রবেশ
করে মুবারক]

মুবারক। আম্মাজান! এ আমি চাইনি আম্মাজান।

মণিবেগম। ঝুট। বিলকুল ঝুট। আমি আম্মাজান নই। আমি মানুষ নই। সারা জীবনের ভুল আর পাপের একটা নিষ্ঠুর মূর্তি। দুনিয়ার স্নেহ প্রেম ভালোবাসা আশা সব আমার কাছে বেফায়দা, ঝুট হয়ে গেছে। মিথ্যা—

মুবারক। তুমি চলে যেও না আম্মাজান। আমি ওদের বলবো—

মণিবেগম। দুনিয়ার উপর, মানুষের উপর সব আশা আমার হারিয়ে গেছে। কি নিয়ে বাঁচবো?

[প্রবেশ করে রোশন]

রোশন। সেলাম বেগম সাহেবা। তবু বাঁচা যায়।

মণিবেগম। কি বললি রোশন? বাঁচা যায়? বাঁচা যায়। তোদের চোখে আমি সেই রোশনী দেখেছি। ভালবাসা তাহলে ঝুট নয়—অন্ধকার প্রতারণাময় দুনিয়াতে তবু তোরা বেঁচে থাক রোশন রোশনী তোরাই জ্বালাবি। ওরে আমি যে পুড়ে খাঁক হয়ে গেছি। খাঁক হয়ে গেছি।

মুবারক। আম্মাজান।

রোশন। বেগম সাহেবা।

মণিবেগম। না—না। আমার দুচোখের চাহনিতে আছে বিষ, আগুনের জ্বালা। সব সুন্দর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তোরা আমার সামনে আসিস না—সরে যা মুবারক। রোশন। তোরা শান্তিতে বাঁচ! এ মনসদ দৌলত সব ঝুট! সিরাজ মীরজাফর মীরকাশিম মীরণ গেছে, আমার দুই সন্তান নজমদৌল্লা সইফুদ্দৌল্লা গেছে। অনেকে গেছে। আমাকে আজ উন্মাদ করে তুলেছে—কারা হাসছে। ওদের অট্টহাসির শব্দ ওই ঝড়ের

মত এগিয়ে আসে, সব তাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। যাক্ আমার সঙ্গেই সেই সর্বনাশের শেষ হোক। সরে যা মুবারক—চলে যা তোরা।

মুবারক। আম্মাজান—

মণিবেগম। খামোশ।....সরে যা আমার সামনে থেকে।

[ওরা চলে গেল। মণি উন্মাদের মত পায়চারী করছে। শোনা যায় বীণের শব্দ। শব্দটা এগিয়ে আসে। মণিবেগম স্তব্ধ হয়ে শুনছে]

মণিবেগম। জুলমৎ কদমে মেরে, সর হি আগম কা যৌশ হ্যায়। এ সমা হ্যায় দালিলে, এ গোহর মো খামোশ হ্যায়।

[বীণকার ঢুকছে]

এসেছো বীণকার। এসেছো তুমি! মহফিলের সব আলো নিভে গেছে। শেষ হয়ে গেছে তার উৎসব। চারিদিকে ছিটিয়ে পড়েছে ফুলসাজ। একটি মাত্র দীপ জ্বলছিল, সব আবার হারিয়ে গেল।

বীণকার। সব হারিয়েই তো আবার নোতুন করে সব ফিরে পায় মণিবেগম।

মণিবেগম। মসনদ দৌলত প্রতিষ্ঠা সারা জীবন ধরে যা সঞ্চয় করেছিলাম আজ ভাঁটার টানে এক নিমিষে সব হারিয়ে গেল।

বীণকার। ওর চেয়ে অনেক বড় দৌলত আছে তারই এবার সন্ধান করবে মণিবেগম।

মণিবেগম। বেগম আর নই বীণকার। আজ থেকে সেই মণিয়া।

সামনে তার পথ—যে পথ গেছে এই মসনদ থেকে অনেক দূরে ছায়া ঘেরা নির্জন কোন গ্রাম প্রান্তে, সবুজের অসীমে হারিয়ে গেছে। যেখানে ভ্রমর গুঞ্জন করে, দিনের শেষে পাখীরা বাসায় ফেরে, তেমনি কোন দেশের সন্ধান জানো বীণকার?

বীণকার। এত্তবড় দুনিয়াতে ঠাঁই হবে মণিয়া। সব চেয়ে বড় দৌলত খোদার দয়া তাই তুমি পাবে।

মণিবেগম। সেইটুকুর আশাতেই তোমার মতো পথে পথে ঘুরবো বীণকার। তাই চলো। দাঁড়াও! শেষবারের মত একবার দেখে যাই ওদের। নবাব মীরজাফর মীরকাশিম আর সন্তান সইফুদ্দৌলা নজমদ্দৌলা ওরা সব হারিয়ে গেছে বীণকার। শুধু তাদের দীর্ঘশ্বাস ওঠে বাতাসে। চল বীণকার, একদিন অপরিচিতের মত রাতের অন্ধকারে এখানে এসেছিল মণিয়া আজ আবার তেমনি অন্ধকারেই পথে হারিয়ে যাবো। খোদা মেহেরবান্!

য ব নি কা